# বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা: কুমিল্লা জেলার উপর একটি সমীক্ষা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৩-১৪ সেশনে সমাজবিজ্ঞানে এম ফিল ডিগ্রীর আংশিক শর্ত পূরণের নিমিত্তে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।


তাহমিনা আক্তার
এম ফিল গবেষক
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়


**সমাজবিজ্ঞান বিভাগ**
**ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**
**নভেম্বর ২০১৮**

# বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা: কুমিল্লা জেলার উপর একটি সমীক্ষা


গবেষক

তাহমিনা আক্তার

এম ফিল গবেষক

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১১০

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৩-১৪

সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. আ. ক. ম. জামাল উদ্দীন

অধ্যাপক

সমাজবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়


**সমাজবিজ্ঞান বিভাগ**

**ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**

**নভেম্বর ২০১৮**

# উৎসর্গ

**পর্যটন শিল্পের উন্নতির জন্য যারা সীমাহীন পরিশ্রম করে যাচ্ছে, বিশেষ করে যারা এটির রক্ষণাবেক্ষণের সাথে জড়িত**

# প্রত্যয়নপত্র

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা: কুমিল্লা জেলার উপর একটি সমীক্ষা শীর্ষক এই গবেষণাপত্রটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০১৩-১৪ সেশনে সমাজবিজ্ঞানে এম ফিল ডিগ্রীর আংশিক শর্ত পূরণের নিমিত্তে উত্থাপন করার জন্য রচিত। আমার জানামতে, এই গবেষণাপত্রটি মৌলিক গবেষণাকর্ম, যা গবেষক এককভাবে সম্পন্ন করেছেন। গবেষণাপত্রটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গবেষক সম্পন্ন করলেও, এটি তাঁর নিজস্ব প্রয়াস সৃষ্ট রচনা, কোন যৌথ কর্মের উপস্থাপন নয়। এই মর্মে আরো প্রত্যয়ন করছি যে, এই গবেষণাকর্মের খসড়া এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন আমি যত্ন সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়ে দেখেছি। আমার নির্দেশনা অনুযায়ী গবেষক প্রয়োজনীয় সংশোধনের পর গবেষণাপত্রটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সমাজবিজ্ঞানে ‘এম ফিল’ ডিগ্রীর জন্য চূড়ান্ত করেন। এতদ্‌প্রেক্ষিতে, আমি গবেষণাপত্রটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে, সমাজবিজ্ঞানে এম ফিল ডিগ্রীর জন্য উত্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি।

তারিখ:

অধ্যাপক ড. আ. ক. ম. জামাল উদ্দীন
তত্ত্বাবধায়ক
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

# ঘোষণাপত্র

Awg GB g‡g AeMZ KiwQ †h, বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা: কুমিল্লা জেলার উপর একটি সমীক্ষা kxlK GB M‡elYvcÎwU, XvKv wekwe`¨vj‡qi mvgwRK weÁvb Abl‡`i Aax‡b mgvRweÁv‡b এম ফিল wWMx cwßi AvswkK kZ ci‡Yi wbwg‡Ë DÌvcb KiwQ| GB M‡elYv KgwU GKvš Í B Avgvi wbR¯ †gŠwjK iPbv| Av‡jvP¨ M‡elYvcÎ ev Gi †Kvb Ask, Ab¨ †Kvb wekwe`¨vjq ev wefv‡M, †Kvb wWMx ev wW‡cøvgvi Rb¨ A_ev G ai‡bi †Kvb wel‡qi Rb¨ DÌvcb Kwi নি|

তারিখ:


তাহমিনা আক্তার
এম ফিল গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১১০
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৩-১৪
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক আ. ক. ম. জামাল উদ্দীন–এর প্রতি। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের মাননীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক নেহাল করিমের প্রতি। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সকল শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকবৃন্দের প্রতি, যাঁরা বিভিন্ন ভাবে আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা এবং উৎসাহ প্রদান করেছেন আমার গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করবার প্রয়াসে।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রতি, বিশেষ করে সিনিয়র এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার এর প্রতি। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরিবারের প্রতি, এবং সেই সব সাহায্যকারীদের প্রতি যারা আমার গবেষণা কর্মেও বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন, জরিপ, এফ.জি.ডি. সুগভীর সাক্ষাৎকার ইত্যাদিতে অংশ নিয়ে আমার গবেষণাকর্মকে সাফল্যমন্ডিত করেছে। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার গবেষণাকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি।

তাহমিনা আক্তার
এম ফিল গবেষক
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

# সূচিপত্র


| অধ্যায়ের শিরোনাম | পৃষ্ঠা নম্বর |
|---|---|
| **প্রথম অধ্যায় (Chapter One): ভূমিকা (Introduction)** | |
| ১.১ উপক্রমণিকা (Introduction) | ১ |
| ১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study) | ৩ |
| ১.৩ গবেষণার যথার্থতা ও গুরুত্ব (Importance & Significance of the Study) | ৩ |
| ১.৩.১ পর্যটনের অর্থনৈতিক উপযোগিতা (Economic Utility of Tourism) | ৬ |
| ১. ৪ সংজ্ঞার্থ নিরূপণ (Operational Definition) | ৭ |
| ১. ৫ পর্যটনের ইতিহাস (History of Tourism) | ৮ |
| ১.৬ উপসংহার (Conclusion) | ৮ |
| **দ্বিতীয় অধ্যায় (Chapter Two): তত্ত্বীয় কাঠামো ও সাহিত্য পর্যালোচনা (Theoretical Framework and Literature Review)** | |
| ২. ১ ভূমিকা (Introduction) | ৯ |
| ২. ২ তত্ত্বীয় কাঠামো (Theoretical Framework) | ৯ |
| ২. ২. ১ কাঠামোগত তত্ত্ব (Structural Theory) ও আধুনিকায়ন তত্ত্ব (Modernization Theory) | ৯ |
| ২. ২. ২ নির্ভরশীলতা তত্ত্ব (Dependency Theory) | ১০ |
| ২. ২. ৩ উন্নয়ন তত্ত্ব (Development Theory) | ১০ |
| ২. ২. ৪ নব্য উদারতাবাদ তত্ত্ব (Neoliberalism) | ১১ |
| ২. ২. ৫ বিকল্প তত্ত্ব (Alternative Theory) | ১১ |
| ২. ২. ৬ টেকসই উন্নয়ন তত্ত্ব (Sustainable Development Theory) | ১২ |
| ২. ২. ৭ নতুন প্রেক্ষাপট/ আধুনিকতা উত্তর সময় (New perspective: Post-modernist Era) | ১২ |
| ২.৩ সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review) | ১৫ |
| ২.৩.১ পর্যটন শিল্প ও বর্তমান পরিস্থিতি (Tourism Industry and Its Current Situation) | ১৫ |
| ২.৩.২ পর্যটনশিল্পে বাংলাদেশের অবস্থান (Position of Bangladesh in Tourism) | ২১ |
| ২.৩.৩ জাতীয় অর্থনীতিতে পর্যটনশিল্পের অবদান (Contribution of Tourism to National Economy) | ২৩ |

২.৩.৪ কর্মসংস্থানের সহায়ক হিসেবে পর্যটনশিল্প (Tourism Industry as the Subsidiary of Employment) **২৫**

২.৩.৫ পর্যটনশিল্প ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন (Foreign Currency Earned from Tourism Industry) **২৬**

২.৩.৬ পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ (Barriers to the Development of Tourism Industry) **২৭**

২.৩.৭ বাংলাদেশের পর্যটনশিল্প সমস্যাসমূহ (Tourism in Bangladesh: Obstacles) **২৯**

২.৩.৮ পর্যটনশিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায় (Way to the Solutions of Tourism Industry) **৩১**

২.৩.৯ পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে গৃহিত পদক্ষেপ (Steps Taken for the Development of Tourism Industry) **৩৩**

২.৩.১০ বাংলাদেশের পর্যটনশিল্প সম্ভাবনা (Tourism in Bangladesh: Prospects) **৩৮**

২.৪ উপসংহার (Conclusion) **৪১**

**তৃতীয় অধ্যায় (Chapter Three): গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)**

৩.১ ভূমিকা (Introduction) **৪২**

৩.২ গবেষণা এলাকা নির্বাচন (Selecting research site) **৪২**

৩.৩ তথ্য উৎস (Source of information) **৪২**

৩.৩.১ প্রাথমিক উৎস (Primary source) **৪৩**

৩.৩.২ মাধ্যমিক উৎস (Secondary source) **৪৩**

৩.৪ ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতিসমূহ (Research methods) **৪৩**

৩.৪.১ নমুনায়ন (Sampling) **৪৩**

৩.৪.২ পর্যবেক্ষণ (Observation) **৪৪**

৩.৪.৩ কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার (Structured interview) **৪৪**

৩.৪.৪ দলীয় আলোচনা (Group discussion) **৪৪**

৩.৪.৫ প্রধান তথ্যদাতা (Key informants) **৪৪**

৩.৪.৬ কেস স্টাডি বা ঘটনা জরিপ পদ্ধতি (Case study) ৪৫

৩.৪.৭ নোট গ্রহণ ও ডায়েরীর ব্যবহার (Using diary and taking note) ৪৫

৩.৫ গবেষণার নৈতিকতা (Research ethics) ৪৫

৩.৬ গবেষণার সীমাবদ্ধতা (Limitations of the study) ৪৫

**চতুর্থ অধ্যায় (Chapter Four): বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Tourism Industry of Bangladesh and Economic Development)**

৪. ১ ভূমিকা (Introduction) ৪৭

৪. ২ পর্যটন শিল্পের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব (Importance of tourism industry at international level) ৪৮

৪. ৩ জাতীয় পর্যায়ে পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব (Importance of tourism industry at national level) ৫০

৪. ৪ বাংলাদেশের পর্যটন স্থানসমূহ (Tourist Zones in Bangladesh) ৫৮

৪. ৪.১ পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত (Potenga Sea Beach) ৫৮

৪. ৪.২ ফয়েজ লেক (Foy's Lake) ৫৯

৪.৪.৩ কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত (Cox's Bazar Sea Beach) ৫৯

৪. ৪.৪ সেন্ট মার্টিন দ্বীপ (Saint Martin Island) ৫৯

৪. ৪.৫ কাপ্তাই হ্রদ, রাঙামাটি (Kaptai Lake, Rangamati) ৬০

৪. ৪.৬ সুন্দরবন (The Sundarbans) ৬০

৪. ৪.৭ ষাট গম্বুজ মসজিদ (Sixty Dome Mosque) ৬১

৪. ৪.৮ কুয়াকাটা (Kuakata) ৬১

৪. ৪.৯ লালবাগের কেল্লা (Lalbagh Fort) ৬২

৪. ৪.১০ আহসান মঞ্জিল (Ahsan Manzil) ৬২

৪. ৪.১১ শহীদ মিনার (Shaheed Minar) ৬৩

৪. ৪.১২ জাতীয় সংসদ ভবন (National Parliament House) ৬৪

৪. ৪.১৩ পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার (Paharpur Buddha Bihar) ৬৪

৪. ৪.১৪ বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর (Varendra Research Museum) ৬৫

৪. ৪.১৫ বাঘা মসজিদ (Bagha Mosque) ৬৬

৪. ৪.১৬ মহাস্থানগড় (Mahasthangarh) ৬৬

৪. ৪.১৭ রামসাগর (Ramsagar) ৬৭

৪. ৪.১৮ পিয়াইন নদী, জাফলং (Piyain River, Sylhet) ৬৭

৪. ৪.১৯ মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত (Madhabkunda Waterfall) ৬৮

৪. ৪.২০ নীলগিরি, বান্দরবান (Nilgiri, Bandarban) ৬৯

৪. ৫ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটন শিল্পের ভূমিকা (Role of Tourism in Economic Development of Bangladesh) ৭০

৪.৬ উপসংহার (Conclusion) ৭৭

**পঞ্চম অধ্যায় ( Chapter Five): কুমিল্লা জেলার পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও সম্ভাবনা (The Development and Prospects of Tourism in Cumilla)**

৫. ১ ভূমিকা (Introduction) ৭৯

৫. ২ কুমিল্লা জেলার পর্যটন স্থানসমূহ (Tourist places of Cumilla District) ৭৯

৫. ২. ১ শালবন বৌদ্ধবিহার (Shalban Buddha Vihara) ৭৯

৫. ২. ২ ময়নামতি (Mainamati) ৮১

৫. ২. ৩ ময়নামতি যাদুঘর (Mainamati Museum) ৮৩

৫. ২. ৪ ইটাখোলা মুড়া (Itakhola Mura) ৮৪

৫. ২. ৫ কুটিলা মুড়া (Kutila Mura) ৮৫

৫. ২. ৬ ময়নামতি পাহাড় (Moinamoti Pahar) ৮৫

৫. ২. ৭ আনন্দ বিহার (Ananda Vihara) ৮৫

**৫. ২. ৮ ধর্মসাগর দিঘী (**Dharmasagar Pond) ৮৭

৫. ২. ৯ লালমাই পাহাড় (Lalmai Hills) ৮৭

৫. ২. ১০ নূরজাহান ইকো পার্ক (Noorjahan Eco Park) ৮৮

৫. ২. ১১ রাজেশপুর ইকো পার্ক (Rajeshpur Eco Park) ৮৮

৫. ২. ১২ শাহ সুজা মসজিদ (Shah Shuja Mosque) ৮৯

৫. ২. ১৩ জামবাড়ি (Jambari) ৮৯

৫. ২. ১৪ রানীর বাংলো (Palace of Queen) ৮৯

৫. ২. ১৫ কোর্টবাড়ি বার্ড (Kortbari BARD) ৯০

৫. ২. ১৬ নীলাচল পাহাড় (Nilachal Hill) ৯০

**৫. ২. ১৭ গোমতী ও কাকড়ী নদী (**Gomti and Kakri River) ৯০

৫. ২. ১৮ মহাত্মা গান্ধী ও রবিঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত অভয় আশ্রম (Ashram bearing the memories of Gandhi and Tagore) ৯১

৫. ২. ১৯ চিড়িয়াখানা (Zoo) ৯১

৫. ২. ২০ কবি নজরুল স্মৃতি (Memories of poet Nazrul) ৯১

৫. ২. ২১ কেটিসিসি পর্যটন কেন্দ্র (KTCC Tourist Centre) ৯২

৫. ৩ কুমিল্লার পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা (Prospects of Tourism Industry in Cumilla) ৯২

৫.৪ উপসংহার (Conclusion) ৯৩

**ষষ্ঠ অধ্যায় (Chapter Six): জাতীয় অর্থনীতিতে কুমিল্লা জেলার পর্যটন শিল্পের অবদান (Contribution of Cumilla's Tourism Industry in National Economy)**

৬. ১ জনসংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য (Demographic Information) ৯৪

৬.২ কুমিল্লা পর্যটনশিল্পের রাজস্ব আয়ের খাতগুলো ৯৬

৬.৩ কুমিল্লা পর্যটন এলাকার টুরিস্ট সংখ্যার উত্থান-পতন ঘটেছে ৯৭

৬.৪ উপসংহার (Conclusion) ৯৯

**সপ্তম অধ্যায় (Chapter Seven): কুমিল্লার পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের পথে বাঁধা (Obstacles for Developing Tourism in Cumilla)**

৭.১ ভূমিকা (Introduction) ১০০

৭. ২ সমস্যাসমূহ (Problems) ১০৩

৭. ৩ সুপারিশ (Recommendations) ১১০

৭. ৪ উপসংহার (Conclusion) ১১১

**অধ্যায় আট (Chapter Eight): উপসংহার (Conclusion)** ১১২

**গ্রন্থপঞ্জি (References)** ১১৮

**পরিশিষ্ট ১: চেক লিস্ট (Check List)** ১২২

**পরিশিষ্ট ২- ছবিসমূহ (Photos)** ১২৮

# সারণীর তালিকা


| **সারণীর নাম** | **পৃষ্ঠা নম্বর** |
|---|---|
| সারনী ১- ডেমোগ্রাফিক তথ্য | ৯০ |
| সারনী ২- কুমিল্লা পর্যটন শিল্পের রাজস্ব আয়ের খাত | ৯৩ |
| সারনী ৩- কুমিল্লা পর্যটন এলাকার সরকারি বরাদ্দ | ৯৩ |
| সারনী ৪- কুমিল্লা পর্যটন এলাকায় ট্যুরিস্ট সংখ্যা | ৯৪ |
| সারনী ৫- কুমিল্লা পর্যটন শিল্প থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব আয় | ৯৪ |
| সারনী ৬- ময়নামতি জাদুঘর, শালবন বিহার, কুমিল্লা অফিসের জুন/ ২০১৬ মাসের খরচের বিবরণী | ৯৫ |
| সারনী ৭- দর্শনার্থীদের ভ্রমণের হার | ৯৬ |
| সারনী ৭- দর্শনার্থীদের অবস্থানের সময়কাল | ৯৭ |
| সারনী ৮- দর্শনার্থীদের অবস্থানের জায়গা | ৯৮ |
| সারনী ৯- অধিক পছন্দের জায়গা | ৯৯ |
| সারনী ১০- কেন কুমিল্লার পর্যটন কেন্দ্রে যায় | ৯৯ |
| সারনী ১১- যাতায়াতের সমস্যাসমূহ | ৯৯ |
| সারনী ১২- যাতায়াতের সাথে জড়িত অন্যান্য সমস্যাসমূহ | ১০০ |
| সারনী ১৩- নিরাপত্তা সমস্যা | ১০০ |
| সারনী ১৪- নিরাপত্তা জনিত অন্যান্য সমস্যাসমূহ | ১০১ |
| সারনী ১৫- অন্যান্য সমস্যা | ১০২ |
| সারনী ১৬- সৌচাগার সমস্যা | ১০২ |
| সারনী ১৭- পরিবেশগত সমস্যা | ১০৩ |
| সারনী ১৮- পর্যটন এলাকার পরিবেশ নিয়ে সন্তুষ্টি | ১০৪ |
| সারনী ১৯- উত্তরদাতাদের সন্তুষ্টির মাত্রা | ১০৫ |
| সারনী ২০- পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য দর্শনার্থীদের দাবি | ১০৫ |
| সারনী ২১- কুমিল্লা জেলার পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের পথে বাঁধাসমূহ | ১০৬ |
| সারনী ২২- কুমিল্লা জেলার পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য সুপারিশ | ১০৭ |

# চিত্রের তালিকা


| **চিত্রের নাম** | **পৃষ্ঠা নম্বর** |
|---|---|
| চিত্র ১- বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের কক্ষগুলো | ৭৬ |
| চিত্র ২- শালবন বিহারের নিদর্শনসমূহ | ৭৭ |
| চিত্র ৩- শালবন বিহারে প্রাপ্ত ফলক, মূর্তি ও মুদ্রাসমূহ | ৭৮ |
| চিত্র ৪- ময়নামতির রণ সমাধিক্ষেত্র ( ওয়ারসিমেট্রি) | ৭৯ |
| চিত্র ৫- ময়নামতি জাদুঘর | ৮০ |
| চিত্র ৬- আনন্দ বিহারের একাংশ | ৮২ |
| চিত্র ৭- লালমাই পাহাড়ের একাংশ | ৮৪ |
| চিত্র ৮- উত্তরদাতাদের ধর্মের অনুপাত | ৮৫ |

# সারসংক্ষেপ (Abstract)

বিশ্বের দ্রুত বিকাশমান শিল্পের মধ্যে বৃহত্তম হচ্ছে পর্যটন শিল্প। এ শিল্পকে বিশ্বের একক বৃহত্তম শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যা বিশ্বের প্রতিটি দেশে জাতীয় পর্যায়ে জিডিপিতে অবদান রাখে। বিশ্বের অনেক উন্নত দেশ রয়েছে যাদের জাতীয় আয়ের একটি বৃহৎ অংশ পর্যটন শিল্প থেকে এসে থাকে। বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এটি এ দেশের জন্য একটি সম্ভাবনাময় খাত হসেবে বিবেচিত হচ্ছে। মানসম্মত ও আকর্ষণীয় পর্যটন শিল্প বিকাশের জন্য যেসব অত্যাবশ্যকীয় উপাদান রয়েছে (যেমনঃ সুমুদ্র সৈকত, প্রাচীন কীর্তি, দর্শনীয় স্থান, যোগাযোগ সুবিধা প্রভৃতি) সবকটি উপাদান থাকা স্বত্তেও বাংলাদেশে সুষ্ঠূ পরিকল্পনার অভাবে পর্যটন শিল্প কাঙ্খিত পর্যায়ে বিকশিত হচ্ছে না। বাংলাদেশের যেসব স্থান পর্যটন শিল্প বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে তাদের মধ্যে কুমিল্লা জেলা একটি আকর্ষনীয় স্থান। পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে কুমিল্লাই রয়েছে দর্শনীয় স্থান সমূহ যা এখানে এ শিল্পের জন্য সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। কেননা কুমিল্লায় রয়েছে বৌদ্ধ সভ্যতার প্রাচীন ও অন্যতম প্রাকৃতিক নিদর্শন ময়নামতি যার অবস্থান ১১ মাইল ব্যাপী ময়নামতি, লাইমাই পাহাড়ী অঞ্চল ঘিরে। এতদসত্ত্বেও কুমিল্লার পর্যটন শিল্প কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় মাত্রায় তো নয়, নূন্যতম মাত্রাও বিকশিত হয় নি। রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন, ব্যাংক সেবা খাত, উন্নত মানের হোটেল-মোটেল, কটেজ না থাকায় এখানে পর্যটন শিল্পে আশানুরুপ আগ্রগতি হয় নি। এ সমস্যাগুলো সনাক্ত করার জন্যই এখনে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। তাই এ বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমার গবেষণার বিষয় 'বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা কুমিল্লা জেলার উপর একটি সমীক্ষা' নির্ধারণ করেছি। গবেষণার মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে এর সম্ভাবনাকে উপস্থাপন করা। মৌলিক উদ্দেশ্যের সাথে সমন্বয় করে সুনির্দিষ্ট ফলাফল প্রপ্তির জন্য প্রাসঙ্গিক উদ্দেশ্যে নিরূপণ করা হয়েছে। যেমন- ক) পর্যটন শিল্প সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ও ব্যাপক জ্ঞান আহোরণ করা, খ) পর্যটন শিল্প বিকাশে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও স্থানিক কোন প্রতিবন্ধকতা আছে কি-না তা জানা, গ) কুমিল্লায় পর্যটন শিল্প বিকাশের সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিত করা, ঘ) প্রশাসনিক পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ, জাতীয় নীতি নির্ধারণ ও পর্যটন শিল্প বিকাশের প্রকিয়াকে তরান্বিত করার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা উপস্থাপনের মাধ্যমে সহায়তা করা ও ঙ) কুমিল্লা জেলার পর্যটন শিল্পের বিকাশের অন্তরায় সমূহ চিহ্নিত করা।

এই গবেষণা কর্ম পরিচালনা করতে গিয়ে দুইটি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য হিসেবে প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ, জেলা প্রশাসন, স্থানীয় জনগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপর মাঠকর্মের মাধ্যমে গবেষণার

প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস অর্থাৎ গবেষণা ৰেত্র ছাড়া অন্যান্য জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যেমন- খবরের কাগজ, জার্নাল, বই, সেমিনার, গ্রন্থ, ইন্টারনেট, ম্যাগাজিন ইত্যাদি । প্রতিনিধিত্বশীল নমুনার উৎস হল: প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ, জেলা প্রশাসন, স্থানীয় জনগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উক্ত এলাকা থেকে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের (Purposive sampling) মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের জন্য ৪০০ জনকে নির্বাচিত করা হয়েছে। তথ্যদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য আগে থেকে কিছু প্রশ্নমালা নির্দিষ্ট ক'রে রাখা হয় এবং সেই অনুযায়ী প্রশ্নের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। তথ্য সংগ্রহের অন্যতম একটি মাধ্যম হল দলীয় আলোচনা বা (Focused Group Discussion)। আমি আমার গবেষিত এলাকার তথ্য সংগ্রহের কৌশল হিসেবে দলীয় আলোচনার ব্যবস্থা করেছি। আমি উদ্দিষ্ট এলাকায় ১০ জনের একটি দল গঠন ক'রে আলোচনা সৃষ্টির মাধ্যেমে তথ্য সংগ্রহ করেছি। এই গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ণ করতে সর্বোচ্চ নীতি-নৈতিকতা মেনে চলার চেষ্টা করা হয়েছে।

কুমিল্লাতে বহুসংখ্যক পর্যটন আকর্ষন রয়েছে। কুমিল্লার লালমাই ময়নামতি পাহাড়ে একটি সমৃদ্ধ প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন রয়েছে। এখানে রয়েছে শালবন বিহার, কুটিলা মুড়া, চন্দ্রমুড়া, রূপবন মুড়া, ইটাখোলা মুড়া, সতের রত্নমুড়া, রাণীর বাংলার পাহাড়, আনন্দ বাজার প্রাসাদ, ভোজ রাজদের প্রাসাদ, চন্ডীমুড়া প্রভৃতি। এসব বিহার, মুড়া ও প্রাসাদ থেকে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে যা ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। ময়নামতি একটি বিখ্যাত বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকা। ময়নামতি জাদুঘরটি একটি অন্যতম পর্যটন আকর্ষণ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। ১৯২১ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভারতের নেতা মহাত্মা গান্ধী কুমিল্লায় এসেছিলেন। কুমিল্লাতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নিহত বিভিন্ন দেশের সৈন্যদের কবর ও ওয়ার সেমেট্রি রয়েছে। বতর্মানে রাজশে পুর ইকোপার্ক এবং তদসংলগ্ন বিরাহিম পুরের সীমান্তবর্তী শাল বন টুরিস্ট স্পট হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

কুমিল্লা পর্যটন শিল্প বিকাশের পথে অন্যতম বাঁধাসমূহ হলো যাতায়াতের সমস্যা, অনুন্নত রাস্তা, অপর্যাপ্ত যানবাহন, নিম্নমানের বাহন, অতিরিক্ত ভাড়া, নিরাপত্তা সমস্যা, উক্ত্যতকারী, অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা কর্মী, ছিনতাইকারী ও অপর্যাপ্ত পুলিশ। অন্যান্য সমস্যা হলো খাদ্য বিষয়ক সমস্যা, আবাসন সমস্যা, যাতায়াত সমস্যা, নিরাপত্তা জনিত সমস্যা, বিনোদন জনিত সমস্যা, মানহীন খাবার, অপর্যাপ্ত খাবার, অতিরিক্ত খাদ্য মূল্য, সৌচাগার সমস্যা, অপর্যাপ্ত সৌচাগার, নির্ধারিত স্থানে সৌচাগারের অভাব, অপর্যাপ্ত পানি ও আলোর ব্যবস্থা। পর্যটন শিল্প শুধু বাংলাদেশ নয় সারা বিশ্বের একটি বিকাশমান ও সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে পরিচিত। অপার সম্ভাবনার এ দেশ হিসেবে বাংলাদেশ পর্যটন শিল্পের জন্য বিশ্বের উন্নত যেকোনো দেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

## প্রথম অধ্যায়

# ভূমিকা (Introduction)

## ১.১ উপক্রমণিকা

বিশ্বের দ্রুত বিকাশমান শিল্পের মধ্যে বৃহত্তম হচ্ছে পর্যটন শিল্প[1]। বিগত ৫০ বছরে নাটকীয়ভাবে এ শিল্পের বিকাশ ও সমৃদ্ধ ঘটেছে। ১৯৯৩ সালে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পর্যটন সম্মেলনে (WTO)[2] এ শিল্পকে বিশ্বের একক বৃহত্তম শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যা বিশ্বের প্রতিটি দেশে জাতীয় পর্যায়ে Gross National Product (GNP) তে ৫-৬% অবদান রাখে। সম্মেলনে আরো উল্লেখ করা হয় যে, যেসব দেশে সুমুদ্র বন্দর আছে সেসব দেশে পর্যটন শিল্প আরো অধিক হারে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখে। তাছাড়া বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যাপক অগ্রগতির ফলে পর্যটন শিল্পের বিকাশ আরোও তরান্বিত হচ্ছে। বিশ্বের  অনেক উন্নত দেশ রয়েছে যাদের জাতীয় আয়ের একটি বৃহৎ অংশ পর্যটন শিল্প থেকে এসে থাকে। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন (B.P.C)[3] এর তথ্য অনুযায়ী

---

[1] পর্যটন (ইংরেজি: Tourism) এক ধরনের বিনোদন, অবসর অথবা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থান কিংবা এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভ্রমণ করাকে বুঝায়। ইতিমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পর্যটন শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এছাড়াও, বিশ্বব্যাপী অবসরকালীন কর্মকাণ্ডের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যিনি আমোদ-প্রমোদ বা বিনোদনের উদ্দেশ্যে অন্যত্র ভ্রমণ করেন তিনি পর্যটক নামে পরিচিত। ট্যুরিস্ট গাইড, পর্যটন সংস্থা প্রমূখ সেবা খাত পর্যটনের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ - উভয়ভাবেই জড়িত রয়েছে।

[2] বিশ্ব পর্যটন সংস্থা বা ইউএনডব্লিউটিও (ইংরেজি: World Tourism Organization) স্পেনের মাদ্রিদে অবস্থিত জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে বিবেচিত। পর্যটন শিল্পকে ঘিরেই এ সংস্থার উৎপত্তি হয়েছে। সংস্থাটি বিশ্ব পর্যটন র‍্যাঙ্কিং করে থাকে। আন্তর্জাতিক পর্যটনের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ এবং পরিসংখ্যানগত তথ্য বিতরণের লক্ষ্যে বিশ্ব পর্যটন সংস্থা পর্যটন শিল্পের প্রধান কেন্দ্রস্থল হিসেবে আসীন রয়েছে। বিশ্বের অধিকাংশ দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের পর্যটন সংস্থা থেকে প্রকাশিত তথ্য থেকে পর্যটনের নিম্নমূখী এবং ঊর্ধ্বমূখীতা যাচাইয়ান্তে বৈশ্বিক মানদণ্ড প্রণয়ন করে। এটি জাতিসংঘ উন্নয়ন গ্রুপের সদস্য।

[3] বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা যা বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থাটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের জাতীয় পর্যটন সংস্থা হিসেবে এটি পরিচিত ও জাতীয় অর্থনীতিতে এটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

২০১৫ সালে পর্যটন খাতের মোট আয়ের ৯৮ দশমিক ৩ শতাংশ ছিল স্বদেশীয় আর বৈদেশিক পর্যটক আয় মাত্র ১ দশমিক ৭ শতাংশ। যা ২০১৪ সালে ছিল যথাক্রমে ৯৭ দশমিক ৯ ও ২ দশমিক ১ শতাংশ।। তাছাড়া ১৯৯৬ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত বাংলাদেশে পর্যটনের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৬.৬৮%। এ ধরনের হিসাব থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এটি এ দেশের জন্য একটি সম্ভাবনাময় খাত হসেবে বিবেচিত হচ্ছে। মানসম্মত ও আকর্ষণীয় পর্যটন শিল্প বিকাশের জন্য যেসব অত্যাবশ্যকীয় উপাদান রয়েছে (যেমনঃ সুমুদ্র সৈকত, প্রাচীন কীর্তি, দর্শনীয় স্থান, যোগাযোগ সুবিধা প্রভৃতি) সবকটি উপাদান থাকা স্বত্তেও বাংলাদেশে সুষ্ঠূ পরিকল্পনার অভাবে পর্যটন শিল্প কাঙ্খিত পর্যায়ে বিকশিত হচ্ছে না। বাংলাদেশে এক দিকে যেমন রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সুমুদ্র বন্দর- কক্সবাজার, পাশাপাশি রয়েছে কুয়াকাটার মতো সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয় দেখার মতো এক বিরল সুমুদ্র সৈকত। তাছাড়া প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ রয়েছে প্রাচীন সমাজ ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বহু আদি গোষ্ঠী। তাই বাংলাদেশ পর্যটন শিল্পের জন্য একটি আকর্ষণীয় স্থান বললে অত্যুক্তি হবে না। বাংলাদেশের যেসব স্থান পর্যটন শিল্প বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে তাদের মধ্যে কুমিল্লা জেলা[৪] একটি আকর্ষনীয় স্থান। পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে কুমিল্লাই রয়েছে দর্শনীয় স্থান সমূহ যা

[৪] কুমিল্লা জেলা (চট্টগ্রাম বিভাগ) আয়তন: ৩০৮৫.১৭ বর্গ কিমি। অবস্থান: ২৩°০২´ থেকে ২৪°৪৭´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২°৩৯´ থেকে ৯১°২২´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও নারায়ণগঞ্জ জেলা, দক্ষিণে নোয়াখালী ও ফেনী জেলা, পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, পশ্চিমে মুন্সিগঞ্জ ও চাঁদপুর জেলা। জনসংখ্যা ৪৫৯৫৫৫৭; পুরুষ ২৩১২৭৩৪, মহিলা ২২৮২৮২৩। মুসলিম ৪৩৪৮২২৭, হিন্দু ২৪১৭৪২, বৌদ্ধ ৪০৪, খ্রিস্টান ৪১৭৭ এবং অন্যান্য ১০০৭। জলাশয় মেঘনা, গোমতী, ডাকাতিয়া ও ছোট ফেনী নদী এবং কার্জন খাল উল্লেখযোগ্য। প্রশাসন এ অঞ্চল প্রাচীন সমতটের অধীনে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। নবম শতাব্দিতে এ জেলা হরিকেলের রাজাদের অধীনে আসে। এ শহরের ৫ কিমি পশ্চিম-দক্ষিণে লালমাই ময়নামতিতে দেব বংশ (অষ্টম শতাব্দি) ও চন্দ্র বংশের (দশম ও একাদশ শতাব্দির মাঝামাঝি) রাজত্ব ছিল। এ জেলা ১৭৬৫ সালে প্রথম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীনে আসে। ১৭৯০ সালে ত্রিপুরা জেলা নামে এই জেলা গঠিত হয়। ১৯৬০ সালে কুমিল্লা জেলা নামকরণ হয়। ১৯৮৪ সালে এই জেলার চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমা জেলায় উন্নীত হয়। বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন- http://www.comilla.gov.bd/site/page/31d15699-2144-11e7-8f57-286ed488c766/%E0%A6%8F%E0%A6%95%20%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%87%20%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE

Dhaka University Institutional Repository

এখানে এ শিল্পের জন্য সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে কেননা কুমিল্লায় রয়েছে বৌদ্ধ[5] সভ্যতার প্রাচীন ও অন্যতম প্রাকৃতিক নিদর্শন ময়নামতি[6] যার অবস্থান ১১ মাইল ব্যাপী ময়নামতি, লাইমাই পাহাড়ী অঞ্চল ঘিরে। খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দি পর্যন্ত এ অঞ্চলটিতে বৌদ্ধ সমাজ,

[5] বৌদ্ধধর্ম বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মসমূহের অন্যতম। সিদ্ধার্থ গৌতম এর প্রবর্তক। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে তাঁর শিক্ষা ও উপদেশকে কেন্দ্র করে এ ধর্মের উদ্ভব ঘটে। সিদ্ধার্থের জন্ম ৫৬৩ খ্রিস্টপূর্ব। তাঁর পিতা শুদ্ধোদন ছিলেন বর্তমান নেপালের সীমান্তবর্তী রাজ্য কপিলাবস্তুর রাজা। মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে সিদ্ধার্থ জীবনে দুঃখের কারণ এবং তা থেকে মুক্তির উপায় অনুসন্ধানের জন্য সব রকম রাজকীয় মহিমা ও সুখভোগ পরিত্যাগপূর্বক কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। অবশেষে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে গয়ার নিরঞ্জনা নদীর তীরে একটি বৃক্ষের নিচে বসে তিনি সেই বোধি বা বিশেষ জ্ঞান (সম্মা সম্বোধি) অর্জন করেন। এ ঘটনার পর থেকেই লোকে তাঁকে সম্মানসূচক 'বুদ্ধ' নামে আখ্যায়িত করে এবং উক্ত বৃক্ষটি পরিচিত হয় 'বোধিবৃক্ষ' নামে। তিনি শাক্যমুনি (শাক্যবংশীয় ঋষি), তথাগত (সম্বুদ্ধ) এবং বোধিসত্ত্ব (বুদ্ধত্বলাভে আগ্রহী) নামেও আখ্যাত হন।

[6] ময়নামতি বাংলাদেশের কুমিল্লায় অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান। এযাবৎ আবিষ্কৃত লালমাই অঞ্চলের প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন হল ময়নামতি প্রত্নস্থল। বর্তমানে ময়নামতি অঞ্চলে যে ধ্বংশস্তুপ দেখা যায় তা প্রকৃতপক্ষে একটি প্রাচীন নগরী ও বৌদ্ধ বিহারের অবশিষ্টাংশ। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে ইহা জয়কর্মান্তবসাক নামক একটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ। কুমিল্লার ময়নামতিতে খননকৃত সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে শালবন বিহার অন্যতম প্রধান। কোটবাড়িতে বার্ডের কাছে লালমাই পাহাড়ের মাঝামাঝি এলাকায় এ বিহারটির অবস্থান। বিহারটির আশপাশে এক সময় শাল-গজারির ঘন বন ছিল বলে এ বিহারটির নামকরণ হয়েছিল শালবন বিহার। এর সন্নিহিত গ্রামটির নাম শালবনপুর। এখনো ছোট একটি বন আছে সেখানে। এ বিহারটি পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের মতো হলেও আকারে ছোট। ধারণা করা হয় যে খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীর শেষ থেকে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে দেববংশের চতুর্থ রাজা শ্রীভবদেব এ বৌদ্ধ বিহারটি নির্মাণ করেন। শালবন বিহারের ছয়টি নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ পর্বের কথা জানা যায়। খৃষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে তৃতীয় পর্যায়ে কেন্দ্রীয় মন্দিরটি নির্মাণ করা হয় ও বিহারটির সার্বিক সংস্কার হয় বলে অনুমান করা হয়। চতুর্থ ও পঞ্চম পর্যায়ের নির্মাণকাজ ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয় নবম-দশম শতাব্দীতে। আকারে এটি চৌকো। শালবন বিহারের প্রতিটি বাহু ১৬৭.৭ মিটার দীর্ঘ। বিহারের চার দিকের দেয়াল পাঁচ মিটার পুরু। কক্ষগুলো বিহারের চার দিকের বেষ্টনী দেয়াল পিঠ করে নির্মিত। বিহারে ঢোকা বা বের হওয়ার মাত্র একটাই পথ ছিল। এ পথ বা দরজাটি উত্তর ব্লকের ঠিক মাঝামাঝি স্থানে রয়েছে। প্রতিটি কক্ষের মাঝে ১.৫ মিটার চওড়া দেয়াল রয়েছে। বিহার অঙ্গনের ঠিক মাঝে ছিল কেন্দ্রীয় মন্দির। বিহারের বাইরে প্রবেশ দ্বারের পাশে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি হলঘর রয়েছে। চার দিকের দেয়াল ও সামনে চারটি বিশাল গোলাকার স্তম্ভের ওপর নির্মিত সে হলঘরটি ভিক্ষুদের খাবার ঘর ছিল বলে ধারণা করা হয়। হলঘরের মাপ ১০ মিটার গুণন ২০ মিটার। হলঘরের চার দিকে ইটের চওড়া রাস্তা রয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে বিহারটির ধ্বংসাবশেষ থেকে আটটি তাম্রলিপি, প্রায় ৪০০টি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা, অসংখ্য পোড়া মাটির ফলক বা টেরাকোটা, সিলমোহর, ব্রোঞ্জ ও মাটির মূর্তি পাওয়া গেছে। এগুলো বাংলাদেশের প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহন করছে। এ স্থানটি দর্শনে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক পর্যটকের সমাগম ঘটে। ঢাকা থেকে ১১৪ কি.মি. দূরে ময়নামতির অবস্থান এবং চট্টগ্রাম থেকে মাত্র ২ ঘন্টায় ময়নামতি পৌঁছানো সম্ভব।
বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন- http://www.parjatan.gov.bd/site/page/11841889-52f8-4eab-a001-8c837f0545d6/%E0%A6%AE%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%BF

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতি ও সভ্যতার যে বিকাশ ঘটেছিল তার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এখানে। এর মধ্যে উওল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ শালবন বিহার, কোটিলামুড়া, আনন্দ বিহার (আয়শা বেগম ১৯৯১)।

তাছাড়া প্রত্নতাত্ত্বিক[7] খনন কার্য থেকে প্রাপ্ত প্রাচীন সম্পদের মধ্যে আটখানা তাম্রশাসন[8], স্বর্ণমুদ্রা ও অলংকার, বহু রৌপ্যমুদ্রা, বৌজ্ঞ স্মারক, বৌজ্ঞ নির্মিত বুদ্ধমূর্তি, পোড়ামাটির ফলক চিত্র, কারুকার্যখচিত ইট, পাথর তামার পাত্র এবং দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য দ্রবাদি সমূহ একটি জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। এ প্রত্নতাত্বিক নিদর্শন সমূহ বিশ্বে বিরল বিধায় এটা পর্যটকদের জন্য একটি আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ময়নামতিতে রয়েছে দ্বিতীয় বিশ্ব[9] যুদ্ধে[10] অংশগ্রহনকারী সৈনিকদের সমাধিস্থল যা "ওয়ার সিমেট্রি"[11] নামে পরিচিত। এটি পর্যটকদের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে

[7] বাংলা প্রত্নতত্ত্ব শব্দটি 'প্রত্নপ' ও 'তৎত্ব' ধাতু দুটির সমন্বয়, যার অর্থ পুরাতন বিষয়ক জ্ঞান। প্রচলিত ধারণায়, বস্তুগত নিদর্শনের ভিত্তিতে অতীত পুনঃনির্মাণ করার বিজ্ঞানকেই প্রত্নতত্ত্ব বলে চিহ্নিত করা হয়। অতীতের সংস্কৃতি ও পরিবেশ নিয়ে চর্চা করে এমন অন্যান্য বিজ্ঞান বা বিষয়গুলোর (যেমন- ভূতত্ত্ব, পরিবেশ বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি) মধ্যে প্রত্নতত্ত্বের বিশেষত্ব হলো- এটি কেবল বস্তুগত নিদর্শন অর্থাৎ প্রামাণ্য তথ্য নিয়ে কাজ করে এবং তার সাথে মানুষের জীবনধারার সম্পর্ক নির্ণয় করে।

[8] তাম্রশাসন তামার পাতে প্রাচীনতম লিখিত দলিল। সাধারণত রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মীয় সংগঠন বা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে ধর্মাচরণের ক্ষেত্র তৈরির জন্য ভূমিদান-এর চুক্তি তামার পাতের ওপর দলিল আকারে বিস্তারিত লেখা হতো। তামার পাতের উপর লেখাই ইতিহাসে তাম্রলিপি নামে পরিচিত।

[9] Sommerville, D. (2008). *The Ultimate Illustrated History of World War II*. Singapore: HH- Hermes House. pp. 5.

[10] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানবসভ্যতার ইতিহাসে এযাবৎকাল পর্যন্ত সংঘটিত সর্ববৃহৎ এবং সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল, এই ছয় বছর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়সীমা ধরা হলেও ১৯৩৯ সালের আগে এশিয়ায় সংগঠিত কয়েকটি সংঘর্ষকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। তৎকালীন বিশ্বে সকল পরাশক্তি এবং বেশিরভাগ রাষ্ট্রই এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং দুইটি বিপরীত সামরিক জোটের সৃষ্টি হয়; মিত্রশক্তি আর অক্ষশক্তি। এই মহাসমরকে ইতিহাসের সবচেয়ে বিস্তৃত যুদ্ধ বলে ধরা হয়, যাতে ৩০টি দেশের সব মিলিয়ে ১০ কোটিরও বেশি সামরিক সদস্য অংশগ্রহণ করে।

[11] ওয়ার সিমেট্রিতে লাগানো ফলক। সংগৃহীত হয়েছে: জুন ২০১৮; ময়নামতি ওয়ার সিমেট্রি বাংলাদেশের কুমিল্লাতে অবস্থিত একটি কমনওয়েলথ যুদ্ধ সমাধি। ১৯৪১-১৯৪৫ সালে বার্মায় সংঘটিত যুদ্ধে যে ৪৫০০০ কমনওয়েলথ সৈনিক নিহত হন, তাদের স্মৃতি রক্ষার্থে মায়ানমার (তৎকালীন বার্মা), আসাম, এবং বাংলাদেশের ৯টি রণ সমাধিক্ষেত্র তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশে দুটি কমনওয়েলথ রণ সমাধিক্ষেত্র আছে, যার অপরটি চট্টগ্রামে অবস্থিত। প্রতিবছর প্রচুর দর্শনার্থী যুদ্ধে নিহত সৈন্যদের প্রতি সম্মান জানাতে এসকল রণ সমাধিক্ষেত্রে আসেন।

Dhaka University Institutional Repository

পারে। কুমিল্লার কোটবাড়ীতে রয়েছে বিশ্বের সর্বজন স্বীকৃত গ্রামীণ উন্নয়ন মডেলের রূপকার মরহুম ড. আখতার হামিদ খান[12] প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (BARD)[13]। এ প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল শিক্ষার্থীসহ সকল উন্নয়ন কর্মীদের জন্য একটি দিক নির্দেশনামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইতোমধ্যেই স্বীকৃতি পেয়েছে বিধায় এটি পর্যটকদের জন্যও আকর্ষণীয় হতে পারে। মগ[14] নামে একটি অতি ক্ষুদ্রয়াদি গোষ্টি ময়নামতিতে রয়েছে যা পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় হতে পারে। কুমিল্লা শহর দীঘির শহর হিসেবে পরিচিত। এখানে রয়েছে অসংখ্য ছোট ও বড় আকারের পুকুর, দীঘি যা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। কুমিল্লার সাগর দীঘি নামে একটি দীঘি রয়েছে যার পূর্ব পাড়ে রয়েছে স্টেডিয়াম, পশ্চিম ও উত্তর পাড়ে রয়েছে ব্যোটানিকাল গার্ডেন ও রাণিকুঠির নামে গেষ্ট হাউস। এখানে প্রতিদিন শত শত নারী পুরুষ শিশু বিনোদনের জন্য এসে

---

[12] আখতার হামিদ খান ছিলেন একজন সমাজ বিজ্ঞানী ও উন্নয়ণ কর্মী। কুমিল্লা মডেল (১৯৫৯) পরিকল্পনার জন্য তিনি রামোন ম্যাগসেসে পুরস্কার লাভ করেন এবং মিশিগান রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক 'ডক্টরাল' ডিগ্রী প্রদান করে।

[13] বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) ১৯৫৯ সালের ২৭ মে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। সূচনালগ্নেই একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালাক ড. আখতার হামিদ খানের নেতৃত্বে নিবেদিত প্রাণ কিছু গবেষক গ্রামীণ জনগণের সাথে নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে এ দেশে পল্লী উন্নয়নের উপযোগী কিছু মডেল কর্মসূচী উদ্ভাবন করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে ষাটের দশকে গ্রামাঞ্চলে বিরাজিত সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করা হয়। এসব কর্মসূচীর মধ্যে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয়গুলো হচ্ছে : ১. গ্রামে টেকসই সংগঠন সৃষ্টি, ২. ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পুঁজি সৃষ্টি, ৩. অবকাঠামোগত উন্নয়ন, উন্নত কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, ৫. স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, মহিলা শিক্ষাসহ সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের প্রসার, ৬. গ্রামের সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতায় একটি সংগঠিত গ্রাম সমাজ সৃষ্টি, ৭. অকৃষি খাতে ভূমিহীন শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থান, ৮. গ্রামের সাথে বহির্বিশ্বের কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন এবং ৯. সরকারের সেবা গ্রামে পৌছানোর কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবন। এই ৯টি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয়কে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য একাডেমী ষাটের দশকেই সমন্বিতভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করে। একাডেমী কর্তৃক উদ্ভাবিত পল্লী উন্নয়নের ‘কুমিল্লা মডেল’ এর জন্য বার্ড দেশে-বিদেশে সুখ্যাতি অর্জন করে। পল্লী উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখার জন্য বার্ড ১৯৮৬ সালে ‘স্বাধীনতা পদক’ লাভ করে। বার্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ৩৬৫ জন।
https://bard.portal.gov.bd/site/page/6d835c85-90dc-47cb-b810-bf63848c5656

[14] বিশ্বকোষ, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত (ত্রয়োদশ খন্ড), কলকাতা, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ, ৬৭৮ পৃষ্ঠা; মগ আরাকান নিবাসী জাতি বিশেষ। জাতিতত্ত্ববিদেরা এদের ইন্দো-চীন নিবাসী বলে মনে করেন। এদের মধ্যে মারমগরি, ভূঁইয়া মগ, বড়ুয়া মগ, রাজবংশী মগ, মারমা মগ, রোয়াং মগ, ভ্যুমিয়া মগ ইত্যাদি নামে জাত বিভাগ আছে।

Dhaka University Institutional Repository

থাকে। তাই দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য এটা আকর্ষনীয় হতে পারে। ঐতিহাসিক পোশাক শিল্প খাদি শিল্প[15] ইতোমধ্যেই দেশের গন্ডি পার করে বিদেশের মাটিতেও স্থান করে নিয়েছে। তাছাড়া খাবারের দিক থেকে কুমিল্লার ঐতিহ্যবাহী রসমালাই[16] অতি জনপ্রিয়। এছেড়া সীমান্তবর্তী জেলা হিসেবে কুমিল্লা জেলার পাশ ঘেষে চলে গেছে গোমতী[17] নদী। যোগাযোগের ক্ষেত্রেও রয়েছে বাংলাদেশের সর্ব্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা যা কুমিল্লার পর্যটন শিল্প বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতদসত্ত্বেও কুমিল্লার পর্যটন শিল্প কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় মাত্রায় তো নয়, নূন্যতম মাত্রাও বিকশিত হয় নি। রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন, ব্যাংক সেবা খাত, উন্নত মানের হোটেল-মোটেল, কটেজ না থাকায় এখানে পর্যটন শিল্পে আশানুরুপ আগ্রগতি হয় নি। এ সমস্যাগুলো সনাক্ত করার জন্যই এখনে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। তাই এ বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমার গবেষণার বিষয় 'বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা কুমিল্লা জেলার উপর একটি সমীক্ষা' নির্ধারণ করেছি (মোহাম্মদ রাজ্জাক, মানিক ২০১৫)।

## ১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study)

[15] ইতিহাস-ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ কুমিল্লার খাদি শিল্প অনন্তকাল ধরে দেশে ও দেশের বাইরে ব্যাপক জনপ্রিয়। পোশাকপ্রেমী ও সৌন্দর্যপিপাসুদের কাছে 'কুমিল্লার খাদি' একটি অতি পরিচিত ব্রান্ড। প্রথম দিকে সংগ্রামী খেটে খাওয়া, গরিব, মাটি ও মানুষের পছন্দের পোশাক ছিল কুমিল্লার খাদি। শতবর্ষের লালিত ঐতিহ্যের খাদি মূলত আলোচনায় আসে ১৯২১ সালে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সময়। সে সময় মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে গোটা ভারতবর্ষে অসহযোগ আন্দোলনের দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। সর্বত্র ব্রিটিশদের হটাও রব পড়ে যায়। সেই আন্দোলনের সময় বিদেশী পণ্যগুলো বর্জনেরও হিড়িক পড়ে যায়। আন্দোলন মুখর ক্রান্তিকালীন সেই সময়ে কুমিল্লার খাদি শিল্প প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

[16] রসমালাই দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল এর একটি জনপ্রিয় মিষ্টি খাদ্য। ছোট ছোট আকারের রসগোল্লাকে চিনির সিরায় ভিজিয়ে তার উপর জ্বাল-দেওয়া ঘন মিষ্টি দুধ ঢেলে রসমালাই বানানো হয়। বাংলাই রসমালাইয়ের উৎপত্তি স্থল। বাংলাদেশের কুমিল্লার এবং ভারতের কোলকাতার রসমালাই খুবই বিখ্যাত

[17] গোমতী নদী বাংলাদেশ-ভারতের একটি আন্তঃসীমান্ত নদী। নদীটি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের কুমিল্লা জেলার একটি নদী। নদীটির দৈর্ঘ্য ৯৫ কিলোমিটার, গড় প্রস্থ ৬৫ মিটার এবং নদীটির প্রকৃতি সর্পিলাকার। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বা "পাউবো" কর্তৃক গোমতী নদীর প্রদত্ত পরিচিতি নম্বর দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের নদী নং ০৪।

গবেষণার মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে এর সম্ভাবনাকে উপস্থাপন করা। মৌলিক উদ্দেশ্যের সাথে সমন্বয় করে সুনির্দিষ্ট ফলাফল প্রপ্তির জন্য প্রাসঙ্গিক উদ্দেশ্যে নিরূপণ করা হয়েছে। যেমন-

(ক) পর্যটন শিল্প সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ও ব্যাপক জ্ঞান আহোরণ করা।

(খ) পর্যটন শিল্প বিকাশে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও স্থানিক কোন প্রতিবন্ধকতা আছে কি-না তা জানা।

(গ) কুমিল্লায় পর্যটন শিল্প বিকাশের সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিত করা।

(ঘ) প্রশাসনিক পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ, জাতীয় নীতি নির্ধারণ ও পর্যটন শিল্প বিকাশের প্রকিয়াকে তরান্বিত করার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা উপস্থাপনের মাধ্যমে সহায়তা করা।

(ঙ) কুমিল্লা জেলার পর্যটন শিল্পের বিকাশের অন্তরায় সমূহ চিহ্নিত করা।

## ১.৩ গবেষণার যথার্থতা ও গুরুত্ব (Importance & Significance of the Study)

পর্যটন শিল্প শুধু বাংলাদেশ নয় সারা বিশ্বের একটি বিকাশমান ও সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে পরিচিত। অপার সম্ভাবনার এ দেশ হিসেবে বাংলাদেশ পর্যটন শিল্পের জন্য বিশ্বের উন্নত যেকোনো দেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কুমিল্লা জেলা অতি প্রাচীন ১৯ জেলার একটি জেলা যেখানে ভৌগলিক, পরিবেশগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগত কারণে পর্যটন শিল্প বিকাশের জন্য আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে পারে। পর্যটন শিল্প বিকাশের ফলে সরকারের যেমন আয় বৃদ্ধি পাবে তেমনি সামাজিক গতিশীলতা, সামাজিক পরিবর্তন, কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি পাবে। পাশপাশি নগরায়ণ ও শিল্পায়ন প্রকিয়াও বিকশিত হবে। দেশী বিদেশী পর্যটকদের আগমনের ফলে

Dhaka University Institutional Repository

সাংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটে থাকে যার কারণে বাংলা সংস্কৃতি যেমন বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াবে, সেই সাথে বিশ্বের অন্যান্য সংস্কৃতির সাথে বাংলা সংস্কৃতিরও পরিচয়ের ব্যাপকতা বাড়বে। পাশপাশি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের ফলে দেশীয় সংস্কৃতি আরো সমৃদ্ধ হবে। সর্বোপরি নাগরিক সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে কুমিল্লায় পর্যটন শিল্প বিকশিত হলে তা বিনোদনের প্রাণকেন্দ্র হিসেবেও বিবেচিত হবে। তাই কুমিল্লার পর্যটন শিল্পের বিকাশ নিয়ে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা একটি বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। একই সাথে এ বিষয়ে গবেষণা কার্য সময়ের দাবি ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা কুমিল্লা জেলার উপর একটি সমীক্ষা- এ বিষয়ে গবেষণা অত্যন্ত যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত।

প্রাকৃতিক সম্পদের লীলাভূমি আমাদের বাংলাদেশ। এ দেশে রয়েছে পর্যটন শিল্পের ব্যাপক সম্ভবনা। অর্থনৈতিক একটি খাত পর্যটন। অপিমেয় সৌন্দর্যের এ দেশে বিদেশীদের ভ্রমণে আকৃষ্ট করে বিভিন্ন ধরণের সেবা ও সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা[18] অর্জনে উজ্জ্বল সম্ভবনা রয়েছে। সুন্দরবন[19] হতে পারে দেশ তথা বিশ্বে অন্যতম পর্যটন শিল্প। ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস। বিশ্বের নানা দেশের মত বাংলাদেশও দিবসটি পর্যটন মন্ত্রাণালয়[20], ট্যুরিজম বোর্ড, পর্যটন কর্পোরেশন, এনজিও সহ বিভিন্ন সংগঠন দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ঐতিহাসিক সংস্কৃতি, এবং ঐতিহাসিক সব সম্পদ

[18] বৈদেশিক মুদ্রা বাজার বিভিন্ন দেশের মুদ্রা বিনিময় প্রক্রিয়াকে সচল রাখার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং আর্থিক লেনদেনে সহায়তা করে থাকে।

[19] খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত পৃথিবীর একক বৃহত্তম প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন হচ্ছে আমাদের সুন্দরবন। বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে এ বন অবস্থিত।

[20] বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয়ের কাজ হচ্ছে দেশের বেসামরিক বিমান পরিবহন খাতের উন্নয়নে জাতীয় নীতিমালা প্রনয়ন এবং দেশীয় পর্যটনের উন্নয়ন ও বিকাশে নীতি নির্ধারণ ও সহযোগিতা করা।

Dhaka University Institutional Repository

সমূহের আলোকচিত্র, তথ্যচিত্র তুলে ধরে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণে আকৃষ্ট করতে র‍্যালী, সভা সেমিনার সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

অপরিময় সৌন্দর্য ছড়িয়ে রয়েছে এদেশে। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে লীলাভূমি। আমাদের পর্যটন শিল্পের ব্যাপক সম্ভবনা থাকার পরও নানা সমস্যার কারণে পর্যটন শিল্প বিকশিত হতে পারছে না। সুন্দরবন কেন্দ্রীক পর্যটন শিল্প বিকশিত হচ্ছে না। রাজনৈতিক কারণ সহ বনদস্যু চক্রের উপদ্রব, অনুন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা আর বন বিভাগের উদাসীনতার কারণে ব্যাপক সম্ভবনা থাকলেও সুন্দরবন কেন্দ্রীক পর্যটন শিল্প বিকশিত না হওয়ার অন্যতম কারণ। অভিযোগ আছে, আমাদের পর্যটন শিল্প নিয়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের তেমন কোন মাথাব্যাথা নেই। তাছাড়া খুলনায় পর্যটন কর্পোরেশনে নিজস্ব অফিস ও তথ্য কেন্দ্র না থাকায় বিদেশী পর্যটকরা সুন্দরবন ভ্রমন থেকে বিমুখ হচ্ছেন। যারা আসছেন, তারা পদে পদে পড়ছেন ভোগান্তিতে। বিশ্ব ঐতিহ্য এ সুন্দরবনকে ঘীরে আমাদের পর্যটন শিল্পের ব্যাপক বিকাশে ইতোমধ্যে কথাবার্তা বিস্তার হলেও মূলত কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। পর্যটনের জন্য যাতায়াত সুবিধা, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়গুলি খুব জরুরী। অথচ বহুমুখী সমস্যার আবর্তে বাংলাদেশ পর্যটন শিল্প সঙ্কটাপন্ন। পর্যটন শিল্পে বিদ্যমান সমস্যা সমূহ সমাধান করতে পারলে এবং উপযুক্ত পর্যটন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান উৎস হতে পারে (আ কা মো যাকারিয়া ১৯৮৪)।

সুন্দরবন হতে পারে দেশ তথা বিশ্বের অন্যতম পর্যটন শিল্প। সুন্দরের রাণী সুন্দরবন ক্ষণে ক্ষনে তার রুপ বদলায়। খুব ভোরে এক রূপ, দুপুরে অন্য রূপ, পড়ন্ত বিকাল আর সন্ধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে সজ্জিত হয়। মধ্য ও গভীর রাতে অন্যএক রূপ। অমাবশ্যায় ভয়াল সুন্দর আবার চাঁদনী রাতে নানান রুপ ধারণ করে সুন্দরী সুন্দরবন পর্যটকদের বিমহিত করে। বনের ভয়ংকরতা, বাঘের গর্জন, হরিণের চকিত চাহনি। বানর আর হরিণের বন্ধুত্ব, কুমিরের কান্না, পাখ পাখালির কলতান, শ্রবণ সুখ, বনের বিভিন্ন বৈচিত্র আর প্রাকৃতিক সুন্দর্য আর নৈস্বর্গিক দৃশ্য। আবার অশান্ত পানির বুকে উত্তাল ঢেউয়ের

Dhaka University Institutional Repository

উন্মাদ নৃত্য অবলোকন করে পর্যটক উল্লাসিত, বিমোহিত ও আপ্লুত হয়। বিশ্বের একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ[21] বন সুন্দরবন। জগত সেরা ও জীব বৈচিত্রের আধার এ বন। সুন্দরবন বিশ্ব ঐতিহ্য বিশ্ব খ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের[22] একমাত্র আবাসভুমি এই সুন্দরবন। বিশ্ব ঐতিহ্য স্বীকৃতি ও প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চার্য[23] নির্বাচনের পর থেকে সুন্দরবন নিয়ে প্রকৃতি প্রেমী সহ বিশ্ববাসীর সুন্দরবন দেখার আগ্রহের শেষ নেই। যার ফলে দেশি, বিদেশী প্রকৃতি প্রেমীদের পদচারণে মুখরিত হচ্ছে সুন্দরবন[24]। এর ফলে সুন্দরবন হতে পারে বিশ্বের অন্যতম পরিবশে বান্ধব পর্যটন শিল্প (Wade, M. 2008)।

বনের মোট আয়তন, ১০ হাজার ২ শ ৮০ বর্গকিলোমিটার এর মধ্যে বাংলাদেশে ৬ হাজার ১৭ বর্গকিলোমটিার। দেশের মোট আয়তনের ৪.২ শতাংশ এবং বনাঞ্চলের ৪৪ শতাংশ। এই বনে রয়েছে সুন্দরী, পশুর, গেওয়া, কেওড়া, গরাণ, বাইন সহ ৩৩৪ প্রজাতির গাছপালা, ১৬৫ প্রজাতির শৈবল এবং ১৩ প্রজাতির অর্কিড সুন্দরবনে আছে বিশ্ব খ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিতল হরিণ, বানর, শুকর, গুইসাপ, পাইথন ও বিভিন্ন প্রজাতির সাপসহ ৩৭৫ প্রজাতি। এরও বেশি প্রজাতির বন্য প্রাণী। বন মোরগ, গাংচিল, মদনটাক, মাছসহ বিভিন্ন প্রজাতির ৩০০ এর বেশি পাখি। জালের মত বিছানো

[21] ম্যানগ্রোভ (Mangrove) বলতে সাধারণভাবে জোয়ারভাটায় প্লাবিত বিস্তির্ণ জলাভূমিকে বোঝায়। ম্যানগ্রোভ বন জোয়ারভাটায় বিধৌত লবনাক্ত সমতলভূমি। উষ্ণমন্ডলীয় ও উপ-উষ্ণমন্ডলীয় অক্ষাংশের আন্তপ্লাবিত আবাসস্থলের সমন্বয়ে ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেম গঠিত। এ আন্তপ্লাবিত জলাভূমি বিভিন্ন স্তরের পারস্পরিক নির্ভরশীল উপাদানসমূহ যেমন- পানি প্রবাহ, পলি, পুষ্টি উপাদান, জৈব পদার্থ এবং জীবজন্তুর সমন্বয়ে গঠিত। পৃথিবীতে ১,৮১,০০০ বর্গ কিমি এলাকা জুড়ে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বিস্তৃত ছিল। কিন্তু অতি সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, এ বনাঞ্চলের আয়তন ১,৫০,০০০ বর্গ কিমি এর নিচে নেমে এসেছে।

[22] বেঙ্গল টাইগার বা রয়েল বেঙ্গল টাইগার (Panthera tigris tigris বা Panthera tigris bengalensis) বাঘের একটি বিশেষ উপপ্রজাতি। বেঙ্গল টাইগার সাধারণত দেখা যায় ভারত ও বাংলাদেশে। এছাড়াও নেপাল, ভুটান, মায়ানমার ও দক্ষিণ তিব্বতের কোন কোন অঞ্চলে এই প্রজাতির বাঘ দেখতে পাওয়া যায়।

[23] পৃথিবীর বিস্ময়ের বিভিন্ন তালিকা বহুকাল থেকেই বহু তালিকা প্রস্তুত হয়ে আসছে মনুষ্য-কৃত বা প্রাকৃতিক বিস্ময়কর দ্রষ্টব্যগুলির বিবরণী প্রকাশের জন্য। প্রাচীন গ্রিক দ্রষ্টব্য-স্থান দর্শনার্থীদের মধ্যে বিশেষভাবে জনপ্রিয় নির্দেশিকা-পুস্তিকাগুলিতে অন্তর্গত, কেবল মাত্র ভুমধ্যসাগরীয় বলয়ের মনুষ্যকৃত সাতটি বিস্ময়কর প্রাচীন উচ্চমানের পুরাতাত্বিক নিদর্শনগুলির তালিকাটিকেই বিশ্বের প্রথম সপ্তাশ্চর্য্যের তালিকা বলে মনে করা হয়। সাত সংখ্যাটিকে গ্রহণ করার কারণ হল গ্রিকরা এটিকে নিখুঁত ও পর্যাপ্ত বলে মনে করেন। মধ্য ও আধুনিক যুগের তালিকাগুলোকে অন্তর্গত করেও আরো বহু তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

[24] Anan, D. (1993). The Oxford Elastrated Encyclopedia. Oxford: Oxford University Press, pp. 65-83

প্রায় ৪৫০টি ছোট বড় নদী ও খাল। এতে কুমির, হাঙ্গর, ডলপিন, ইলিশ, ভেটকিসহ প্রায় ২৯১ প্রজাতির মাছ আছে। প্রাণি ও বৃক্ষের বৈচিত্রময় সমাহারে এ বন বৈজ্ঞানিক নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিবেচনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ (আফজাল হোসেন ২০১৩)।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীব বৈচিত্র্যের কারণে পর্যটকদের কাছে এটি অত্যন্ত আকর্ষনিয় স্থান। ভয়াল সৌন্দর্যের প্রতীক সুন্দরবন। দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থা উপেক্ষা করে প্রতি বছরই সুন্দরবনে পর্যটকদের সংখ্যা বাড়ছে। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য অনেক আগেই পর্যটন নীতিমালা[25] করা হয়েছে। নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে, সুন্দরবন ও কক্সবাজারের জন্য নেয়া হবে মহাপরিকল্পনা। কিন্তু নীতিমালার আলোকে এখন পর্যন্ত কাজের তেমন কিছু হয়নি। সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা গেছে, পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে সুন্দরবনের অভ্যন্তরে ৪টি আধুনিক পর্যটন কেন্দ্রসহ বেশকিছু গুরুত্বপুর্ণ স্থাপনা নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। সুন্দরবনে দেশি বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় সুন্দরবনের করমজল, হারবাড়িয়া, চাঁদপাই ও শরণখোলা এলাকায় পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নামে একটি প্রকল্প তৈরী করে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। প্রস্তাবিত এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য সুন্দরবনে যাতায়াত ব্যবস্থা অনেক নিরাপদ ও আরামদায়ক হবে। ১৯৯৭ সালের ৬ ডিসেম্বর ইউনেস্কো[26] সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষনা করে। বিশ্ব প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চার্য নির্বাচনের পর থেকে সুন্দরবন নিয়ে প্রকৃতি প্রেমীসহ বিশ্ববাসীর সুন্দরবন দেখার আগ্রহের শেষ নেই। যার ফলে দেশী-বিদেশী প্রকৃতি প্রেমিদের পদাচারণে

[25] জাতীয় পর্যটন নীতিমালা ২০১০- 'দেশি-বিদেশি পর্যটকদের জন্য উন্নত পর্যটন সেবা প্রদান এবং পর্যটন শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশে নতুন ও যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন এবং সময়ে সময়ে বিদ্যমান আইনসমূহ হালনাগাদকরণ'।

[26] জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) বা ইউনেস্কো (UNESCO) জাতিসংঘের একটি বিশেষ সংস্থা। বিশ্বে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রসার এবং উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটানো এই সংস্থার কার্যক্রম। ১৯৪৫ সালের নভেম্বরে লন্ডন সম্মেলনে ইউনেস্কো প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৪৬ সালে এই সংস্থা জাতিসংঘের সহায়ক সংস্থা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। প্যারিসে এর সদর দপ্তর অবস্থিত।

মুখরিত হচ্ছে সুন্দরবন। এর ফলে সুন্দরবন হতে পারে বিশ্বে অন্যতম পরিবেশ বান্ধব পর্যটন শিল্প। বিশ্বের প্রকৃতি প্রেমীদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠবে সুন্দরবন। সুন্দবন হতে পারে বিশ্বসেরা সম্পদ। এর ফলে বনের সুরক্ষার কাজ হবে শক্তিশালী। উপকুল এলাকার লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। অবহেলিত জনপদে প্রাঞ্চাল্য এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। বিকশিত হবে পরিবেশ বান্ধব পর্যটন শিল্প। পর্যটকদের আকৃষ্ট করার যে সুযোগ আমাদের হাতের নাগালে রয়েছে সেগুলো কাজে লাগানো জরুরি। যদি এটি সম্ভব হয়, তাহলে পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে বদলে যাবে আমাদের দেশের অর্থনীতি। বিশ্বের পর্যটকদের আগমনে বৃদ্ধি পাবে বৈদেশিক মুদ্রা যা দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

### ১.৩.১ পর্যটনের অর্থনৈতিক উপযোগিতা (Economic Utility of Tourism)

২০১০ সালে ৯৪০ মিলিয়নেরও অধিক আন্তর্জাতিক পর্যটক বিশ্বব্যাপী ভ্রমণ করেন। ২০০৯ সালের তুলনায় এ সংখ্যা ৬.৬% বেশি ছিল। ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক পর্যটনে ৯১৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৬৯৩ বিলিয়ন ইউরো (আয়শা বেগম ২০১০)।

বিশ্বের অনেক দেশে পর্যটন খাত অর্থনৈতিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তন্মধ্যে - ফ্রান্স, মিশর, গ্রীস, লেবানন, ইসরায়েল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, স্পেন, ইতালি, থাইল্যান্ড অন্যতম। এছাড়াও দ্বীপ রাষ্ট্র হিসেবে খ্যাত মৌরীতাস, বাহামা, ফিজি, মালদ্বীপ, ফিলিপাইন, সিসিলিতেও পর্যটন শিল্প ব্যাপক বিকাশ লাভ করেছে। পর্যটনের মাধ্যমে ব্যাপক পরিমাণের অর্থ মালামাল পরিবহন এবং সেবা খাতে ব্যয়িত হয় যা বিশ্বের মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ৫%। অর্থনীতির সহায়ক সেবা খাত হিসেবে পর্যটনের সাথে জড়িত রয়েছে ব্যাপকসংখ্যক লোক। এরফলে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সেবা খাত বা শিল্পের মধ্যে রয়েছে পরিবহন ব্যবস্থা যাতে বিমান, প্রমোদ তরী, ট্যাক্সি ক্যাব; আতিথেয়তা সেবায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা

যাতে হোটেল, রিসোর্ট এবং আমোদ-বিনোদনের মধ্যে চিত্তবিনোদন পার্ক, ক্যাসিনো[27], শপিং মল, সঙ্গীত মঞ্চ ও থিয়েটার অন্যতম।

## ১.৪ সংজ্ঞার্থ নিরূপণ (Operational Definition)

পর্যটন এক ধরনের বিনোদন, অবসর অথবা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থান কিংবা এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভ্রমণ করাকে বুঝায়। ইতোমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পর্যটন শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এছাড়াও, বিশ্বব্যাপী অবসরকালীন কর্মকাণ্ডের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যিনি আমোদ-প্রমোদ বা বিনোদনের উদ্দেশ্যে অন্যত্র ভ্রমণ করেন তিনি পর্যটক নামে পরিচিত। ট্যুরিস্ট গাইড, পর্যটন সংস্থা প্রমুখ সেবা খাত পর্যটনের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-উভয়ভাবেই জড়িত রয়েছে।

বিশ্ব পর্যটন সংস্থা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পর্যটকরূপে আখ্যায়িত করতে গিয়ে বলেছে[28],

> *যিনি ধারাবাহিকভাবে এক বছরের কম সময়ের মধ্যে কোন স্থানে ভ্রমণ ও অবস্থানপূর্বক স্বাভাবিক পরিবেশের বাইরে দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে অবসর, বিনোদন বা ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনাসহ অন্যান্য বিষয়াদির সাথে জড়িত, তিনি পর্যটকের মর্যাদা উপভোগ করবেন।*

১৯৭৬ সালে ইংল্যাণ্ডের পর্যটন সমিতির মতে[29],

---

[27] ক্যাসিনো অর্থ সরকার নিয়ন্ত্রিত জুয়া খেলা। ক্যাসিনো স্থাপিত হওয়ার পেছনে একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। আগে ভারতীয় উপমহাদেশে জুয়া খেলা হতো অনিয়ন্ত্রিতভাবে, যেখানে-সেখানে। সরকারিভাবে ক্যাসিনো স্থাপন করা হয় কেবল এই অনিয়ন্ত্রিত জুয়াকে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে নিয়ে আসার জন্য। এটি স্থাপনের আরও একটি কারণ ছিল জুয়া থেকে সরকারি লভ্যাংশ ও শুল্ক নিশ্চিত করা। প্রায় দুই হাজার বছর আগে ভারতে ক্যাসিনো স্থাপিত হয়। তবে এ বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট তারিখ ও স্থানের হদিস এখনো পাননি ইতিহাসবিদেরা। তবে কাউতিলিয়া নামের একজন প্রাচীন ভারতীয় অর্থশাস্ত্রবিদের লেখায় উঠে এসেছে জুয়ার স্থান হিসেবে ক্যাসিনো স্থাপনের কিছু কারণ।

[28] Wahab, K. (2011). An Appraisal of Tourism Industry Development in Bangladesh. European Journal of Business and Management, Vol. 3, No. 3, pp. 287-302.

১৯৮১ সালে *আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ সংগঠন* পর্যটনকে *বিশেষ ধরনের পছন্দ ও নির্বাচিত কার্যকলাপ যা বাড়ীর বাইরে সংঘটিত হওয়াকে*সংজ্ঞায়িত করেছে।

১৯৯৪ সালে জাতিসংঘ[30] কর্তৃক *পর্যটন পরিসংখ্যানের সুপারিশমালায়* তিন স্তরবিশিষ্ট পর্যটন রূপরেখা তুলে ধরা হয়।

i. *অভ্যন্তরীণ পর্যটন*- কোন নির্দিষ্ট দেশের অভ্যন্তরে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য সীমাবদ্ধ।
ii. *সীমাবদ্ধ পর্যটন*- কোন নির্দিষ্ট দেশের অভ্যন্তরে বসবাসরত অস্থায়ী জনগোষ্ঠী বা বিদেশীদের জন্য বরাদ্দ।
iii. *বহিঃস্থ পর্যটন*- অন্য দেশে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কোন নির্দিষ্ট দেশের স্থায়ী অধিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য।

## ১.৫ পর্যটনের ইতিহাস (History of Tourism)

সম্পদশালী বা বিত্তবান ব্যক্তিরা প্রায়শই বিশ্বের দূরবর্তী স্থানগুলোয় ভ্রমন করে থাকেন। সেখানে তাঁরা উল্লেখযোগ্য ভবন, শিল্পকর্ম, নিত্য-নতুন ভাষা শিক্ষালাভ, নতুন সংস্কৃতির সাথে পরিচয়সহ হরেক রকমের রন্ধন প্রণালীর স্বাদ আস্বাদনের সুযোগ পান। অনেক পূর্বে রোমান প্রজাতন্ত্রে[31] বাইয়ে এলাকায়

---

[29] Albattat, Ahmad R. (2015). Tourists' Perception of Crisis and the Impact of Instability on Destination Safety in Sabah, Malaysia. *American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture, 15(2), 96-102.*

[30] জাতিসংঘ বিশ্বের জাতিসমূহের একটি সংগঠন, যার লক্ষ্য হলো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আইন, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক অগ্রগতি এবং মানবাধিকার বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা। ১৯৪৫ সালে ৫১টি রাষ্ট্র জাতিসংঘ বা রাষ্ট্রসঙ্ঘ সনদ স্বাক্ষর করার মাধ্যমে জাতিসংঘ বা রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত।

[31] রোমান প্রজাতন্ত্র (ইংরেজি ভাষায়: Roman Republic) বলতে আনুমানিক ৫০৯ থেকে ২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত অস্তিত্বশীল একটি প্রজাতন্ত্রকে বোঝায় যার রাজধানী ছিল রোম নগরী। রোমে প্রজাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই সভ্যতার সরকার পরিচালিত হতো। ৫০৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোমান রাজতন্ত্র উৎখাতের পর একটি সিনেটের উপদেশে নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত দুইজন কনসালের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হতে থাকে, একেই বলা যায় প্রজাতন্ত্রের সূচনা। ক্ষমতার ভাগাভাগি এবং বিশ্লেষণ ও ভারসাম্যের নীতির উপর ভিত্তি করে শীঘ্রই একটি সংবিধান গড়ে ওঠে। খুব বেশি জরুরি অবস্থা দেখা না

ধনিক শ্রেণীর জন্য সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় আবাসস্থলের ব্যবস্থা রেখেছিল। ট্যুরিস্ট বা পর্যটক শব্দটির প্রথম প্রয়োগ হয় ১৭৭২ সালে এবং ট্যুরিজম বা পর্যটন শব্দের ব্যবহার হয় ১৮১১ সালে (প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ২০০৮)।

১৯৩৬ সালে জাতিসংঘ বিদেশি পর্যটকের সংজ্ঞা নির্ধারিত করেছিল। এতে বলা হয়েছিল যে, বাইরের দেশে কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা অবস্থান করবেন তাঁরা পর্যটকরূপে বিবেচিত হবেন। রাষ্ট্রসংঘের স্থলাভিষিক্ত হয়ে ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ এ সংজ্ঞা পরিবর্তন করে। পরিবর্তিত সংজ্ঞায় বলা হয় যে, সর্বোচ্চ ছয় মাস অবস্থানকালীন সময়কালে একজন ব্যক্তি পর্যটকের মর্যাদা উপভোগ করতে পারবেন (Beaver, A. 2002)।

## ১.৬ উপসংহার (Conclusion)

কুমিল্লার প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনসমূহ একদিকে যেমন বৌদ্ধ ধর্মের সাংস্কৃতিক পরিচয় বহন করছে তেমনি কুমিল্লার স্থানীয় পর্যায়ে ঐতিহ্যবাহী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে আধুনিক জনগণের পরিচয় লাভের সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে কুমিল্লার যে অতীত গৌরব রয়েছে সেটা দেখে নতুন প্রজন্ম অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চার করে সামাজিক গতিশীলতাকে তরান্বিত করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। সীমান্তবর্তী জেলা হিসেবে যুব সমাজ নানা অসামাজিক ও অনৈতিক কার্যক্রমে লিপ্ত হবার যে প্রবণতা পর্যটন শিল্প বিকাশের ফলে সেটা হ্রাস পাবে। এমনকি অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি হিসেবে কর্মসংস্থানসহ বিনোদনের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে কুমিল্লার অতীত ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারাবাহিকতা সমুন্নত থাকবে।

---

দিলে সকল সরকারি কর্মকর্তা মাত্র এক বছরের জন্য নির্বাচিত হতেন যাতে কোন একজন ব্যক্তি জনগণকে বেশি প্রভাবিত করে ফেলতে না পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

# তত্ত্বীয় কাঠামো ও সাহিত্য পর্যালোচনা (Theoretical Framework and Literature Review)

## ২.১ ভূমিকা (Introduction)

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তত্ত্ব একটি অপরিহার্য ও অবশ্য বিদ্যমান অংশ। আলোচ্য গবেষণাটিকে বিভিন্ন তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানো হয়েছে। যথা- কাঠামোগত, আধুনিকায়ন, উন্নয়ন, নির্ভরশীলতা, নব্য উদারতাবাদ ও বিকল্প তত্ত্বের যৌক্তিক খণ্ডন। একটি গবেষণা আরেকটি গবেষণার সূত্রেই সূত্রপাত। তাই, পূর্বের গবেষণাকর্মের উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে, বিভিন্ন গবেষণার একটি ক্রমিক বর্ণনা এখানে যুক্ত করা হয়েছে।

## ২.২ তত্ত্বীয় কাঠামো (Theoretical Framework)

আন্তর্জাতিক পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি এর পথও প্রশস্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। পর্যটন শিল্পের তত্ত্ব ও বিকাশ সম্পর্কে জাফরি (২০০৪) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মূলত পরামর্শ, সতর্কতা, অভিযোজন এবং উদ্দেশ্যমূলক কর্মকাণ্ড পরিবর্তিত করে পর্যটন শিল্প অধিক জ্ঞান সমৃদ্ধ ও সুদূরপ্রসারী কর্মকান্ডের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। জাফরি বলেন, এসব পরিবর্তন পর্যায়ক্রমিক হতে হবে

তা নয়, বরং সহ-অবস্থানমূলক পরিবর্তন কাম্য। পর্যটনের প্রাতিষ্ঠানিক উপস্থাপনায় আদর্শগত ও আবেগীয় প্রেক্ষাপট স্থান করে নিয়েছে, যেটা সব সময়ই উন্নয়ন তত্ত্ব প্রয়োগের চেষ্টা করেছে।

### ২.২.১ কাঠামোগত তত্ত্ব (Structural Theory) ও আধুনিকায়ন তত্ত্ব (Modernization Theory)

আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক তাত্ত্বিকগণ প্রকাশ্যে পর্যটনকে আধুনিকায়ন তত্ত্বের[32] সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছে। তবে, কিছু বিরোধী মতামতও পাওয়া যায়। যেমন- ম্যাকনওট এবং ওয়াকস এর বিপক্ষে বলেছেন। আবার, অ্যানড্রিওটিস এবং শার্পলে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে ক্রেট এবং সাইপ্রাসে বর্তমানে আধুনিক প্রভাবক হিসেবে পর্যটনকে বিবেচনা করা হয়। আরামবরি (২০১০) পর্যটনকে আধুনিকতার উদাহরণ হিসেবে দেখতে নারাজ।

[32] আধুনিকায়ন তত্ত্ব সমাজে আধুনিকায়নের প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহার করা হয়। আধুনিকীকরণ একটি 'প্রাক আধুনিক' বা 'প্রথাগত' থেকে একটি 'আধুনিক' সমাজের একটি প্রগতিশীল রূপান্তর একটি মডেল বোঝায় আধুনিকীকরণ তত্ত্ব জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার (1864-1920) এর ধারণা থেকে উদ্ভূত হয়, যা হার্ভার্ড সমাজবিজ্ঞানী তালকোট পারসনের (1902-1979) দ্বারা আধুনিকীকরণের আধুনিকীকরণের ভিত্তি প্রদান করে। এই তত্ত্বটি একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য রাখলে সহায়তা সহকারে বিবেচনা করা হয়, "প্রথাগত" দেশগুলিকে একইভাবে উন্নততর উন্নত দেশগুলিতে উন্নীত করা যেতে পারে। 1950 ও 1960 এর দশকে আধুনিকায়ন তত্ত্ব সামাজিক বিজ্ঞান একটি প্রবক্ত রূপ ছিল, তারপর একটি গভীর গ্রহনের মধ্যে গিয়েছিলাম। এটি 1990 সালের পরে একটি পুনরাবৃত্তি করে কিন্তু একটি বিতর্কিত মডেল অবশেষ।

চিত্র-১ঃ কাঠামোগত তত্ত্ব

## ২.২.২ নির্ভরশীলতা তত্ত্ব (Dependecy Theory)

অনুন্নয়ন তত্ত্ব অথবা নির্ভরশীলতা তত্ত্ব[33] উন্নয়ন তত্ত্বের সমালোচক হিসেবে বাহ্যিক একাডেমিক ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে[34]। নির্ভরশীলতা তত্ত্ব আধুনিকায়ন তত্ত্বের বিপরীতে তত্ত্ব প্রদান করেছে। এটি বলেছে, আন্তর্জাতিক পর্যটন শিল্প উন্নয়নশীল দেশকে তাদের গন্তব্যস্থল হিসেবে তৈরি করেছে। এটি এমন একটি কাঠামোগত চক্র যা উন্নয়নশীল দেশে অসম ও জুনিয়র গন্তব্যস্থল হিসেবে বিবেচনা করে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে শোষণ করে। বিশেষ করে বহুজাতিক কোম্পানি, পর্যটন পরিচালক অথবা হোটেল চক্র যারা দর কষাকষির

[33] নির্ভরশীলতা তত্ত্ব বা ডিপেন্ডেন্সী থিওরী হচ্ছে সামাজিক বিজ্ঞানের এমন একটি ৎত্ত্ব, যার ভিত্তি হচ্ছে এমন একটি ধারণা যে, পেরিফেরি বা দূরের গরিব ও অনুন্নত দেশগুলো হতে সম্পদ কোর বা কেন্দ্রের সম্পদশালী ও উন্নত দেশে প্রবাহিত হয়, ফলে ধনী দেশগুলো আরো উন্নত হয়, গরিব হয় আরো গরিব। নির্ভরশীলতা তত্ত্বের মূল যুক্তি হচ্ছে গরিব দেশগুলোর বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হওয়ার ধরণের কারণেই গরিব দেশগুলো আরো দরিদ্র হচ্ছে এবং ধনী দেশগুলো আরো ধনবান হচ্ছে। আধুনিকীকরণ তত্ত্বের প্রতিক্রিয়া রূপে ১৯৭০ সালের কাছাকাছি সময়ে এই তত্ত্বের উদ্ভব হয়।

[34] Samantha, C. (2014). Dependency Theory, Tourism. *Encyclopedia of Tourism*, pp. 1125-1173

মাধ্যমে জুনিয়র পার্টনারে মুনাফা কমিয়ে দেয়। এরা পর্যটন থেকে লভ্যাংশ, চুক্তি অথবা লেনদেন এর মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে যা গন্তব্যস্থল দেশসমূহ থেকে সরবরাহ করা হয়।

### ২.২.৩ উন্নয়ন তত্ত্ব (Development Theory)

অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদগণ যে বক্তব্য প্রদান করেন সেগুলোকে উন্নয়ন তত্ত্ব বলে। এই তত্ত্বের আলোকে বলা যায় যে, আমাদের দেশের অর্থনীতি উন্নয়নের জন্য পর্যটন খাত বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

### ২.২.৪ নব্য উদারতাবাদ তত্ত্ব (Neoliberalism)

আধুনিকায়ন তত্ত্ব ও নব্য উদারতাবাদ[35] তত্ত্বের অন্তর্মুখী প্রভাব পর্যটন শিল্পে বিদ্যমান রয়েছে উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশে। স্থানীয় বিভিন্ন শিল্পের ভূমিকা যেমন- দেশী শিল্প, কুটির শিল্প[36], নির্ভরযোগ্যতা, ঐতিহ্য এবং সামাজিক গঠন কাঠামো, ব্যবসা-বাণিজ্য, পণ্য বিপণন এবং সামাজিক পরিবর্তন ইত্যাদি আধুনিকায়নের ছায়ায় আলোচনা করা হয়[37]। আধুনিকায়ন তত্ত্বকে নীতি নির্ধারকেরা বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনশীল চিন্তার ধরণ বলে উল্লেখ করেছেন। তবে কেউ কেউ পর্যটনকে

[35] উদারনীতিবাদ বা উদারপন্থী মতবাদ (ইংরেজি: Liberalism) সাম্য ও মুক্তির উপর নির্ভর করে সৃষ্ট একধরণের বৈশ্বিক রাজনৈতিক দর্শন। এ দুইটি নীতির উপর ভিত্তি করে উদারতাবাদকে অনেক বিস্তৃত আকার দেওয়া হয়েছে। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন, জনগণের অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, মুক্তবাণিজ্য, ব্যক্তিগত মালিকানা প্রভৃতি ধারণার উদ্ভব ঘটেছে এ দর্শনের উপর ভিত্তি করে। উদারতাবাদের ইংরেজি Liberalism উদ্ভব হয়েছে লাতিন শব্দ liberalis থেকে।

[36] কুটির শিল্প  বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী একটি শিল্প। এ শিল্পে বাংলার আবহমান সংস্কৃতির প্রতিভাস ফুটে ওঠে, যার নির্মাতা পল্লী অঞ্চলের মানুষ। নিজেদের জীবিকা এবং নিজসত ব্যবহারের জন্য তারা এ সকল পণ্য উৎপাদন করে। বাংলার প্রকৃতি, মানুষ, পশুপাখি, লতাপাতা, গাছপালা, নদ-নদী ও আকাশ কুটির শিল্পের ডিজাইনে বা মোটিভে দেখা যায়। কুটির শিল্পকে অনেকে হস্তশিল্প, কারুশিল্প, সৌখিন শিল্পকর্ম, গ্রামীণ শিল্পও বলেন। বর্তমানে শহর এলাকায়ও কুটির শিল্পের প্রসার ঘটছে।

[37] Khan, Maryam M. (1997). Tourism development and dependency theory: mass tourism vs. ecotourism. *Annals of Tourism Research*, Vol. 24, Issue 4, pp. 988-991

বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বৈদেশিক বিনিময় এবং পর্যটন নিয়োগ ক্ষেত্রের অপার সম্ভাবনা হিসেবে ভাবতে অপারগ। সরকারি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো নব্য উদারতাবাদ নীতির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন যা পর্যটন শিল্পে প্রাইভেট সেক্টরের ভূমিকার উন্নয়নে নিয়োজিত[38]। এ রকম কিছু প্রাইভেট সেক্টরের মধ্যে রয়েছে বিশ্বব্যাংক[39] এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক[40]। ২০০৩-২০১১ সালের মধ্যে এডিবি-জিএমএস (বৃহত্তর মেকং উপ-এলাকা) পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে ব্যবহারের জন্য সাউথ ইস্ট এশিয়াকে ৫৮.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান বরাদ্দ করে (Dev, Santus K. 2015)।

জিএমএসের[41] জন্য এডিবির আঞ্চলিক সহযোগীতা কৌশল ও কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য নব্য উদারতা বাদে একটি দৃঢ় স্বাদ যোগ করেছে। এটি বহির্বিশ্বে সহজ ভ্রমণ, জাতীয় বাজার একত্রীকরণ, ব্যক্তিগত খাতের উন্নয়নে অবদান রাখে। নব্য উদারতাবাদ তত্ত্বের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন বৈশিষ্ট হলো-

i. অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সরকারি হস্তক্ষেপের সীমাবদ্ধতা
ii. ব্যক্তিকরণের প্রসার
iii. নমনীয় নীতিমালা
iv. কাঠামোগত অভিযোজন কর্মসূচি
v. নতুন অর্থনৈতিক অনুক্রম
vi. এক বিশ্বনীতি

## ২.২.৫ বিকল্প তত্ত্ব (Alternative Theory)

[38] তেলফার, এম (২০১২), শিল্প ও উন্নয়ন, পৃষ্ঠা ৪৮-৫৭

[39] বিশ্বব্যাংক (World Bank) একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক সহায়তা সংস্থা যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য ঋণ ও অনুদান প্রদান করে। বিশ্বব্যাংকের অনুষ্ঠানিক লক্ষ্য হল বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য বিমোচন। সারা বিশ্বের ১৮৯টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। এর প্রধান সদর দপ্তর ওয়াশিংটন, ডি.সি.-তে অবস্থিত।

[40] এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ইংরেজি: Asian Development Bank) বা এডিবি আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যাংক হিসেবে ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এশিয়ার দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আরো দ্রুত, বেগবান ও সহজ করাই ব্যাংকটির মূল উদ্দেশ্য।

[41] কুনমিং থেকে কলকাতা পর্যন্ত হাইস্পিড রেল নেটওয়ার্ক

I. তৃণমূল কেন্দ্রিক উন্নয়ন
II. মৌলিক চাহিদা যেমন খাদ্য,আবাসন,শিক্ষা,স্বাস্থ্য ইত্যাদি খাতে গুরুত্ব প্রদান
III. দেশীয় প্রেক্ষাপট বাস্থানীয় জ্ঞানের প্রসার
IV. পরিবেশগত স্থায়িত্বতা

## ২.২.৬ টেকসই উন্নয়ন তত্ত্ব (Sustainable Development Theory)

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা হলো ভবিষ্যত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা। জাতিসংঘ লক্ষ্যগুলো প্রণয়ন করেছে এবং 'টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা' হিসেবে লক্ষ্যগুলোকে প্রচার করেছে। এসব লক্ষ্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা -কে প্রতিস্থাপন করেছে, যা ২০১৫ সালের শেষ নাগাদ মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেছে। SDGs-এর মেয়াদ ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল। এতে মোট ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা ও ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক UN Sustainable Development Summit এ বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধানদের আলোচনার মধ্যমে এ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।সম্মেলনের বিষয়বস্তু Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development।

I. উন্নয়ন প্রকল্পে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের অন্তর্ভুক্তকরণ
II. পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা
III. বিশ্বায়নের সাথে সংযুক্ততা
IV. উন্নয়নের কানাগলি

## ২.২.৭ নতুন প্রেক্ষাপট/আধুনিকতা উত্তর সময় (New perspective: Post-modernist Era)

২০১০ সালে ৯৪০ মিলিয়নেরও অধিক আন্তর্জাতিক পর্যটক বিশ্বব্যাপী ভ্রমণ করেন। ২০০৯ সালের তুলনায় এ সংখ্যা ৬.৬% বেশী ছিল। ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক পর্যটনে ৯১৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৬৯৩ বিলিয়ন ইউরো (আসাদুল হক মামুন, ২০১২)। বিশ্বের অনেক দেশে পর্যটন খাত অর্থনৈতিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তন্মধ্যে - ফ্রান্স, মিশর, গ্রীস, লেবানন, ইসরায়েল,

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, স্পেন, ইতালি, থাইল্যান্ড অন্যতম। এছাড়াও দ্বীপ রাষ্ট্র হিসেবে খ্যাত মৌরীতাস, বাহামা, ফিজি, মালদ্বীপ, ফিলিপাইন, সিসিলিতেও পর্যটন শিল্প ব্যাপক বিকাশ লাভ করেছে। পর্যটনের মাধ্যমে ব্যাপক পরিমাণের অর্থ মালামাল পরিবহন এবং সেবা[42] খাতে ব্যয়িত হয় যা বিশ্বের মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ৫%। অর্থনীতির সহায়ক সেবা খাত হিসেবে পর্যটনের সাথে জড়িত রয়েছে ব্যাপক সংখ্যক লোক। এর ফলে উল্লেখ যোগ্য সংখ্যক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সেবা খাত বা শিল্পের মধ্যে রয়েছে পরিবহন ব্যবস্থা যাতে বিমান, প্রমোদ তরী, ট্যাক্সি ক্যাব; আতিথেয়তা সেবায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা (আসাদুল হক মামুন, ২০১২)।

পশ্চিমের[43] পর্যটন শিল্প উন্নয়নশীল দেশগুলিতে টুরিস্ট বা পর্যটক পাঠিয়ে কোটি কোটি ডলার রোজগার করছে। কিন্তু সেই ব্যবসা থেকে সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে স্বল্প কিছু মানুষ লাভবান হচ্ছে।অন্যদিকে রয়েছে নানা সংকট ও সাধারণভাবে দুর্নীতি। মিশরে[44] লোহিত সাগরের[45] তীরে সৈকতা বাস গুলোতে টুরিস্টদের ভিড় নেই। কাজেই বহু হোটেল-রেস্তোরাঁর মালিকরা তাঁদের কর্মীদের বিনা বেতনের ছুটি দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। অথচ ২০১১ সালের বিপ্লবের পর মিশরের পর্যটন শিল্প সবে নিরাময়ের পথে যাচ্ছিল: ২০১২ সালে এক কোটি ১৫ লাখ পর্যটক মিশরে আসেন, অর্থাৎ

[42] সেবাখাতকে প্রচলিত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রতত্ত্বের তৃতীয় পর্যায়ের খাতও বলা হয়। সেবাখাত মূলত সেবা প্রদান করে থাকে, কিন্তু কোনো কিছু উৎপাদন করে না। খুচরা বিক্রয়, ব্যাংক, বিমা, হোটেল, রিয়েল স্টেট, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক কর্মকাণ্ড, কম্পিউটার সেবা, বিনোদন, প্রচার মাধ্যম, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সরবরাহ ইত্যাদি কাজ সেবাখাতের অন্তর্ভুক্ত। সেবাখাত অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

[43] সাধারণভাবে ইউরোপীয় সংস্কৃতি বা ইউরোপীয়দের দ্বারা প্রভাবিত দেশই 'পশ্চিমা বিশ্ব' নামে পরিচিত।

[44] মিশর (ইংরেজি ভাষায়: Egypt ইজিপ্ট), সরকারী নাম মিশর আরব প্রজাতন্ত্র, উত্তর আফ্রিকার একটি প্রাচীন রাষ্ট্র। দেশটির বেশির ভাগ অংশ আফ্রিকাতে অবস্থিত, কিন্তু এর সবচেয়ে পূর্বের অংশটি, সিনাই উপদ্বীপ।

[45] লোহিত সাগর (ইংরেজি: Red Sea) ভারত মহাসাগরের একটি অংশ, যা আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশকে পৃথক করেছে। সাগরটি দক্ষিণে বাব এল মান্দেব প্রণালী ও এডেন উপসাগরের মাধ্যমে ভারত মহাসাগরের সাথে যুক্ত। সাগরটির উত্তরাংশে সিনাই উপদ্বীপ, আকাবা উপসাগর এবং সুয়েজ উপসাগর অবস্থিত।

২০১১-র তুলনায় প্রায় ২০ শতাংশ বেশি[46]। জাতি সংঘের বিশ্ব টুরিজম সংগঠন ডাব্লিউটিও-র মুখপাত্র সান্ড্রাকারভা ও ডয়চেভেলের সাক্ষাৎকারে দাবি করেছেন: ''টুরিজম হলো বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে নিশ্চিত শিল্পগুলির মধ্যে একটি। টুরিজমের উপর প্রাকৃতিক বিপর্যয় কিংবা সংঘাতের অব্যবহিত প্রভাব পড়েব টে, কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই পর্যটন শিল্প আবার সুস্থির হয়, এমনকি সংকটের আগে যা ছিল, তার চেয়ে দ্রুত গতিতে বাড়তে থাকে।''

**পর্যটন কি উন্নয়নের বিকল্প হতে পারে: 'পর্যটন হলো উন্নয়নের মোটর'-** ইউএনডাব্লিউটিও-র মোদ্দা কথা হলো, বিশেষ করে দরিদ্র দেশগুলিতে পর্যটন হলো উন্নয়নের মোটর বিশেষ। পরিসংখ্যান বলে, বিশ্বের অর্থনৈতিক গতিবিধির নয় শতাংশ আসে পর্যটন থেকে; বিশ্বের প্রত্যেক পঞ্চম চাকুরি স্থান এই পর্যটন শিল্পের উপর নির্ভরশীল–মিশরের ক্ষেত্রে মোট চাকুরির ১৩ শতাংশ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে পর্যটন শিল্পের উপর নির্ভর। কারা এই পোষ্য? হোটেলের মালিক ও কর্মীরা, ট্যাক্সি চালক, সুভেনির বিক্রেতা; সেই সঙ্গে পূর্ত শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারী-কারিগরেরা; কার্পেট তৈরির মানুষজন; কৃষিজীবী ও অন্যান্যরা যারা হোটেল-রেস্তোরাঁ গুলিকে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করেন; এমনকি হোটেলের জামা-কাপড় ধোয়া কিংবা মেরামতের কাজ যাঁরা করেন, সকলেরই রুজি নির্ভর ঐ টুরিস্টদের উপর। কিন্তু এসব কাজের ধরন অথবা পারিশ্রমিকের কম-বেশি সম্পর্কে পরিসংখ্যান থেকে বিশেষ কিছু জানা যায় না। জার্মানির[47] প্রটেস্টান্ট[48] গির্জার[49] 'ব্রোট ফ্যুর দি ওয়েল্ট' উন্নয়ন সেবার

[46] http://www.dw.com/bn/পর্যটন-উন্নয়নের-বিকল্প-হতে-পারে-না/a-17045393

[47] জার্মানি (সরকারিভাবে সংযুক্ত প্রজাতন্ত্রী জার্মানি) ইউরোপের অন্যতম প্রধান শিল্পোন্নত দেশ। এটি ১৬টি রাজ্য নিয়ে গঠিত একটি সংযুক্ত ইউনিয়ন। এটির উত্তর সীমান্তে উত্তর সাগর, ডেনমার্ক ও বাল্টিক সাগর, পূর্বে পোল্যান্ড ও চেক প্রজাতন্ত্র, দক্ষিণে অস্ট্রিয়া ও সুইজারল্যান্ড এবং পশ্চিম সীমান্তে ফ্রান্স, লুক্সেমবুর্গ, বেলজিয়াম এবং নেদারল্যান্ডস অবস্থিত। জার্মানির ইতিহাস জটিল এবং এর সংস্কৃতি সমৃদ্ধ, তবে ১৮৭১ সালের আগে এটি কোন একক রাষ্ট্র ছিল না। ১৮১৫ থেকে ১৮৬৭ পর্যন্ত জার্মানি একটি কনফেডারেসি এবং ১৮০৬ সালের আগে এটি অনেকগুলি স্বতন্ত্র ও আলাদা রাজ্যের সমষ্টি ছিল।

[48] খ্রিস্টানদের মধ্যে যে প্রধান তিনটি ভিন্নমতাবলম্বী গোষ্ঠী রয়েছে, তাদের একটি গোষ্ঠীর বিশ্বাসকে বলা হয় প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ, যা আসলে কোনো বিশেষ বা নির্দিষ্ট বিশ্বাস নয়, বরং বিভিন্ন ছোট গোষ্ঠী বা ব্যাক্তিবর্গের সমষ্টি। অনেকক্ষেত্রে

আন্টিয়েমন্স হাউজেনের সেখানেই আপত্তি এগুলো হলো কম যোগ্যতার, মরশুমের চাকরি। যেগুলোয় পদোন্নতির কোনো সুযোগ নেই"।

**'পর্যটন শিল্পের চাকরিগুলো কম যোগ্যতার, মরশুমের চাকরি'-প্রমোদ কাননে দারিদ্র্য-** ''টুরিস্টদের পক্ষে আকর্ষণীয় বহু উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যার একটি বড় অংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। যা থেকে প্রমাণ হয় যে, টুরিজমকে নিঃশর্তভাবে উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে গণ্য করা চলেনা।" মিশরের জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশের জীবন কাটে জাতীয় দারিদ্র্য সীমার নীচে। কেনিয়ার[50] বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মূল পথ হলো পর্যটন, দেশের জিএনপি[51]-র ১১ শতাংশ আসে পর্যটন থেকে। কিন্তু এখানেও দেশের জনগণের অর্ধেককে দিনে দু'ডলারের কম আয়ে জীবন ধারণ করতে হয়।

---

ক্যাথলিক বা অর্থোডক্স খ্রিস্টান (গোঁড়াবাদী খ্রিস্টান ধর্ম) ছাড়া বাকী খ্রিস্টানদের প্রোটেস্ট্যান্ট বলা হয়। ইউরোপে ১৬ শতকে সংঘটিত প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কার-আন্দোলন থেকে এর গোড়াপত্তন।

[49] গির্জা বা গীর্জ্জা খ্রিষ্টানদের গণউপাসনালয়, যেখানে খ্রিস্ট সম্প্রদায়ের সভ্যরা সমবেত হয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করেন। ২য় খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খ্রিস্ট ধর্মালম্বদের কোন গণ উপাসনা মন্দির স্থাপিত হয়নি, উপাসনা ছিল একান্ত বিষয়। যীশু খ্রিস্টের তিরোধানের পর তাঁর অনুসারীরা নিজ গৃহে, দূর প্রান্তরে, নির্জন সমাধি ক্ষেত্রে ইত্যাকার স্থানে, একান্তে, ঈশ্বরের উপাসনা করতেন।

[50] কেনিয়া পূর্ব আফ্রিকার একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং কমনওয়েলথ অভ নেশনসের সদস্য। কেনিয়া মালভূমি ও উঁচু পর্বতে পূর্ণ। এখানে বহু জাতির লোকের বাস। অতীতে এটি একটি ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল। ১৯৬৩ সালে এটি স্বাধীনতা লাভ করে এবং ১৯৬৪ সাল থেকে এটি একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়। কেনিয়ার উত্তরে সুদান ও ইথিওপিয়া, পূর্বে সোমালিয়া ও ভারত মহাসাগর, দক্ষিণে তানজানিয়া এবং পশ্চিমে ভিক্টোরিয়া হ্রদ ও উগান্ডা। নাইরোবি কেনিয়ার রাজধানী ও বৃহত্তম শহর।

[51] কোনও একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের স্থুল আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন, সামষ্টিক আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি নামেও পরিচিত) একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ঐ অঞ্চলের ভেতরে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মোট বাজারমূল্যকে বোঝায়, যা অঞ্চলটির অর্থনীতির আকার নির্দেশ করে। বিবেচ্য অঞ্চলটি যদি একটি দেশ হয়, তবে একে মোট দেশজ উৎপাদন নামেও ডাকা হয়। স্থুল আভ্যন্তরীণ উৎপাদনকে উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপে পণ্য ও সেবার উপর সংযোজিত মূল্যের সমষ্টি হিসেবেও দেখা হয়। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে জিএনপি বা স্থুল জাতীয় উৎপাদন অর্থনীতি পরিমাপক হিসেবে ব্যবহৃত হত। জিডিপি এবং জিএনপি প্রায় সমার্থক, তবে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। জিডিপি একটি এলাকা নিয়ে চিন্তা করে যেখানে পণ্য বা সেবা উৎপাদিত হয়। অন্যদিকে জিএনপি (বা জিএনআই, স্থুল জাতীয় আয়) একটি অঞ্চলের উদ্ভূত আয় নিয়ে চিন্তা করে।

অপরদিকে পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্যও উন্নয়নের প্রয়োজন: স্থিতিশীল রাজনৈতিক কাঠামো ও পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদের টেঁকসই ও সংবেদনশীল ব্যবহার–এসবই তার অঙ্গ। ‘‘গুড গভরন্যান্স’’ বা সুশাসন[52] এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণকে সংশ্লিষ্ট করা ছাড়া টুরিজম লব্ধ অর্থে সাধারণভাবে সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়।

**‘বিশ্বের প্রত্যেক পঞ্চম চাকুরি স্থান পর্যটন শিল্পের উপর নির্ভরশীল’- বাস্তব ও নীতিমালা-** কিন্তু বাস্তবে যা ঘটে থাকে, তা অনেক ক্ষেত্রেই ঠিক তার উল্টো। ইয়ট প্রমোদ তরীর নোঙর ফেলার বন্দর তৈরির জন্য জেলেদের মাছ-ধরা নৌকা নির্বাসিত হয়। পশুপক্ষির জন্য অভয়ারণ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জমি অধিগ্রহণের সময় স্থানীয় জনগণকে বিতাড়ন কিংবা পুনর্বাসিত করা হয়। এছাড়া বিমান বন্দর কিংবা হোটেল নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ কিংবা বেদখল-জবর দখল তো আছেই। পর্যটনের উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে এসব ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছেন আন্টিয়েমন্স হাউজেন। বিষয়টি ডাব্লিউটিও-র কাছেও গুরুত্বপূর্ণ। ১৫৫টি দেশ আজ বিশ্ব পর্যটন সংগঠনের সদস্য। ১৯৯৯ সালেই ডাব্লিউটিও একটি টুরিজম সংক্রান্ত কোড অফ এথিক্স বা নীতিমালা গ্রহণ করে। কিন্তু সেই দশ-দফা নীতিমালা কোনো কালেই বিশেষ কার্যকরি হতে পারেনি। তার মূল কারণ: নীতিমালা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ, কিংবা লঙ্ঘন সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের অথবা বিচারক রার কোনো সুযোগ সংগঠনের নেই (সৈয়দ তাসফিন চৌধুরী, ২০১২)।

[52] ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশে বিশ্বব্যাংকের ব্যর্থতার ফলে ১৯৮৯ সালে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক সুশাসনের ধারণাটি উদ্ভব হয়।এটি বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপশন নামে পরিচিত। 'সুশাসন' একটি অংশগ্রহণমূলক শাসন ব্যবস্থা।তাই আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 'সুশাসন' শব্দটি ব্যাপকভাবে আলচিত হয়।আধুনিক বিশ্বে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৯৫ সালে ADB এবং ১৯৯৮ সালে IDA সুশাসনের উপর প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সকল জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়ে সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধনই এর প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

আফ্রিকার[53] সুবিখ্যাত ভিক্টোরিয়া[54] জলপ্রপাতের কাছে বসেছে ডাব্লিউটিও-র এ বছরের বাৎসরিক সম্মেলন।তবে, সম্মেলনে এতটা কণ্টকিত একটি সমস্যার কোনো চটজলদি সমাধানের আশা কম।

## ২.৩ সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

### ২.৩.১ পর্যটন শিল্প ও বর্তমান পরিস্থিতি (Tourism Industry and Its Current Situation)

প্রাকৃতিকভাবে অপার সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ কক্সবাজারে[55] পর্যটন শিল্প বিকাশের বিশাল সুযোগ রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত স্বাধীনতার ৪৩ বছরেও তা আমরা কাজে লাগাতে পারিনি। এক কথায় বললে, পর্যটন শিল্প বিকাশের সম্ভাবনার মধ্যে আমরা হিমালয় সমান সমস্যা নিয়ে বসে আছি। এর প্রধান কারণ, জাতীয় পর্যায়ে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের ভালো কোনো প্রতিনিধিত্ব না থাকা। ফলে, কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতও এই অঞ্চলের পর্যটনের বিশাল সম্ভাবনার কথা জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরতে পারিনি। রাজনৈতিক নেতারা যদি তাঁদের স্বস্ব অবস্থান থেকে নিজেদের দলীয় ফোরামে পর্যটনের বিষয়টি তুলে ধরতে পারতেন এবং এর গুরুত্ব বোঝাতে সক্ষম

[53] আফ্রিকা আয়তন ও জনসংখ্যা উভয় বিচারে বিশ্বের ২য় বৃহত্তম মহাদেশ (এশিয়ার পরেই)। পার্শ্ববর্তী দ্বীপগুলোকে গণনায় ধরে মহাদেশটির আয়তন ৩০,২২১,৫৩২ বর্গ কিলোমিটার (১১,৬৬৮,৫৯৮ বর্গমাইল) । এটি বিশ্বের মোট ভূপৃষ্ঠতলের ৬% ও মোট স্থলপৃষ্ঠের ২০.৪% জুড়ে অবস্থিত। এ মহাদেশের ৬১টি রাষ্ট্র কিংবা সমমানের প্রশাসনিক অঞ্চলে ১০০ কোটিরও বেশি মানুষ, অর্থাৎ বিশ্বের জনসংখ্যার ১৪% বসবাস করে। নাইজেরিয়া আফ্রিকার সর্বাধিক জনবহুল দেশ। আফ্রিকার প্রায় মাঝখান দিয়ে নিরক্ষরেখা চলে গেছে। এর বেশির ভাগ অংশই ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত।

[54] ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত মধ্য-দক্ষিণ আফ্রিকার জলপ্রপাত। জিম্বাবুয়ে উত্তর-পশ্চিমাংশে ও জাম্বিয়ার দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত যৌথ নদী জাম্বেজি থেকে এ জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়েছে। এটি উচ্চতায় ১০৮.৩ মিটার এবং প্রস্থে ১,৭০৩ মিটার। প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩৩,০০০ ঘনফুট (৯৩৫ ঘনমিটার) জল পতিত হয়। তবে নিম্ন নদী প্রবাহকালীন সময়ে পূর্বদিকের অংশ প্রায়শঃই শুষ্ক থাকে। নায়াগ্রা জলপ্রপাতের সাথে তুলনা করলে ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত প্রায় দ্বিগুণ প্রশস্ত ও দ্বিগুণ গভীর। ইউনেস্কো ১৯৮৯ সালে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে জলপ্রপাতটিকে উভয় নামেই তালিকাভূক্ত করেছে।

[55] কক্সবাজার বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি পর্যটন শহর। এটি চট্টগ্রাম বিভাগের কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত। কক্সবাজার তার নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত। এখানে রয়েছে বিশ্বের দীর্ঘতম অবিচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক বালুময় সমুদ্র সৈকত যা কক্সবাজার শহর থেকে বদরমোকাম পর্যন্ত একটানা ১৫৫ কিলোমিটার (৯৬ মাইল) পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে রয়েছে বাংলাদেশের বৃহত্তম সামুদ্রিক মৎস্য বন্দর এবং সাবমেরিন ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশান।

হতেন, তাহলে পর্যটনের এই সম্ভাবনা কাজে লাগানো যেত। এছাড়া এ পর্যন্ত সরকারগুলোও এদিকে তেমন নজর দেয়নি। কক্সবাজারে পর্যটন শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হলে সর্ব প্রথম একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয়ভাবে পর্যটনকে বিকশিত করতে হবে। তবে সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী প্রশাসনের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা তথা আমলাদের মধ্যে পর্যটন শিল্প নিয়ে দূরদর্শিতার অভাব রয়েছে বলে মনে করি।

আমাদের সবার বোঝার অদূর দর্শিতা আছে। পর্যটন নিয়ে আমাদের মধ্যে ভুল ধারণা রয়েছে। পর্যটন বলতে আমরা সাধারণ মানুষ বুঝি, পাঁচ তারকা হোটেল[56], রেস্তোরাঁ, বার-ড্যান্স ক্লাব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু পর্যটন একটি বিশাল বিষয়। পর্যটকদের কাছে ওই অঞ্চলের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিষয়গুলো তুলে ধরতে হবে। ক্সবাজারের বিশাল অঞ্চল নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিতে হবে। এই অঞ্চলের পর্যটন বিকাশে ও পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে এর বিকল্প নেই। নাহলে পর্যটকেরা এখানে আসবেন না[57]।

‘ও পৃথিবী এবার এসে বাংলাদেশ নাও চিনে, ও পৃথিবী তোমায় জানাই স্বাগত এই দিনে’- এই গানের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশে ক্রিকেট বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্ববাসীকে স্বাগত জানানো হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য যেমন ছিল বাংলাদেশের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে পৃথিবীবাসীর নিকট তুলে ধরা তেমনি পৃথিবীর পর্যটক ও দর্শণার্থীদের কাছে এই দেশ ভ্রমণের আহবান জানানো। পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ[58] এবং রয়েল বেঙ্গল টাইগারের এ দেশে প্রায় পাঁচশ

[56] নিয়ম অনুযায়ী কোনো হোটেলকে পাঁচ তারকা রেটিং পাবার জন্য ৩৪ টি বিভিন্ন উচ্চ মানের মানদণ্ড পূরণ করতে হবে। পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত ‘হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট বিভাগ’ এই রেটিং প্রদান এবং নিরীক্ষণের কাজটি করে থাকেন।

[57] নজিবুল ইসলাম, (২০১৪), নিষিদ্ধ হচ্ছে সেন্টমার্টিনে পর্যটকদের রাত্রিযাপন, pp. 9 Retrived from http://dainikcoxsbazar.com/articles/view/533/santmathin-tourist-forbidden

[58] বদ্বীপ একটি প্রাকৃতিক ভূমি, যা নদীর মোহনায় দীর্ঘদিনের জমাট পলি অথবা নদীবাহিত মাটির সৃষ্ট দ্বীপ। একটি নদী বয়ে গিয়ে যখন কোন জলাধার, হ্রদ, সাগর কিংবা মহাসাগরে পরে তখন নদীমুখে বদ্বীপ তৈরী হয়। এটাই বদ্বীপ।

ছোট বড় প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক পর্যটন স্থান রয়েছে। অপার নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শন সমৃদ্ধ বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প বিকাশের রয়েছে এক অফুরন্ত সম্ভাবনা। আর পর্যটন শিল্পের বিকাশ মাত্রই আমাদের দেশ সম্পর্কে বহির্বিশ্বের লোকেরা যেমন জানতে সক্ষম হবে তেমনি আমাদের দেশের অর্থনীতিতেও এই শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পর্যটন যে আমাদের অর্থনীতির একটি বিশাল খাত হতে পারে এ ধারনার বিকাশ ঘটে মূলত পঞ্চাশের দশকে। এরপর ১৯৯৯ সালে পর্যটনকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার পর্যটন কর্পোরেশনের মাধ্যমে এ শিল্পকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছেন। বাংলাদেশের প্রকৃতিক সৌন্দর্য্যে যুগে যুগে বহু পরিব্রাজক[59] এবং ভ্রমণকারী মুগ্ধ হয়েছেন। নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমৃদ্ধ ইতিহাস, বৈচিত্রপূর্ণ সংস্কৃতি আমাদের দেশকে পরিণত করেছে একটি বহুমাত্রিক আকর্ষণ সমৃদ্ধ অনন্য পর্যটন গন্তব্যে, যা বাংলাদেশকে গড়ে তুলেছে পর্যটকদের জন্য তীর্থস্থান হিসেবে। কিন্তু অবহেলা ও অযত্ন পড়ে থাকা এ অঞ্চলের পর্যটন শিল্প এখনও ইতিহাস গড়তে পারেনি। আমাদের দেশে বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার রয়েছে, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন রয়েছে, রয়েছে কুয়াকাটা[60] সমুদ্র সৈকত যেখান থেকে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দুটোই দেখা যায়। শৈবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন[61], রামূর বৌদ্ধ মন্দির[62], হিমছড়ির ঝর্ণা[63], ইনানী সমুদ্র সৈকত[64], বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক[65], হাতিয়ার

[59] অনবরত পর্যটনকারী

[60] কুয়াকাটা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি সমুদ্র সৈকত ও পর্যটনকেন্দ্র। পর্যটকদের কাছে কুয়াকাটা "সাগর কন্যা" হিসেবে পরিচিত। ১৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সৈকত বিশিষ্ট কুয়াকাটা বাংলাদেশের অন্যতম নৈসর্গিক সমুদ্র সৈকত। এটি বাংলাদেশের একমাত্র সৈকত যেখান থেকে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দুটোই দেখা যায়।

[61] সেন্ট মার্টিন দ্বীপ বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত একটি প্রবাল দ্বীপ। এটি কক্সবাজার জেলার টেকনাফ হতে প্রায় ৯ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং মায়ানমার-এর উপকূল হতে ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে নাফ নদীর মোহনায় অবস্থিত। প্রচুর নারিকেল পাওয়া যায় বলে স্থানীয়ভাবে একে নারিকেল জিঞ্জিরাও বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের সমুদ্রপ্রেমিদের কাছে এটি ব্যাপক পরিচিত একটি নাম।

[62] ঐতিহ্যবাহী বৌদ্ধ পুরাকীর্তি রামুতে রয়েছে অসংখ্য প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন। যার মধ্যে বৌদ্ধ মন্দির, বিহার ও চৈত্য-জাদি উল্লেখযোগ্য। রামুতে প্রায় ৩৫টি বৌদ্ধ মন্দির বা ক্যাং ও জাদি রয়েছে।

নিঝুম দ্বীপ[66], টাঙ্গুয়ার হাওর[67], টেকনাফ সহজেই পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের[68] সবুজ পাহাড়ি অঞ্চল দেখে কেউ কেউ আত্মভোলা হয়ে যায়। আবার আমাদের দেশে অনেক ঐতিহাসিক এবং প্রত্মতাত্ত্বিক স্থানও রয়েছে। বগুড়ার মহাস্থানগড়, নওগাঁর পাহাড়পুর, দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দির, ঢাকার লালবাগ কেল্লা, আহসান মঞ্জিল, বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ, খান জাহান আলীর মাজার, রাজশাহীর বরেন্দ্র জাদুঘর, কুষ্টিয়ার লালন শাহের মাজার, রবীন্দ্রনাথের পুঠিবাড়ি শুধু দেশীয় নয় বরং বিদেশী পর্যটক ও দর্শণার্থীদের নিকটও সমান জনপ্রিয় এবং সমাদৃত। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী পর্যটকের সংখ্যা প্রায় ৯০ কোটি, ধরা হচ্ছে ২০২০ সাল নাগাদ এ সংখ্যা দাঁড়াবে ১৬০ কোটি। পর্যটন বিশেষজ্ঞদের মতে এই বিপুল সংখ্যক পর্যটকের প্রায় ৭৩ শতাংশ ভ্রমণ করবেন

---

[63] জেলা সদর হতে ৯ কিঃমিঃ দূরে হিমছড়ি অবস্থিত। পাহাড়, সমুদ্র ও ঝর্ণা সমন্বিত হিমছড়ি অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি এক পর্যটন স্পট। পর্যটন মৌসুমে এখানে পর্যটকদের আনাগোণা বেশি পরীলক্ষিত হয়। এখানে কয়েকটি প্রাকৃতিক ঝর্ণা (প্রসবণ) রয়েছে। কক্সবাজার জেলায় পিকনিক করতে আসলে হিমছড়ি ঝর্ণা পর্যটকদের একবার দেখা চায়।

[64] ইনানী সমুদ্র সৈকত বঙ্গোপসাগরের একটি উপকূলভূমি যা বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে একটি পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়। কক্সবাজার জেলার পর্যটন সেক্টরে ইমাজিং টাইগার হচ্ছে ইনানী। বাংলাদেশের কক্সবাজার শহর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত ইনানী প্রবালগঠিত সমুদ্র সৈকত।

[65] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক বা সংক্ষেপে বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক বাংলাদেশের গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলাধীন মাওনা ইউনিয়নের বড় রাথুরা মৌজা ও সদর উপজেলার পীরুজালী ইউনিয়নের পীরুজালী মৌজার খন্ড খন্ড শাল বনের ৪৯০৯.০ একর বন ভূমি ছোট বড় বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণির জন্য নিরাপদ আবাসস্থল হিসাবে পরিচিত। এর মধ্যে ৩৮১০.০ একর এলাকাকে সাফারী পার্কের মাস্টার প্ল্যানের আওতাভূক্ত করা হয়েছে।

[66] নিঝুম দ্বীপ বাংলাদেশের একটি ছোট্ট দ্বীপ । এটি নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলা এর অর্ন্তগত । ২০০১ সালের ৮ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার পুরো দ্বীপটিকে জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করে । নিঝুম দ্বীপের পূর্ব নাম ছিলো চর-ওসমান।

[67] টাঙ্গুয়ার হাওর বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেটের সুনামগঞ্জ জেলায় অবস্থিত একটি হাওর। প্রায় ১০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এ হাওর বাংলাদেশর দ্বিতীয় বৃহত্তম মিঠা পানির জলাভূমি। স্থানীয় লোকজনের কাছে হাওরটি নয়কুড়ি কান্দার ছয়কুড়ি বিল নামেও পরিচিত।

[68] পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের একটি এলাকা, যা তিনটি জেলা, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, ও বান্দরবান নিয়ে গঠিত।

এশিয়ার দেশগুলোতে। এছাড়াও বিশ্ব পর্যটন সংস্থার তথ্যমতে, ২০১৮ সালের মধ্যে এ শিল্প হতে ২৯ কোটি ৭০ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হবে, যা বিশ্ব অর্থনীতিতে অবদান রাখবে ১০.৫ ভাগ। বাংলাদেশ যদি এ বিশাল বাজার ধরতে পারে তাহলে পর্যটনের হাত ধরেই বদলে যেতে পারে বাংলাদেশের অর্থনীতি[৬৯]।

কক্সবাজরের পর্যটনশিল্পকে বিকাশ করতে হলে এখানকার বাসিন্দাদের তিনটি জিনিস চিন্তা করতে হবে। এগুলো হচ্ছে অতীতে কক্সবাজার কী অবস্থায় ছিল, বর্তমানে আমরা একে কী অবস্থায় রেখেছি আর ভবিষ্যতে কী অবস্থায় রাখব। এক সময় কক্সবাজারের পাহাড়গুলো বন সম্পদে ভরপুর ছিল। সৈকতের পাশাপাশি এসব পাহাড় মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। কিন্তু, কালের পরিক্রমায় বর্তমান সময়ে এসে আমরা দেখছি, সমুদ্র সৈকত ইট-সিমেন্ট আর বাজারের জঞ্জাল। পাহাড় গুলোতে বৃক্ষরাজি চোখেই পড়ে না। কক্সবাজারে এক সময় সব ছিল। গৌরবের কোনো কিছুই এখন নেই। শুধু দেখার মত আছে শুধু এই সৈকত। আর কিছুই প্রায় নেই। এখন এসব কীভাবে ফিরিয়ে আনা যায় কিনা তা চিন্তা করতে হবে। আমরা বিভিন্ন সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করি। কিন্তু, এসব সমস্যা সমাধান বা উত্তরণের পথ আর খুঁজে পাইনা। কক্সবাজারকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে হলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিতে হবে। কক্সবাজার এখন বাস অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এই শহরকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। এবং শহর বর্ধিত করতে হবে। পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য উপশহর গড়ে তুলতে হবে যেটি হবে পরিকল্পিত[৭০]।

একবিংশ শতাব্দীর দ্রুত বিকাশমান একটি শিল্প পর্যটন। প্রাকৃতিক সম্পদের লীলাভূমি বাংলাদেশ পর্যটন শিল্পের এক অপার সম্ভাবনাময় দেশ। দ্রুত প্রসারণশীল এই শিল্প বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে যেমন অভাবনীয় সুফল বয়ে এনেছে, আবার এর নেতিবাচক প্রভাবও নেহাত কম

[69] মিফতাউল ইসলাম, (২০১৩), দর্শনীয় স্থান ও পর্যটন ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২৬-৪৮
[70] মোহাম্মদ তারেক, (২০১৪), বাংলাদেশ ভ্রমণ-দর্শণীয় স্থান, পৃষ্ঠা ৬২-৮৪

নয়। বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর নেতিবাচক পরিবর্তন তো আছেই, সাথে সাথে এদেশের পর্যটন শিল্প উন্নয়নে অব্যবস্থাপনা, অদক্ষতা, অসচেতনতা, অবিবেচনা প্রসূত কর্মকাণ্ডের কারণে প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য অধিক মাত্রায় হুমকির মুখে হয়ে পড়ছে। প্রকৃতি নির্ভর বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকা, সমাজ-সংস্কৃতি ও পর্যটন বহুলাংশে আবর্তিত হচ্ছে জীব বৈচিত্র্যকে কেন্দ্র করে। এ অবস্থায় নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে উপজীব্য করে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য বান্ধব পর্যটন গন্তব্য হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ে তুলে অর্থনৈতিক সুফল বয়ে আনতে পর্যটনশিল্পের টেকসই উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। টেকসই পর্যটন উন্নয়নের মূলত তিনটি পন্থা রয়েছে। প্রথমত, জীব, প্রজাতি ও ইকো সিস্টেমের প্রতিটি ক্ষেত্রে জীববৈচিত্র্যের কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত, জীববৈচিত্র্যকে পুঁজি করে পর্যটনশিল্পের মাধ্যমে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করা। এবং তৃতীয়ত, সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে অংশগ্রহণ ও দায়িত্ববোধমূলক পরিবেশ বান্ধব পর্যটন সেবা সৃষ্টি করা, যা আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বর্তমানে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য পর্যটন স্থানগুলো দূষণের শিকার। দেশে প্রয়োজনীয় পর্যটন বর্জ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠেনি। দেশের অন্যতম প্রধান পর্যটন আকর্ষণ কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন, টেকনাফ, কুয়াকাটা, সুন্দরবনের সমুদ্র সৈকত সবচেয়ে বেশি দূষণের শিকার। সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থা না থাকায় জাহাজ ভ্রমণকালে পর্যটকেরা তাদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সমুদ্রে ফেলে পরিবেশ দূষণ করছে। প্রবালের ফাঁকে এসব দ্রব্যাদি জমে এক ধরনের নোংরা পরিবেশ সৃষ্টি করছে। কোরালের ওপর বালুর আস্তর জমে যাচ্ছে। অনেকে কোরাল কেটে নিয়ে যাচ্ছে। এতে স্থানীয় জীব বৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ছে। একই অবস্থা রাঙ্গামাটির সুভলং ঝরনা এবং বান্দরবানের শৈলপ্রপাত এবং বগালেকে বিদ্যমান। অপরূপ বৈশিষ্ট্যের একমাত্র জলার বন রাতারগুলকে নিঃশেষ করার কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে। বাংলাদেশের অনন্য প্রাকৃতিক সম্পদ

Dhaka University Institutional Repository

সুন্দরবনও রক্ষা পায়নি অবকাঠামো বিশেজ্ঞদের হাত হতে। সুন্দরবনের রামপালে[71] কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের আয়োজন চলছে পুরোদমে। টেকসই পর্যটন উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শর্ত হলো সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে দারিদ্র্য দূরীকরণ। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে সেটি সব সময় সম্ভবপর হয় না, বরং সম্পদ কিছু শ্রেণীর মানুষের হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। পর্যটন স্থাপনার অর্জিত অর্থের সুফল স্থানীয় জনগোষ্ঠী ভোগ করতে পারে না। কারণ অভিজাত হোটেল-মোটেল গড়ে ওঠায় প্রচুর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হলেও এসব অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত স্থানীয় জনগণ যোগ্যতার অভাবে সম্পৃক্ত হতে পারছে না। অনেক সময় কর্মসংস্থানের সুযোগ পেলেও সিদ্ধান্ত নেয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে সুযোগ দেয়া হয় না, যা টেকসই উন্নয়নের জন্য খুব প্রয়োজন। এসব জনগণকে শিক্ষিত তথা প্রশিক্ষিত করে তারকা হোটেলে কাজ করার জন্য যোগ্য করে তোলা ব্যয় সাপেক্ষ হয়ে যায়। কেবল একটি বা দু'টি শহরভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে সম্ভব নয়। বিশ্বায়নের সাথে সাথে পর্যটনশিল্প বিকাশের কারণে বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাবে নিজস্ব কৃষ্টি ম্রিয়মাণ হতে চলেছে। পর্যটক ও স্থানীয় জনগণের সামাজিক অবস্থানের পার্থক্যের কারণে স্থানীয় জনগণকে পর্যটকদের সাথে বিরূপ আচরণ করতে দেখা যায়। একইভাবে পর্যটকেরা আদিবাসী তথা স্থানীয় ঐতিহ্য দেখে অবজ্ঞা করে। পর্যটকদের সংস্পর্শে এসে স্থানীয় জীবনে পরিবর্তনের হাওয়া লাগে। সাথে সাথে হারিয়ে যায় হাজার বছরের মূল্যবান সাংস্কৃতিক উপদানগুলো (ফাতেমা রিপা, ২০১৩)।

[71] রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলার রামপালে অবস্থিত একটি প্রস্তাবিত কয়লাভিত্তক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। রামপালে ভারতের ন্যাশনাল থারমাল পাওয়ার কোম্পানির সঙ্গে যৌথভাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংস্থা বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রকল্প হাতে নিয়েছে। বিদ্যুৎ প্রকল্পটি নির্মিত হবে সুন্দরবনের থেকে ১৪ কিলোমিটার উত্তরে। সুন্দরবন থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে পশুর নদীর তীর ঘেঁষে এই প্রকল্পে ১৮৩৪ একর জমির সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০১০ সালে জমি অধিগ্রহণ করে বালু ভরাটের মাধ্যমে নির্মানের কাজ শুরু করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা দেখেছি কুষ্টিয়ার[72] ছেঁউরিয়াতে লালনের মাজার চত্বর এবং শিলাইদহের রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়িতে উন্নয়নের নামে ইমারত কমপ্লেক্স তৈরি করে সরকার তার রাজস্ব ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে, কিন্তু হারিয়ে যেতে বসেছে নিজস্ব কৃষ্টি। তবুও আমরা আশায় বুক বাঁধতে ভালোবাসি। সরকার পর্যটনশিল্পের টেকসই উন্নয়ন সুনিশ্চিত করে পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্যবান্ধব পর্যটন গন্তব্য হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে 'বিশেষ পর্যটন অঞ্চল আইন-২০১০' প্রণয়ন করেছে। এছাড়া পর্যটন স্থাপনাগুলো ধূমপানমুক্ত করার ঘোষণা এবং 'পর্যটন সচেতনামূলক কার্যক্রম-২০১৩' শুরু করেছে। পর্যটনশিল্পকে উৎসাহিত করতে সরকার ইতোমধ্যে সোলার প্যানেল ও বায়ো টারবাইনের ওপর কর প্রত্যাহার করে নিয়েছে এবং এ খাতে বিনিয়োগকারীদের জন্য আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দেয়ারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশের পর্যটনশিল্প বিকাশে মানসম্মত হোটেল স্থাপনে যন্ত্রপাতি আমদানিতে শুল্ক রেয়াতের সুবিধা দিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে পর্যটন উন্নয়নের সামগ্রিক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমাদের একমাত্র চাওয়া সব নীতিমালা যেন কেবল কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ না থাকে। সব কার্যক্রম যেন বুলি আওড়ানোতেই শেষ না হয়ে যায়[73]।

প্রকৃতি আমাদের অঢেল সম্পদ দিয়েছে। কিন্তু, মানুষের অত্যাচার তা নষ্ট করে দিচ্ছে। এখন আমরা এক বিশাল সমস্যার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। শীতকালে প্রায় দুই লাখ পর্যটক আসে। মৌসুমের অন্যান্য সময়েও পর্যটকেরা আসতে থাকে। কক্সবাজারে ৩৩২টি হোটেল-মোটেল রয়েছে। এতে কর্মরত আছেন এক হাজার ২০০ কর্মকর্তা-কর্মচারী, যার মধ্যে কক্সবাজারের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে কর্মকর্তা পদে আছেন মাত্র ২১ জন আর কর্মচারী পদে ৫৬৭ জন। আমরা একটি পরিসংখ্যানে দেখেছি, নাজিরেরটেক থেকে টেকনাফের বদম মোকাম পর্যন্ত প্রায় তিন লাখ ২০ হাজার মশারির জাল দিয়ে চিংড়ির পোনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। চিংড়ির পোনা সংগ্রহের সময় ১০০টি পোনার জন্য

[72] কুষ্টিয়া জেলা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা বিভাগের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল।

[73] আ.স.ম. উবাইদ উল্লাহ, (২০০২), ভূতাত্ত্বিক জরিপ, পৃষ্ঠা ২৬-৪৮

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য মাছের ১১ কেজি পোনা নষ্ট করা হয়। আরেকটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, কক্সবাজারের পৌর এলাকায় প্রতিদিন শহরে দিনে ৩০ টন বর্জ্য উৎপাদন হয়। এসব বর্জ্য ফেলার জন্য ডাস্টবিন নেই। নালা কিংবা সমুদ্রে ফেলা হচ্ছে এসব বর্জ্য। এভাবে চলতে থাকলে ১০-১৫ বছরের মধ্যে ময়লার গন্ধে থাকা যাবে না। সমুদ্র ভরে যাচ্ছে ময়লা-বর্জ্যে। আমরা নিজ হাতে কক্সবাজারের পর্যটনের সম্ভাবনা নষ্ট করছি। কক্সবাজারের পর্যটকদের শুধু সূর্যাস্ত দেখা ছাড়া আর তেমন কোনো সুবিধা নেই। কক্সবাজারে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পর্যটনের স্থানগুলো পর্যটকদের কাছে তুলে ধরার কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছেনা। এজন্য পর্যটন করপোরেশনকে দায়িত্ব নিতে হবে[৭৪]।

পর্যটন একটি বিশাল ধারণা। আমাদের দেশটি নদ-নদী ও সমুদ্র সৈকত এবং পাহাড়ে ঘেরা। সব মিলিয়ে পুরো দেশটিই পর্যটনের জন্য উপযুক্ত। তাই শুধু কক্সবাজার নয়, পুরো বাংলাদেশকে পর্যটন বান্ধব করার প্রয়াস নিতে হবে। এজন্য পর্যটন মন্ত্রণালয়কে ঢেলে সাজানো দরকার। এ মন্ত্রণালয়ের মূল পদে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যাঁরা ওখানে অবসর কাটান। এ খাতে সমস্যা যেমন আছে, তেমিন সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, গোড়াতেই যদি ভূত থাকে তাহলে সমস্যা কাটানো যাবে না। এজন্য সম্ভাবনাময় মানুষদের মূল দায়িত্ব দিতে হবে। বাংলাদেশের পর্যটনের স্থানগুলো সারা বিশ্বে পরিচিত করতে তেমন কোনো উদ্যোগ নেই। এটি করতে হলে কূটনৈতিক[৭৫] পর্যায়েও প্রচারণা চালাতে হবে। প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকল্পও গ্রহণ করা যেতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কূটনৈতিকেরা থাকলেও তাঁরা দেশের পর্যটনশিল্প বিপণনে কোনো পদক্ষেপ নেন নি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সরকারের পক্ষ থেকে পর্যটকদের ঘোরার জন্য বাসের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এখানে এই ব্যবস্থা নেই। দেশের এসব স্থান পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় করতে হলে সারা দেশে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে। আর

[75] কূটনীতি (ইংরেজি: Diplomacy) হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিদ্যার একটি শাখা যেখানে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান গুলোর মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি বা আলোচনা সর্ম্পকিত কলা কৌশল অধ্যয়ন করা হয়। সাধারন অর্থে কূটনীকত হচ্ছে কোন রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত সরকারি কার্যক্রম।

Dhaka University Institutional Repository

কক্সবাজারকে ঢেলে সাজাতে হলে যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও উন্নয়ন প্রয়োজন। কক্সবাজারে পর্যটকদের যাতায়াত সুবিধার্থে মহাসড়ক টিচার লেনে উন্নীত করতে হবে। চট্টগ্রাম থেকে টেকনাফ পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণের কথা বলা হয়েছে। রেল লাইনের ভিত্তিপ্রস্তর করা হলেও তহবিল জটিলতায় কাজ হচ্ছে না। ঢাকা থেকে দোহাজারী পর্যন্ত রেল লাইন হলে পর্যটকেরা সহজেই কক্সবাজারে আসতে পারবেন। কক্সবাজারে আসা-যাওয়ার জন্য তাঁদের আর চট্টগ্রামে নামতে হবে না। আমাদের বাণিজ্য এখন দক্ষিণমুখী। কক্সবাজারের উন্নয়ন হলে দেশের শুধু পর্যটনের উন্নয়ন হবে না, বাণিজ্যেরও উন্নতি হবে। কেননা এখানে গভীর সমুদ্রবন্দর ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে[76]।

সরকার ২০১০ সালে যে পর্যটন নীতিমালা করেছে, সেখানে বহুমাত্রিক পর্যটনের কথা বলা হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বহুমাত্রিক পর্যটনশিল্পের সম্ভাবনা রয়েছে শুধু কক্সবাজারে। বহুমাত্রিক পর্যটনে সাংস্কৃতিক, ইকো, স্পোর্টস, কমিউনিটি ও ভিলেজ টুরিজম থাকবে। এর আওতায় দেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরতে হবে। তাহলেই বহুমাত্রিক পর্যটনের ধারণা সফল হবে। এই ধারণার ভিত্তিতে কক্সবাজারের পর্যটনশিল্প বিকশিত করতে হলে সামাজিক, রাজনৈতিক ও আমলাদের কমিটমেন্ট থাকতে হবে। আন্তরিকতা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব হবে না। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাদের সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে উন্নতি করছে। তাই আমাদের উপজেলা-ইউনিয়ন-গ্রাম ভিত্তিক পর্যটনের ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে যত বেশি পর্যটক থাকবে, তত বেশি আয় হবে। এজন্য উদ্যোগ আমাদের নিতে হবে। কক্সবাজারে অপরিকল্পিত নগরায়ণ করে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। এখন প্রায় শেষ পর্যায়। তারপরও কিছু সময় আছে। এখন তা কাজে লাগাতে হবে। বিদেশিরা এখানে আসতে চান। তাঁরা আমাদের পরিবেশ ও সংস্কৃতি উপভোগ করতে চান। কক্সবাজারের প্রতিটি ঘরকে পর্যটন স্থান হিসেবে গড়ে তোলা যায়। সেখানে আমাদের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্য তুলে ধরার ব্যবস্থা করব। বাঁকখালী নদীতে

[76] সৈয়দ তাসফিন চৌধুরী, (২০১৩, মে ২৫), **অস্থিরতা বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে,** খবর দক্ষিণ এশিয়া, http://www.bdsomoy24.com/archives/1211

Dhaka University Institutional Repository

নদীভিত্তিক পর্যটন কেন্দ্র চালু করা যায়। এভাবে, পর্যটনশিল্পকে বিকশিত করা হলে পোশাকশিল্প থেকে বেশি আয় হবে[77]।

## ২.৩.২ পর্যটনশিল্পে বাংলাদেশের অবস্থান (Position of Bangladesh in Tourism)

পর্যটন শিল্পে বাংলাদেশের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। বর্তমানে বাংলাদেশকে সারা বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল কয়েকটি পর্যটন মার্কেটের একটি হিসেবে ভাবা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের পর্যটন শিল্প বিকাশের যথেষ্ঠ সম্ভাবনা থকলেও পাশ্ববর্তী দেশগুলোর তুলনায় আমরা ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছি। আমাদের পাশবর্তী অনেক দেশ যেখানে এই শিল্পের ওপর নির্ভর করে অর্থনীতি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে আমরা স্থবির হয়ে আছি। সিঙ্গাপুরের জাতীয় আয়ের ৭৫ শতাংশ, তাইওয়ানের ৬৫ শতাংশ, হংকং এর ৫৫ শতাংশ, ফিলিপাইনের ৫০ শতাংশ, থাইল্যান্ডের ৩০ শতাংশ আসে পর্যটন খাত থেকে। মালদ্বীপের অর্থনীতির বেশির ভাগই আসে পর্যটন খাত থেকে। এছাড়া মালয়েশিয়ার বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ৭ শতাংশই আসে পর্যটন খাত থেকে। অথচ ওয়ার্ল্ড ট্রেড এ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন এর তথ্যমতে, ২০০৯ সালে বাংলাদেশের জিডিপিতে পর্যটন খাতের অবদান ছিল মাত্র ৩.৯ ভাগ। ২০২০ সাল নাগাদ এর পরিমাণ বেড়ে ৪.১ ভাগ হবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। আবার বাংলাদেশ বর্তমানে এই খাত থেকে যেখানে প্রায় ৭৬.১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বার্ষিক আয় করে সেখানে সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশগুলোর পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দেখা যায়, ভারতে পর্যটন খাত থেকে আয়ের পরিমাণ ১০,৭২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, মালদ্বীপে ৬০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, শ্রীলংকায় ৩৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, পাকিস্তানে ২৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, এবং নেপালে এর পরিমাণ ১৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (Amin Sakib Din, 2006)।

[77] কাজল আব্দুল্লাহ, (২০১০), প্রসঙ্গঃ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ভাবমূর্তি, পৃষ্ঠা ১৫-২৮

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং সার্কভুক্ত[78] অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা থাকলেও কেন অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে? এর পেছনে কয়েকটি কারণ থাকতে পারে।

- আমাদের দেশের পর্যটন শিল্প প্রচারের অভাবে বহির্বিশ্বে তেমন প্রসার লাভ করতে পারেনি। বিশ্ববাসীর নিকট আমরা কক্সবাজার, সুন্দরবনের সৌন্দর্য সম্পর্কে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছি। সম্প্রতি ভারতে সেলিব্রেটি তারকাদের মাধ্যমে পর্যটনের প্রচারণা চালু হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে এমন কোন ব্যবস্থা নেই।
- বিদেশি পর্যটকদের যথাযথ নিরাপত্তার অভাবে আমরা এদেশে পর্যটকদের আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হচ্ছি। আমাদের দেশে প্রায়ই পর্যটকদের চুরি, ছিনতাইজনিত সমস্যায় পড়তে হয়। আবার দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে অনেকেই এখন বাংলাদেশে ভ্রমণে অনীহা জ্ঞাপন করছেন।
- অবকাঠামোগত দিক থেকে আমরা এখনও অনেক পিছিয়ে রয়েছি। পর্যটন স্থানগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে উন্নতমানের হোটেল, মোটেল এবং রেস্টুরেন্টের অভাব রয়েছে। আকর্ষণীয় পর্যটন স্থানগুলোতে যাওয়ার জন্য অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পর্যাপ্ত রাস্তাঘাট না থাকায় পর্যটকরা নিরুৎসাহিত বোধ করে থাকেন।

[78] দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সংক্ষেপে সার্ক) দক্ষিণ এশিয়ার একটি সরকারি সংস্থা। এর সদস্য দেশগুলো বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, মালদ্বীপ, ভুটান এবং আফগানিস্তান। গণচীন ও জাপানকে সার্কের পর্যবেক্ষক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। সার্ক ১৯৮৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যখন বাংলাদেশ,ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ ও শ্রীলংকা নেতারা দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক,অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও সহযোগিতা করার লক্ষ্যে এক রাজকীয় সনদপত্রে আবদ্ধ হন । এটি অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং উন্নয়নের যৌথ আত্মনির্ভরশীলতা জোর নিবেদিত । সার্কের প্রতিষ্টাতা সদস্য সমূহ হল বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, মালদ্বীপ, ভুটান এবং ২০০৭ সালে আফগানিস্তান সার্কেরসদস্য পদ লাভ করে ।

Dhaka University Institutional Repository

- আমাদের পর্যটন স্থানগুলো অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন। কর্তৃপক্ষের তদারকি এবং ব্যবস্থাপনার অভাবে পর্যটন স্থানগুলোর আকর্ষণ ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে পর্যটকদের কাছে।
- আমাদের দেশে পর্যাপ্ত পর্যটক গাইডের অভাব রয়েছে। আর যেসব পর্যটক গাইড আছেন তাদের বেশিরভাগই অদক্ষ, অপ্রশিক্ষিত এবং ইংরেজি ভাষায় দুর্বল।
- বাংলাদেশের ভিসা প্রক্রিয়া উন্নত দেশগুলোর তুলনায় অনেক জটিল। যা পর্যটকদেরকে এদেশে আসার পূর্বেই সমস্যায় ফেলে দেয়।
- পর্যটকদের জন্য উপযুক্ত বিনোদন ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। অথচ ইন্ডিয়া, নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপে পর্যটকদের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় বিনোদন ব্যবস্থা।
- এ শিল্পে এখনো তেমন বিদেশি বিনিয়োগ হয়নি। দেশীয় বেসরকারি বিনিয়োগ ও সরকারি উদ্যোগও উল্লেখ করার মত নয়। এসব কারণে বাংলাদেশ এ শিল্পে অভাবনীয় উন্নয়ন সাধন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের জন্য অত্যন্ত অনুকূল। তাই এ শিল্প খাতটিতে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন যাতে পর্যটন কেন্দ্রগুলোর আধুনিকায়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং পর্যাপ্ত বিনোদন ব্যবস্থা চালু করা যায়।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ২৩ লাখ ৭৩ হাজার মানুষ এ শিল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়োজিত যা দেশের মোট কর্মসংস্থানের ৩.১ ভাগ। দেশের পর্যটন স্থানগুলোকে যদি সঠিকভাবে এ শিল্পের আওতায় আনা যায় তাহলে কর্মসংস্থান আরো বৃদ্ধি পাবে। বিদেশি পর্যটকদের আনাগোনা বেড়ে গেলে বৈদেশিক মুদ্রার উপর্জনও বেড়ে যাবে। আবার বিশ্বে বাংলাদেশের সৌন্দর্য, নৈসর্গিকতার ইতিহাস ছড়িয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিশ্বে উজ্জ্বল হবে (রাজীব পাল, ২০১৭)।

## ২.৩.৩ জাতীয় অর্থনীতিতে পর্যটনশিল্পের অবদান (Contribution of Tourism to National Economy)

বিশ্ব অর্থনীতির অংশ হিসেবে বাংলাদেশেও পর্যটনশিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য মতে, ১৯৯৯ সালে পর্যটন খাত থেকে বাংলাদেশের আয় হয়েছিল ২৪৫ কোটি ১৯ লাখ টাকা এবং ২০০৮ সালে এই আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬১২ কোটি ৪৫ লাখ ২০ হাজার টাকা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশে যুগে যুগে অনেক পরিব্রাজক ও ভ্রমণকারী এসেছেন। বিস্তীর্ণ পাহাড়-পর্বত, ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন, বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত, নদ-নদী, প্রাচীন, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন এদেশের পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ। তাই, এদেশে পর্যটনশিল্পের রয়েছে অপরিসীম সম্ভাবনা। কার্যকরী কৌশল প্রণয়ন ও তার সফল বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে পর্যটনশিল্পের এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব[79]।

একবিংশ শতাব্দীর দ্রুত বিকাশমান একটি শিল্প পর্যটন। পর্যটন শিল্প তার বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে অনেক দেশের শীর্ষ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদের লীলাভূমি পর্যটনশিল্পের এক অপার সম্ভাবনাময়ী দেশ। এদেশে ছড়িয়ে আছে অপরিমেয় সৌন্দর্য। দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশ প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহ্যিক সব সম্পদেই সমৃদ্ধ। এ কারণে যুগ যুগ ধরে বিদেশি পর্যটকদের কাছে চির সবুজ ঘেরা বাংলাদেশ এক স্বপ্নের দেশ হিসেবে বিবেচিত। পর্যটকদের আকৃষ্ট করার মতো এদেশে রয়েছে প্রাচীন সভ্যতার নির্দশন এবং নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু। দেশি-বিদেশি পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক স্থান সমূহের মধ্যে রয়েছে, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন এবং রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাস ভূমি সুন্দরবন, বাগেরহাটের ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদ, বগুড়ার মহাস্থানগড়, নওগাঁর পাহাড়পুর, বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, পার্বত্য চট্টগ্রামের

[79] মোশারফ হোসেন ও তোফায়েল দেওয়ান, (২০০৪), ময়নামতি ও লালমাই, পৃষ্ঠা ২-১৮

রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবনসহ অনেক স্থান। প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন দেশের জ্ঞানী-গুণী পর্যটক এদেশে এসেছেন এবং এদেশের রূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন। প্রতিবছর সৌন্দর্য পীপাসু পর্যটকের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু, অপরিমেয় সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অন্য দেশের মতো এদেশে পর্যটনশিল্প পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারেনি। অথচ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে, বেকার সমস্যা সমাধানে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে পর্যটনশিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বর্তমানে বিশ্বের এক বৃহত্তম শিল্প পর্যটন এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে এর অবদান অপরিসীম। রাশেদ খান মেনন বলেন, পর্যটন আমাদের উন্নয়নের অংশ। দেশে যথাযথ পর্যটন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারলে তৈরি পোশাক খাতের চেয়েও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা পর্যটন খাত থেকে অর্জন করা সম্ভব। পিছিয়ে থাকা সম্ভাবনাময় পর্যটন খাতের বিকাশে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিহার্য। তিনি আরো বলেন, ‘ধর্মপ্রচারে এ অঞ্চলে গৌতমবুদ্ধ[৪০] এসেছিলেন এটা সত্য। এ বিষয়টি সহ দেশের গৌরবময় ও ঐতিহাসিক বুদ্ধিস্ট হেরিটেজ সাইটগুলোর রক্ষণা-বেক্ষণ এবং দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের লিভিং হেরিটেজগুলো বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা সম্ভব হলে আন্তর্জাতিক বুড্ডিস্ট সার্কিটের মহাসড়কের সঙ্গে বাংলাদেশ যুক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এটি দেশের পর্যটন বিকাশে মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর বলেন, ‘হাজার বছর ধরে অনেক ধর্মের সহাবস্থানের দেশ আমাদের এ বাংলাদেশ। দেশের পর্যটন বিকাশের জন্য বেসরকারি ট্যুরিস্ট অপারেটদের এগিয়ে আসার পাশাপাশি বিদ্যমান অবকাঠামোর উন্নয়ন অপরিহার্য। তিনি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে পর্যটন খাত এগিয়ে নেয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ সময় পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে

[৪০] গৌতম বুদ্ধ ছিলেন একজন শ্রমণ (তপস্বী) ও জ্ঞানী, যাঁর শিক্ষার ভিত্তিতে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তিত হয়। তিনি সিদ্ধার্থ গৌতম, শাক্যমুনি বুদ্ধ বা ‘বুদ্ধ’ উপাধি অনুযায়ী শুধুমাত্র বুদ্ধ নামেও পরিচিত। অনুমান করা হয়, তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ থেকে ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোনও এক সময়ে প্রাচীন ভারতের পূর্বাঞ্চলে জীবিত ছিলেন এবং শিক্ষাদান করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গণমাধ্যমসহ সব স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একটি 'টাস্কফোর্স' গঠনের সুপারিশ করেন তিনি।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে পর্যটনশিল্পের অবদান প্রতি বছর বাড়ছে। পর্যটন শিল্পে ২০১২ সালে অর্জন ছিল আশাব্যঞ্জক। এ সময় সারা বিশ্বে ১ দশমিক ০৩৫ বিলিয়ন পর্যটন ভ্রমণ করেছে। এ খাতে আয়ের পরিমাণ ছিল ১ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। পর্যটন খাত সারা বিশ্বের জিডিপিতে ২০০৩ থেকে এ পর্যন্ত স্থিতিশীলভাবে শতকরা ৭ ভাগ হারে অবদান রাখছে। ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম কাউন্সিলের হিসাব অনুযায়ী, ২০১২ সাল পর্যন্ত সারা বিশ্বে এ শিল্পের সঙ্গে জড়িত ছিল ২৬০ মিলিয়ন জনবল। অর্থাৎ পৃথিবীর প্রতি ১১ জন কর্মজীবীর মধ্যে একজন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পর্যটন শিল্পের সঙ্গে জড়িত। একজন পর্যটক কমপক্ষে তিন জন মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। পৃথিবীর প্রায় ৩৪টি দেশের শতকরা ৮৫ ভাগ বৈদেশিক আয়ের প্রধান খাত হচ্ছে পর্যটন (মোহাম্মদ রাজ্জাক, মানিক, ফেব্রুয়ারি ২০১৫)।

২০১২ সালের সার্কভুক্ত দেশসহ এশিয়ার কয়েকটি দেশে পর্যটনশিল্পে পর্যটক আগমনের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েছে। এর মধ্যে ভারত ৬ হাজার ৬৪৯, শ্রীলঙ্কা ১ হাজার ৬, মালদ্বীপ ৯৫৮, নেপাল ৫৯৮, পাকিস্তান ৮৫৫, মালয়েশিয়া ২৫ হাজার ৩৩, দক্ষিণ কোরিয়া ১১ হাজার১ ৪০, থাইল্যান্ড ২২ হাজার ৩৫৪ ও বাংলাদেশ ৫৮৮। তবে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আয় করেছে থাইল্যান্ড, যার পরিমাণ ৩০ দশমিক ০৯ বিলিয়ন ডলার। এর পরেই রয়েছে মালয়েশিয়া, যার পরিমাণ ২০ দশমিক ২৫ বিলিয়ন ডলার। পর্যায়ক্রমে রয়েছে ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ। তবে সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ।

ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল ও ট্যুরিজম কাউন্সিলের তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশের জিডিপিতে ২০১৩ সালে পর্যটনের প্রত্যক্ষ অবদান ছিল ২২২ দশমিক ৬০ বিলিয়ন টাকা, যা জিডিপির ২ দশমিক ১ শতাংশ। ২০১৪

সালে এ খাতের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭ দশমিক ৭ শতাংশ। ২০১৪ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর এ খাতের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬ দশমিক ১ শতাংশ। এ প্রবৃদ্ধির ফলে ২০২৪ সালে জিডিপিতে পর্যটনের প্রত্যক্ষ অবদান দাঁড়াবে ২ দশমিক ২ শতাংশ[৪১]।

পর্যটন দ্রুত বিকাশমান শিল্প। বিশ্বের কয়েকটি দেশ একমাত্র পর্যটনকে অবলম্বন করেই সমৃদ্ধির শিখরে আরোহন করছে। বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে পণ্যের বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন সাধন করাই হলো পর্যটন শিল্পের মূল বিষয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনা আরো উজ্জ্বল। ভিজিট বাংলাদেশ স্লোগানে শুরু হলো পর্যটন বর্ষ ২০১৬। স্বাগত জানাচ্ছে বাংলাদেশ ও বিশ্বের ভ্রমণ পিপাসুদের। পৃথিবীর অনেক দেশের অর্থনীতির নাড়ির স্পন্দনের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়েছে পর্যটনকে কেন্দ্র করে। মালয়েশিয়ায় পর্যটন খাতের বার্ষিক অবদান প্রায় দুই হাজার কোটি ডলার। থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুর ও তাদের পর্যটন শিল্পকে আকর্ষণীয়ভাবে সাজিয়েছে। নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের একটি প্রধান শিল্প হিসেবে পর্যটন দ্রুত বিকশিত হয়েছে। নেপালের মোট জাতীয় আয়ের ৪০ শতাংশ আসে পর্যটন শিল্প থেকে। ভারতে আছে প্রচুর ঐতিহাসিক ও দর্শনীয়স্থান। বাংলাদেশেও এ শিল্পের সম্ভাবনা অফুরন্ত। পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনাকে বাংলাদেশও কাজে লাগাতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আমাদের দেশে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঠিক মতো ও পরিকল্পিতভাবে করতে পারলে সুইজারল্যান্ড, পাতায়া, ব্যাংককের মতো ট্যুরিজম এখানেও গড়ে উঠতে পারে।

### ২.৩.৪ কর্মসংস্থানের সহায়ক হিসেবে পর্যটনশিল্প (Tourism Industry as the Subsidiary of Employment)

[81] http://parjatan.portal.gov.bd/

পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের সাথে দেশে চাকরি প্রসারের বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকবে। একটা পর্যটন অঞ্চল গঠন ও উন্নয়নের ফলে সেখানে পর্যটক ও দর্শক সমাগমের মাধ্যমে অর্থ প্রবাহ সৃষ্টি হয়। উল্লেখিত অঞ্চলে যেখানে অতীতে কোন শিল্প গড়ে উঠার সম্ভাবনা ছিল না, সেখানে পর্যটন সমাগমে পর্যটকদের থাকা, খাওয়া যাতায়াত ও বিনোদনের সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। বিশেষ করে এসব কম শিল্পায়িত অঞ্চলে পর্যটক সমাগমের কারণে হোটেল, মোটেল, পরিবহন ও অন্যান্য বিনোদনমূলক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং এ ধরনের শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য প্রসার লাভের সাথে সাথে পর্যাপ্ত চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মত ইতিবাচক প্রভাব অনস্বীকার্য। অবসর বিনোদন, আরাম আয়েশ ও উপভোগের উদ্দেশ্য ছাড়াও আধুনিক কালে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যেও ব্যাপক পর্যটন সংঘটিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন দেশের উৎপাদিত পণ্যের আন্তর্জাতিক বিপণন, সরবরাহ ও চাহিদা মিটানোর জন্য ব্যবসায়ীমহলের জন্য পর্যটন একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপায়[৪২]।

২০১৩ সালে পর্যটন খাতে ১ দশমিক ৩ মিলিয়ন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা দেশের মোট কর্মসংস্থানের ১ দশমিক ৮ শতাংশ। ২০১৮ সালে এ খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও ৪ শতাংশ বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০১৪ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে ২ দশমিক ৭ শতাংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। সে হিসাবে ২০২৪ সালে মোট কর্মসংস্থানের মধ্যে পর্যটন খাতের অবদান দাঁড়াবে ১ দশমিক ৯ শতাংশ[৪৩]।

পর্যটন একটি বহুমাত্রিক ও শ্রম ঘন শিল্প। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পর্যটন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। এ শিল্প ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিশীলতা সৃষ্টি করে। এর ফলে একদিকে যেমন দারিদ্র্য বিমোচন হয়। অন্যদিকে নিজস্ব সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে সমুন্নত রাখতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

[82] এ বি এম হোসেন, (২০০৭), স্থাপত্য, পৃষ্ঠা ৪৮-৬৫
[83] http://parjatan.portal.gov.bd/

Dhaka University Institutional Repository

পর্যটন শিল্পের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন সেক্টর যেমন পরিবহন, হোটেল, মোটেল, রেস্তোরাঁ, রিসোর্ট, এয়ারলাইন্স ও অন্যান্য যোগাযোগের মাধ্যম থেকে পৃথিবীর অনেক দেশ প্রতি বছর প্রচুর রাজস্ব আয় করে, যা অন্য যেকোনো বড় শিল্প থেকে পাওয়া আয়ের চেয়ে বেশি।

## ২.৩.৫ পর্যটনশিল্প ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন (Foreign Currency Earned from Tourism Industry)

শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের এই আন্তর্জাতিক ভ্রমণ অন্যান্য পর্যটকদের ভ্রমণের পরিপূরক এবং বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রকৃষ্ট সহায়ক। এছাড়া, বিভিন্ন দেশের পারস্পারিক প্রতিনিধিদের বিভিন্ন সভা, সম্মেলন, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি অংশগ্রহণও পর্যটনের আওতাভুক্ত। এ ধরনের অংশগ্রহণের কারণেও দেশে পর্যটন থেকে প্রভূত অর্থ উপার্জন হয়ে থাকে। পর্যটন থেকে এসব উপার্জন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনেক সুযোগ সৃষ্টি করে। বর্তমান বিশ্বের অনেক দেশ, যেমন সুইজারল্যান্ড, গ্রীস, ফ্রান্স, ইটালী, স্পেন, হাওয়াই, কানাডা, সাইপ্রাস, মিশর, শ্রীলংকা, কেনিয়া, মরোক্কো,ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, থাইল্যান্ড, মেক্সিকো, তিউনিসিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালদ্বীপ, সিংগাপুর, ফিলিপাইনস, হংকং, নিউজিল্যান্ড, ফিজি, অষ্ট্রেলিয়া, তাসমানিয়া, পেনিনসুলা ও এলিসস্প্রিং পর্যটন থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধান করছে। বাংলাদেশ সরকার পর্যটন উন্নয়নের অবশ্য এক মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করেছে। এই মাস্টারপ্ল্যান যত শীঘ্র সম্পূর্ণরূপে বাস্তবে রূপায়িতয়, ততই মঙ্গল। পর্যায়ক্রমে দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সাথে কিছু কিছু অত্যাবশ্যকীয় স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও বাঞ্ছনীয়। বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মত উপরোক্ত প্রয়াস

Dhaka University Institutional Repository

বিবেচনায় যথাযোগ্যভাবে বাংলাদেশে পর্যটন বিকাশের মাধ্যমেও পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভবপর, যা এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান ও ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে[৮৪]।

ট্যুরিস্ট অথরিটি[৮৫]র তথ্য মতে, ১৯৫০ সালে বিশ্বে পর্যটকের সংখ্যা ছিলো মাত্র ২ কোটি ৫০ লাখ। প্রতিবছর এ খাতে বিশ্বে প্রায় ৬৩০ বিলিয়ন ডলার ব্যবসা হয়। সমীক্ষা থেকে জানা যায়, পর্যটন শিল্প একক শিল্প  খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে বিশ্বের মোট জিডিপিতে অবদান রাখছে শতকরা ৯ ভাগ। বিশ্বের মোট চাকরি বা কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান রাখছে শতকরা ৮ ভাগ। বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবদান রাখছে শতকরা ৬ ভাগ যার পরিমাণ ১ দশমিক ২ ট্রিলিয়ন ডলার। তথ্যে উপাত্তে দেখা গেছে, বিশ্বে প্রায় সাড়ে সাত কোটি মানুষ পর্যটন শিল্পের সাথে জড়িত। পরোক্ষ ভাবে এই খাতে প্রায় ৮০ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। জানা গেছে, ভ্রমণ পিপাসু পর্যটকেরা প্রতি বছর থাকা, খাওয়া, ভ্রমণ, দর্শন এবং কেনাকাটা বাবদ খরচ করেন প্রায় ৫০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। আরো জানা গেছে, বিশ্বের প্রায় ৮৩ ভাগ দেশের সবচেয়ে জাতীয় আয় আহরণকারী প্রথম পাঁচটি খাতের মধ্যে পর্যটন একটি বিশেষ খাত। বিশ্বের প্রতি ১১ জন কর্মজীবীর মধ্যে ১ জন সরাসরি পর্যটন শিল্পের সাথে জড়িত[৮৬]।

### ২.৩.৬ পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ (Barriers to the Development of Tourism Industry)

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আইনি কাঠামো, অবকাঠামোগত সুবিধা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সমন্বিত পরিকল্পনা, পর্যটন বিষয়ক গবেষণা, পর্যটন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, নিরাপত্তা, সৃজনশীলতার প্রয়োগ, ভিসা সংক্রান্ত জটিলতা, পর্যটন এলাকা

[84] কাজল আব্দুল্লাহ, (২০১০), প্রসংঃ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ভাবমূর্তি, পৃষ্ঠা ৪৪-৫৬
[85] http://parjatan.portal.gov.bd/
[86] ইফফাত আরা, (১৯৯৯), জানার আছে অনেক কিছু, পৃষ্ঠা ৬-৮

Dhaka University Institutional Repository

চিহ্নিত করা, পর্যটন পণ্য বিপণনে পেশাদারিত্ব, বিদেশে বাংলাদেশী পর্যটন বিপণন অফিসের অনুপস্থিতি ইত্যাদি। সম্ভাবনার আধার বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প বহুমুখী সমস্যার আবর্তে আজ সঙ্কটাপন্ন। সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে যোগাযোগ ও অবকাঠামোগত সমস্যা, বেসরকারি উদ্যোগের অপর্যাপ্ততা, সরকারি উদ্যোগের বাস্তবায়ন সমস্যা, নিরাপত্তার অভাব, প্রচারের অভাব, সাবলীল উপস্থাপনার অভাব এবং দেশের অস্থিতিশীলতা। পর্যটন শিল্পের প্রচার এবং প্রসারের জন্য সরকারি-বেসরকারি উভযের উদ্যোগের অভাব রয়েছে। পর্যটন শিল্পকে  পরিচিত ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য সরকারি ও বেসরকারি উভয়ের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। রাস্তা ঘাটের উন্নয়নের প্রতি সরকারের নজর দিতে হবে এবং পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে[৪৭]।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন শিল্পে যখন রুগ্নতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তখনই বিশ্বব্যাপী দ্রুত সম্প্রসারণশীল বহুমাত্রিক শিল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে পর্যটন শিল্পের। পর্যটন শিল্প বিশ্বব্যাপী সর্ববৃহত শিল্প হিসেবে স্বীকৃত। পর্যটন শিল্পের সর্ববৃহত্ আয়োজন হচ্ছে ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস পালিত হয়েছে। বিশ্ব পর্যটন সংস্থার (ইউএনটিডব্লিউও) উদ্যোগে বিশ্ব ব্যাপী পর্যটন শিল্পের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং পর্যটনকে সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে চিহ্নিত করে টেকসই উন্নয়নের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার লক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টির নিমিত্তে প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী পর্যটন দিবস পালিত হয়। বিশ্ব পর্যটন সংস্থার উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবারো বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১৫ স্বমহিমায় উদযাপন করা হয় বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১৫ এর প্রতিপাদ্য বিষয়: ‘One Billion Tourists, One Billion Opportunities’ অর্থাৎ ‘শত কোটি পর্যটক, শত কোটি সম্ভাবনা’[৪৪]।

[87] প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর,(২০০৮), প্রত্নচর্চা ২, পৃষ্ঠা ২-৫

[88] প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর,(২০০৮), প্রত্নচর্চা ৩, পৃষ্ঠা ৩২-৩৯

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা ব্যাপক এ কথা সচেতন মানুষ মাত্রই জানা। কিন্তু নানা সমস্যার কারণে আমাদের পর্যটন শিল্প বিকশিত হতে পারছে না। অভিযোগ আছে, আমাদের পর্যটন শিল্প নিয়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের তেমন কোনো মাথা ব্যথা নেই। ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে মানবকণ্ঠে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে প্রকাশ, সুন্দরবন কেন্দ্রিক পর্যটন শিল্প বিকশিত হচ্ছে না। রাজনৈতিক কারণসহ বন দস্যু চক্রের উপদ্রব, অনুন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা আর বন বিভাগের উদাসীনতার কারণে ব্যাপক সম্ভাবনা  থাকলেও সুন্দরবন কেন্দ্রিক পর্যটন শিল্প বিকশিত না হওয়ার অন্যতম কারণ। তাছাড়া খুলনায় পর্যটন কর্পোরেশনের নিজস্ব অফিস ও তথ্য কেন্দ্র না থাকায় সুন্দরবন বিমুখ হচ্ছেন বিদেশি পর্যটকরা। যারা আসছেন তারাও পদে পদে পড়ছেন ভোগান্তিতে। বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ এই সুন্দরবনকে ঘিরে আমাদের পর্যটন শিল্পের ব্যাপক বিকাশ ইতোমধ্যে কথা বার্তা বিস্তর হলেও মূলত কাজের কাজ হচ্ছেনা কিছুই। পর্যটনের জন্য যাতায়াত সুবিধা, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয় অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে আমাদের প্রতিকূলতা প্রতিবন্ধকতার বিষয়গুলো যেহেতু চিহ্নিত সেহেতু এসবের নিরসন দুরূহ নয় বলেই মনে করি। আমাদের দেশে এমন নানা স্থান রয়েছে যেগুলোকে কেন্দ্র করে পর্যটন শিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটানো দুরূহ কোনো বিষয়ই নয়। নিকট অতীতে‘ লোনলি প্ল্যানেট’ নামের এ সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান তাদের গবেষণা প্রতিবেদনে জানিয়েছিল বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণের জন্য বিশ্বের অন্যতম সেরা দেশ হতে পারে বাংলাদেশ। জানা গেছে, এমন প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করেই প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক পর্যটক তাদের গন্তব্যে নির্ধারণ করেন[৪৭]।

### ২.৩.৭ বাংলাদেশের পর্যটনশিল্প: সমস্যাসমূহ (Tourism in Bangladesh: Obstacles)

০১. বাংলাদেশের সরকারের খুব বেশি বাজেট এ খাতে নেই।

[89] আ কা মো যাকারিয়া, (২০১৬), বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ, পৃষ্ঠা ১২-২৮

Dhaka University Institutional Repository

০২.আমাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বাইরে পর্যটন করার মতো কোনো স্থাপনা নেই। বাংলাদেশ সংসদ ভবন সাধারণের জন্য নিষিদ্ধ।

০৩. দুর্নীতির কারণে অল্প কিছু উদ্যোগ হলেও তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হয় না।

০৪. আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারনে সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না।

০৫. সরকারের অদক্ষতার কারণে দেশকে সঠিকভাবে তুলে ধরা হয় না।

০৬. দেশে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির কারণে পর্যটকরা এদেশকে নিরাপদ মনে করে না।

০৭. যাতায়াত ব্যবস্থার কারণে ভ্রমণ আনন্দেও পরিবর্তে বিষাদে পরিণত হয়।

০৮. ক্রমাগত সড়ক দুর্ঘটনার কারণে দেশীয় পর্যটকরা পর্যাপ্ত উৎসাহ হারিয়ে পেলেন।

০৯. পর্যটন এলাকাগুলোতে জনসাধারণের নিরাপত্তার ব্যাপক অভাব রয়েছে।

১০, ট্যুর অপারেটরগুলো সেবা পরিবর্তে অর্থে কামাই বড়ো করে দেখে। এক্ষেত্রে পেশাদারিত্বেও অভাব রয়েছে।

১১. দেশে ইংরেজী জানা লোকের অভাবের কারণে বিদেশীরা স্বাচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে না।

১২. রাস্তায় নামলে হাইজাক ও ছিনতাইকারীর ভয়ে পর্যটকরা তটস্থ থাকেন।

১৩. আমাদেও দেশের টিভি চ্যানেল বা সিনেমা বিদেশে চলে না বলে আমাদেও সৌন্দর্য বিশ্ব মিডিয়াতে খুব একটা আসে না।

১৪.ভালো মানের হোটেল ও সেবা দুটোই এখানে দুষ্প্রাপ্য। শহরকেন্দ্রক কিছু সেবা থাকলেই পর্যটন এলাকা গুলোতে এসব সেবা দুষ্প্রাপ্য।

১৫.অনেক দেশ থেকে বাংলাদেশের ভিসা পাওয়াও কঠিন। পৃথিবীর বেশীর ভাগ দেশেই বাংলাদেশের সরাসরি ভিসা ও কনসূলেট অফিস নেই।

১৭.বাংলাদেশের নাগরিকদেও বিরুপ আচরণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেশ সেম্পর্কে ভুল মেসেজ দেয়। বিশেষ করে ছাত্রলীগের অস্ত্র হাতে যে সব ছবি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এগুলো ভয়ানক। এছাড়া রয়েছে বিরোধী দলের ঘন ঘন হরতাল ও অন্যান্য রাজনৈতিক অস্থিরতা।

Dhaka University Institutional Repository

১৬.জাল ডলার সহ নানা রকম প্রতারণা। মার্কেটে  পন্য কিনতে গেলেও জনে ও মানে নানা ঘাটতি। বিদেশী নাগরিকদের বিরক্ত করে তোলে।

১৭. রাস্তায় বিক্ষুকদের উৎপাত ও কখনো কখনো বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

১৮. বাংলাদেশে হোটেল ও যানবাহন বুকিং এবং মূল্য পরিশোধ এগুলো নিঝঞ্জাটময়।

১৯.নানা রকম সামাজিক অপরাধ খুন ধর্ষণ এসবের কারণেও দেশের নেতিবাচক ভাবমূর্তি পর্যটদনশিল্প বিকাশের পথে অন্তরায়।

২০. এয়ারপোর্টে নানা রকম হয়রানী ও টুরিস্টদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

২১. বিদেশে বাংলাদেশী দূতাবাস সমূহ এ ব্যাপারেও শুধু উদাসীন ইনয় বরং অসহযোগিতামূলক আচরণ করে।
২২. পৃথিবীর আকর্ষণীয় সৈকতের পানি পরিষ্কার হলেও আমাদেও কক্সবাজারের অধিকাংশ এলাকার পানি ঘোলাটে।

### ২.৩.৮ পর্যটনশিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায় (Way to the Solutions of Tourism Industry)

কক্সবাজারে নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেখলেই বোঝা যায়, প্রকৃতি তার উদার হস্তে ঢেলে সাজিয়েছে এই অঞ্চলকে। শুধু বাংলাদেশ নয়, পুরো বিশ্বে সৌন্দর্যের মুকুট ধারণ করতে পারে। আমরা থাইল্যান্ডের পাতায়া সমুদ্র সৈকতে দেখি, সেখানে সব সময় পর্যটকদের ভিড়। এটি সম্ভব হয়েছে সেখানে জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে। পর্যটকদের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। পুরো এলাকায় পর্যটক বান্ধব পরিবেশ তৈরি হয়ে আছে। আর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার মাধ্যমে এই কার্যক্রম পরিচালনা করায় তা সম্ভব হয়েছে। এই সৈকত নেটিং দিয়ে ঘেরাও করা রাখা হয়েছে। যাতে স্নান করতে গিয়ে কেউ প্রাণ না হারায়।

আমাদের কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে স্নান করতে গিয়ে প্রতি বছর মূল্যবান প্রাণ ঝরে যাচ্ছে। সৈকতে স্নান করার জন্য তেমন কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই। আমরা বলছিনা, ১২০ কিলোমিটার সৈকতকে নেটিংয়ের আওতায় আনতে হবে। যেখানে পর্যটকদের বিচরণ বেশি, সেখানেই নেটিংয়ের ব্যবস্থা করা হোক। যাতে আর কোনো প্রাণ না ঝরে। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের ঝুঁকিপূর্ণ বাঁকগুলো দুর্ঘটনামুক্ত করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। কক্সবাজার শহরের যানজট নিরসনে প্রধান সড়কটি প্রশস্ত করতে হবে। পর্যটকদের বিনোদনের জন্য সরকারি কিংবা বেসরকারি উদ্যোগে ওয়াটার ওয়ার্ল্ড তৈরি করা প্রয়োজন। এখানে সাগরতলের বৈচিত্র্যময় প্রাণিজগৎকে তুলে ধরা হবে। কক্সবাজারের সমুদ্রসৈকতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সেখানে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন করা যায়[90]।

বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা প্রতি বছরই কমছে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভালো থাকলে দেশি পর্যটকের সংখ্যা বাড়ে এটা ঠিক। এতে অবশ্য অর্থনৈতিক খুব একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়েনা। কেননা তখন দেশের টাকা দেশে থাকছে। অন্য দিকে নেপালে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে। কেননা সেখানে অ্যারাই ভাল ভিসা দেওয়া হচ্ছে। এখানে যদি এ ধরনের ভিসার ব্যবস্থা করা যায় এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হলে পর্যটকের সংখ্যা বাড়বে। পর্যটকদের জন্য কক্সবাজারে নৈশ বাজার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে। কক্সবাজারের সমুদ্রসৈকত ব্যবস্থাপনা কমিটিকে ক্ষমতাও কর্তৃত্ব দেওয়া হয়নি। ফলে তাদের পক্ষে বেশি কিছু করা সম্ভব হয় না। কমিটিকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার সুপারিশ করছি। আর হোটেল ব্যবসা করতে গেলে ৩০ টি লাইসেন্স নিতে হয়। এজন্য সময় লাগে তিন বছর। তাই এজন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করতে হবে[91]।

[90] শফিকুল আলম ও লাভলি ইয়াসমিন, (২০০৭), প্রত্নচর্চা, পৃষ্ঠা ৯১-৯৩

[91] সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, (২০০৭), প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, পৃষ্ঠা ২-৪

এস এম মুকুল পর্যটনশিল্পের উন্নয়নেও এর সমস্যা সমাধানে কিছু উদ্যোগ সম্পর্কে বলেছেন। তিনি বলেন, পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে প্রয়োজন-

- দেশের আনাচে কানাচে অরক্ষিত ঐতিহ্যমণ্ডিত দর্শনীয় স্থানগুলোকে সুরক্ষিত করার উদ্যোগ নিলে স্থানীয়ভাবে বহু লোকের নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।
- শুধু বিদেশি পর্যটকদের নির্ভরতায় না থেকে 'দেশকে চিনুন, দেশকে জানুন', 'ঘুরে দেখুন বাংলাদেশ- ভালোবাসুন বাংলাদেশ'- এ রকম দেশাত্মবোধক স্লোগানে দেশের মানুষকে দেশ দেখানোর লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালানো দরকার।
- মালয়েশিয়ার আদলে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছরে একবার শিক্ষাসফরের আয়োজন বাধ্যতামূলক করা দরকার। শিক্ষাসফর বাধ্যতামূলক করা হলে এ প্রজন্মের সন্তানরা দেশকে চিনবে, জানবে, ভালোবাসবে। পাশাপাশি আয় হবে হাজার টাকা।
- পর্যটন এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দরকার। ট্যুরিস্ট পুলিশ ব্যবস্থা কার্যকর করা দরকার।
- নৌ ভ্রমণ হতে পারে পর্যটনের আরেক পদক্ষেপ। নতুন প্রজন্ম দেশের নদীগুলোকে চিনবে এবং ইতিহাস জানবে।
- বর্ষায় এবং শুকনো মৌসুমে দুই বিপরীত রূপের হাওর দর্শন হতে পারে পর্যটনের নতুন আকর্ষণ।
- শহরে জন্ম ও শহরে বেড়ে ওঠা প্রজন্মকে গ্রামের সাথে পরিচিত করে তোলাটাও হতে পারে পর্যটনের নতুন ক্ষেত্র। কৃষি, কৃষক এবং গ্রামের মানুষের সরল জীবনদর্শন হতে পারে অভ্যন্তরীণ পর্যটনের উৎস।

- পর্যটন সমৃদ্ধ অঞ্চলের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, পর্যটকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা, পর্যটন এলাকায় পর্যটন পুলিশ স্টেশন স্থাপন, পর্যটকদের জন্য বিনোদন কেন্দ্র গড়ে তোলা এবং ওয়েব সাইটে প্রচারণা বা ক্যাম্পেইন জরুরি।

পর্যটন শিল্পের জন্য উচ্চপর্যায়ে একটি বোর্ড গঠন করার মাধ্যমে এ শিল্পে তদারকি বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজনীয়। এ জন্য সরকারকেই উদ্যোগ নিতে হবে। পর্যটন স্থানগুলোর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে জাতীয় পরিকল্পনায় পর্যটন শিল্পকে আগ্রাধিকার প্রদান, জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ রাখা, ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পর্যটন পুলিশ গড়ে তোলা, পরিকল্পিত প্রচারণা চালানো, দেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং পরিকল্পিত বিনিয়োগ প্রয়োজন। সুন্দরবন, কক্সবাজার, সেন্ট মার্টিন, কুয়াকাটা, ছেঁড়া দ্বীপ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকাসহ অন্যান্য সকল পর্যটন স্থানগুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো একান্ত আবশ্যক। কক্সবাজারকে স্বয়ংসম্পূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অবশ্যই সেখানে বিমান বন্দরটিকে আন্তর্জাতিক মানের করতে হবে। পর্যটন স্থানগুলোয় উন্নত মানের হোটেল, রেস্টুরেন্টের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি করা দরকার তেমনি উন্নত সেবাও নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তাছাড়া এ শিল্পে কর্মরত পর্যটক গাইড সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং দক্ষ ও পেশাদার জনবল তৈরি করাও প্রয়োজন। এ জন্য দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এ সংশ্লিষ্ট কোর্স চালুর মাধ্যমে তা করা যেতে পারে। পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ঘটাতে পারলে আমরা ব্যাপকভাবে লাভবান হতে পারি (মোঃ শফিকুল আলম, ২০০০)।

### ২.৩.৯ পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ (Steps Taken for the Development of Tourism Industry)

সরকার বিশ্বব্যাপী পর্যটন শিল্পের দ্রুত বিকাশ ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনুধাবন করে দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যা যুগোপযোগী পদক্ষেপ। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে পর্যটনশিল্প অন্যতম প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাতে পরিণত হবে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সরকার ২০১১ সাল পর্যন্ত সারা দেশে খুঁজে পাওয়া ২২'শ পর্যটনকেন্দ্রকে অত্যাধুনিক ও আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে তিন ধাপে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এসব কেন্দ্রের দেখাশোনা ও সংস্কারের দায়িত্ব পালন করবে পর্যটন মন্ত্রণালয় ও পর্যটন কর্পোরেশন। ২০২১ সাল নাগাদ পর্যটনকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়ার খসড়া প্রণয়ণ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসে পর্যটন উন্নয়নের জন্য কাউন্সিলরদের বিশেষ দায়িত্ব প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে যা পর্যটনের প্রচারে সহায়ক হবে। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা বিদ্যমান। এদেশে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব বজায় থাকলেও অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিদেশি দাতা সংস্থাগুলোর বেড়াজালে বন্দি আমাদের অর্থনীতি। এক্ষেত্রে পর্যটনশিল্প আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিরাট অবদান রাখতে পারে[92]।

পর্যটন উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য সরকার এরই মধ্যে স্বল্পমেয়াদি,দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বিমানবন্দর নির্মাণ ও উন্নয়ন,পর্যটনশিল্প বিকাশে অবকাঠামোগত উন্নয়ন,যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পর্যটনশিল্পের বহুমাত্রিকতা। মধ্য মেয়াদি কার্যক্রম হচ্ছে-২০১৪ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত। এর মধ্যে রয়েছে যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়ন,বিমানবন্দর উন্নয়ন ও সংস্কার। দীর্ঘমেয়াদিতে বিভিন্ন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর এ দীর্ঘমেয়াদির সময়কাল হবে ২০১৪ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত। জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থা কর্তৃক প্রতি বছর বিশ্ব পর্যটন দিবস পালন উপলক্ষে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ঠিক করা হয়,

[92] ফাতেমা রিপা, (২০১৩, আগস্ট ২৯), কক্সবাজারে পর্যটকদের উপচেপড়া ভিড়ঃ মিলন মেলায় মুখরিত সমুদ্র সৈকত, এবি নিউজ, পৃষ্ঠা ৭

যা পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণও সময়োপযোগী ভূমিকা পালন করে। বিশ্ব পর্যটন সংস্থার উদ্যোগে ১৯৮০ সাল থেকে বিশ্ব পর্যটন দিবস বিভিন্ন প্রতিপাদ্য বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে পালিত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য অনেক আগেই পর্যটন নীতিমালা করা হয়েছে। ওই নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে সুন্দরবন ও কক্সবাজারের জন্য নেয়া হবে মহাপরিকল্পনা। কিন্তু নীতিমালার আলোকে যে এ পর্যন্ত কাজের কাজ তেমন কিছুই হয়নি মানবকণ্ঠে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি এরই সাক্ষ্যবহ। ওই নীতিমালা হালনাগাদ করে পরে জাতীয় পর্যটন নীতিমালা করা হয়। নীতিমালা প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়ন এক কথা নয়। নীতিমালা মাফিক পরিকল্পনার যদি বাস্তবায়ন না করা যায় তাহলে কোনো রকম ইতিবাচক প্রত্যাশা করা দুরাশারই নামান্তর। তাই এসব ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া দরকার কালক্ষেপণ না করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তো আছেই এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশ ও পর্যটনশিল্পের মাধ্যমে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করেছে। নানা রকম অবহেলার পরও বাংলাদেশের দিকে পর্যটকদের বিশেষ দৃষ্টি রয়েছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বে আরো ব্যাপকভাবে পরিচিত নানারকম অর্জনের কারণে। কাজেই এখাতে যদি ব্যাপক ও দূরদর্শী কর্ম পরিকল্পনা নিয়ে এর যথাযথ বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে আমাদের আয়ের খাতটি অবশ্যই স্ফীত হবে বলে আমরা মনে করি। পর্যটকদের আকৃষ্ট করার যেসব সুযোগ আমাদের একেবারে হাতের নাগালে রয়েছে সেসব কাজে লাগানোর যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া জরুরি শেফিকুল আলম ও লাভলি ইয়াসমিন, ২০০৭)।

সংস্কৃতি মন্ত্রী বলেন,একটি সমন্বিত উদ্যোগ হিসেবে এ টাস্কফোর্স পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে বাধাগুলো চিহ্নিত এবং সমাধানের উপায় খুঁজে বের করবে। তিনি এ ব্যাপারে প্রাইভেট সেক্টরকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। পর্যটনশিল্প প্রসারে ও প্রচারে পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে বেশ কিছু

Dhaka University Institutional Repository

কৌশল নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন, পর্যটন স্থানের ছবি ও ঠিকানাগুলো প্রদর্শন, সব ল্যান্ডপোর্টে ভিসা অন অ্যারাইভাল সুবিধা প্রবর্তন করা, প্রণোদনা সুযোগ সৃষ্টি করা, নদ-নদীর পাড়ে আনন্দ আয়োজন করা ও নৌকা ভ্রমণ, অনলাইনে প্রচার বাড়ানো, বহুমুখী পর্যটন ব্যবস্থা চালু করা,সাংস্কৃতিক পর্যটন গড়ে তোলা ও জনসচেতনা বৃদ্ধি করা। এর পাশাপাশি বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা। দেশীয় বিমান পরিবহন সংস্থায় পর্যটনবান্ধব উদ্যোগ গ্রহণ করা। ওয়ানস্টপ পর্যটন সেন্টার নির্মাণ করা (সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, ২০০৭)।

জানা যায়,জাতিসংঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থার ১২তম সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৭ সালের অক্টোবরে তুরস্কের রাজধানী ইস্তানবুলে। ওই সভায় এমর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রতি বছর একটি দেশ বিশ্ব পর্যটন দিবস উদযাপনের জন্য আয়োজক দেশ হিসেবে নির্ধারিত হয়ে বিশ্ব পর্যটন দিবস পালনের জন্য সব কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছরের অর্থাৎ ২০১৫ সালের আয়োজক দেশ হলো আফ্রিকার বারকিনাফাসো। বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১৫ উদযাপন উপলক্ষে বারকিনাফাসো থেকে পর্যটন দিবস উদযাপনের ক্ষেত্রে সব কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে বিস্তর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বিশ্ব পর্যটন সংস্থার হিসাবে ২০১২ সালের ডিসেম্বরে বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক পর্যটকের সংখ্যা শত কোটি ছাড়িয়েছে। ২০১৪ সালে এ সংখ্যা ১ দশমিক ১৭ বিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে। বিশ্ব পর্যটন সংস্থার ওয়েব সাইটে প্রকাশিত তথ্য থেকে আরো জানা যায়, পর্যটনশিল্প একক শিল্পখাত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে বিশ্বের মোট জিডিপিতে অবদান রাখছে শতকরা ৯ ভাগ, বিশ্বের মোট চাকরি বা কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান রাখছে শতকরা ৮ ভাগ এবং বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবদান রাখছে শতকরা ৬ ভাগ; যার পরিমাণ ১ দশমিক ২ ট্রিলিয়ন ডলার; যা পৃথিবীব্যাপী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে এবং এই শত কোটি পর্যটকের ভ্রমণের বিষয়টি নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিক ভিত্তিকে আরো মজবুত করেছে এবং পর্যটনশিল্প জাতিতে জাতিতে সম্প্রীতির বন্ধনকে আরো জোরালো করে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে, যা পৃথিবীব্যাপী ভোরের ফুটন্ত আলোর মতো উজ্জ্বলভাবে বিকশিত হয়েছে বলে জাতিসংঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থার মহাসচিব তালেব রিফাইয়ের মন্তব্য থেকে জানা যায়[93]।

বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে পণ্যের বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন সাধন করাই হলো পর্যটনশিল্পের মূল বিষয়। পর্যটন দ্রুত বর্ধনশীল একটি শিল্পখাত, যা বিশ্বজুড়ে দ্রুত সম্প্রসারণশীল বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিগত বছরগুলোয় বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে পর্যটনশিল্পের আবির্ভাব ঘটেছে। নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে পর্যটনশিল্প। পর্যটনশিল্প সমৃদ্ধ উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালেই এ সত্য উপলব্ধি করা যায়। পর্যটনশিল্প সম্পর্কিত এক সমীক্ষা থেকে জানা যায়, বিশ্বের সব জনগোষ্ঠীর প্রতি ১১ জনের মধ্যে গড়ে এক জন বর্তমানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পর্যটন পেশার সঙ্গে জড়িত। সুতরাং এ থেকে বোঝা যায় বিশ্ব ব্যাপী পর্যটনশিল্পের গুরুত্ব কত বেশি। পর্যটনশিল্পে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ যেমন বেশি, তেমনি জিডিপিতে এর অবদানও আশানুরূপ। বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে দীর্ঘদিন ধরে অবদান রাখা তৌফিক রহমানের 'আলো আঁধারে বাংলাদেশের পর্যটন' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, পর্যটন হলো বিশ্বের সর্ববৃহৎ শিল্পখাত এবং সারা বিশ্বের মোট জিডিপিতে পর্যটনশিল্প এককভাবে প্রায় ১১ শতাংশ অবদান রাখছে, যা বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভূয়সী প্রশংসার দাবিদার[94]।

১৯৭০ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন বিশ্বপর্যট নসংস্থাতার প্রতিষ্ঠা দিবসে বিশ্ব পর্যটন দিবস হিসেবে দিনটি বিশ্বব্যাপী উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। পরবর্তীতে জাতিসংঘের সাধারণ

[93] সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, (২০০৭), প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, পৃষ্ঠা ৮

[94] শফিকুল আলম ও লাভলি ইয়াসমিন, (২০০৭), প্রত্নচর্চা, পৃষ্ঠা ১১০-১১১

অধিবেশনে ২৭ সেপ্টেম্বরকে বিশ্ব পর্যটন দিবস হিসেবে পালনের অনুমোদন দেয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮০ সাল থেকে বিশ্ব পর্যটন সংস্থার আহ্বানে সারা বিশ্বে প্রতি বছর বিশ্ব পর্যটন দিবস পালিত হয়ে আসছে। বিশ্ব পর্যটন সংস্থার সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশেও বিগত বছরগুলোর ন্যায় এ বছর দিবসটি আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে উদযাপিত হয়। বাংলাদেশে বিশ্ব পর্যটনদিবস পালনের মাধ্যমে এদেশের জনগণকে পর্যটন আকর্ষণ ও পর্যটনশিল্পের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এ শিল্পে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করাই ছিল এবারের বিশ্ব পর্যটন দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য। বিশ্বব্যাপী দ্রুত বর্ধনশীল অত্যন্ত সম্ভাবনাময় পর্যটনশিল্পকে কাজে লাগিয়ে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্ব পর্যটন দিবসের এ বছরের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় 'One Billion Tourists, One Billion Opportunities' অর্থাৎ 'শত কোটি পর্যটক, শত কোটি সম্ভাবনা' নির্ধারণ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়েছে[৯৫]।

পর্যটনশিল্পের উন্নয়নের কথা বিবেচনায় রেখে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের নভেম্বরে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক জারিকৃত অধ্যাদেশ নং-১৪৩ আদেশ বলে 'বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন' প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ১৯৭৩ সাল থেকে পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে নিরলস ভূমিকা পালন করে চলেছে। পর্যটনশিল্পের উন্নয়নের পাশাপাশি এ শিল্পে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার জন্য 'জাতীয় হোটেল ও পর্যটন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট' গড়ে ওঠে ১৯৭৪ সালে। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানটি পর্যটন খাতে দক্ষ জনসম্পদ তৈরির মাধ্যমে পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে যোগ হয়েছে আরো একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড নামে প্রতিষ্ঠানটি পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানগুলোয় অবকাঠামোগত সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে চলেছে, যা

[95] রিয়াজুল হক, (২০১৬, আগস্ট ৭), পর্যটন শিল্প অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির আধার, জনকণ্ঠ, পৃষ্ঠা ৭

বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পকে করেছে সমৃদ্ধিশালী। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, স্বাধীনতার ৪৩ বছর পেরিয়ে ৪৪ বছরে পদার্পণ করলেও বিপুল সম্ভাবনা সত্ত্বেও বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের উন্নয়ন যে হারে হওয়া উচিত ছিল, সে হারে হয়নি। এর অনেক কারণের মধ্যে সরকরের উচ্চ পর্যায় থেকে পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালনে আন্তরিকতার অভাব, রাজনৈতিক ডামাডোল, হরতাল-অবরোধ আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ অন্যতম[96]।

বর্তমান বিশ্বে পর্যটন একটা দ্রুত প্রসারণশীল শিল্প হিসাবে পরিগণিত ও কোন কোন দেশে একক বৃহত্তর লাভজনক শিল্প হিসাবে স্বীকৃত। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটনের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পর্যটন উন্নয়নে বিনিয়োগ অন্যান্য খাতে বিনিয়োগের তুলনায় কোন অংশেই কম লাভজনক নয়। বরং কোন কোন দেশে অন্যান্য শিল্পে বিনিয়োগের তুলনায় পর্যটনশিল্পে বিনিয়োগ অধিক লাভজনক প্রমাণিত হয়েছে। পর্যটনশিল্পের সাথে সম্পৃক্ত হোটেল, মোটেল ও অন্যান্য সহ-সংস্থা কর্তৃক অর্জিত অর্থ দেশের তুলনামূলকভাবে শিল্পে অনুন্নত অঞ্চলগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখে। এভাবে পর্যটনশিল্পের জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে প্রগতিশীল ভূমিকা রাখতে সক্ষম। পর্যটন কর্তৃক সৃষ্ট বাণিজ্যিক লেনদেনের গতিধারা দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে অন্যান্য খাতের চেয়ে তুলনামূলকভাবে উচ্চতর ও দ্রুততর। পর্যটনশিল্পে বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকে আয়-ব্যয়ের হিসাবে অনেক গুণ অধিক লভ্যাংশ পাওয়া যায়। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, অন্যান্য রপ্তানির তুলনায় পর্যটনশিল্প থেকে আয়ের পরিমাণ দ্রুত বর্ধনশীল। কোন কোন দেশে পর্যটন ক্ষেত্রে ব্যালেন্স অব পেমেন্টের বাণিজ্য ঘাটতি আংশিক পূরণে বিশেষ সহায়ক বলে লক্ষ্য করা যায়[97]।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশে রয়েছে একাধিক পর্যটনকেন্দ্র। এছাড়া রয়েছে সম্ভাবনাময় আরো বহু পর্যটন স্পট। সময়োপযোগী ও পরিকল্পনা মাফিক পদক্ষেপ গ্রহণের

[96] রিয়াজুল হক, (২০১৬, আগস্ট ৭), পর্যটন শিল্প অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির আধার, জনকণ্ঠ, পৃষ্ঠা ৭

[97] প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর,(২০০৮), প্রত্নচর্চা ৩, পৃষ্ঠা ৪৩-৪৪

পরিপ্রেক্ষিতে এসব পর্যটন স্পট যদি পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলা যায়, তাহলে বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পে নবদিগন্তের সূচনা হবে। তবে পর্যটন বলতে শুধু ঘোরাফেরার ধারণা পরিবর্তন করে একে বহুমুখী করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। পর্যটনের বহু শাখা-প্রশাখার মধ্যে বিনোদন পর্যটন, শ্রান্তি বিনোদন পর্যটন, স্বাস্থ্য পর্যটন, শিক্ষা পর্যটন, সাংস্কৃতিক পর্যটন, ইভেন্ট পর্যটন এবং মাইস (MICE) পর্যটনের বাইরেও ইকো পর্যটন, কৃষিভিত্তিক পর্যটন, শিল্পভিত্তিক পর্যটন, সংস্কৃতিভিত্তিক পর্যটন, ক্রীড়া পর্যটন, নৌ-পর্যটন, হাওর পর্যটন, ধর্মভিত্তিক পর্যটনের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায় সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পর্যটনশিল্পের যে অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল, কালের পরিক্রমায় আজ তা বহুদূর এগিয়েছে। মন মানসিকতার পরিবর্তন, অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং প্রো-অ্যাক্টিভ কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে বাংলাদেশের পর্যটনশিল্প বহুদূর এগিয়ে যাবে। ফলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূর হয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে। আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এদেশের তরুণ জনগোষ্ঠী। পরিশেষে বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১৫ উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব বানকি মুন কর্তৃক প্রদত্ত বাণীর শেষ দুটি চরণ উদ্ধৃত করতে চাই। তিনি বলেছেন, 'Let us work together to maximize the immense potential of tourism to drive inclusive economic growth, protect the environment and promote sustainable development and a life of dignity for all.'[৭৪]।

অর্থাৎ বিশ্বে একক বৃহত্তম শিল্প হিসেবে স্বীকৃত পর্যটনশিল্পের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের জন্য যদি অনুকূল পরিবেশে মিলে মিশে একত্রে কাজ করা যায়, তাহলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন

[98] রিয়াজুল হক, (২০১৬, আগস্ট ৭), পর্যটন শিল্প অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির আধার, জনকণ্ঠ, পৃষ্ঠা ৭

নিশ্চিত করে, পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে এক দিকে যেমন টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে, তেমনি বিশ্ব দরবারে সম্মানের সহিত আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব পর্যটনশিল্পের কল্যাণে।'

পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে সরকারেরও আছে নতুন পরিকল্পনা। সরকার ইতোমধ্যে সারাদেশে ৮ হাজার পর্যটন স্পট নির্ধারণ করেছে। সম্ভাবনাময় পর্যটন এলাকা টেকনাফ নিয়ে নতুন করে ভাবছে সরকার। টেকনাফকে নিয়ে নতুন যে প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে এর নামকরণ করা হয়েছে 'প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান অব কক্সবাজার টাউন অ্যান্ড সী বীচ আপটু টেকনাফ' শীর্ষক প্রকল্প। বাংলাদেশের এই পর্যটনকেন্দ্র দেশের রাজধানী থেকে অনেক দূরে হওয়ায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত রেল ব্যবস্থার আধুনিকায়ন জরুরি। রেলে দেশের পর্যটন কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে ভালো যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হলে কম খরচ ও সময় সাশ্রয় হবে। পর্যটন নগরী কক্সবাজারের সাথে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক সুবিধা বাড়ালে পাল্টে যাবে অর্থনৈতিক চেহারা[৯৯]।

## ২.৩.১০ বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা (Prospects of Tourism in Bangladesh)

০১. প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপার লীলাভূমি এই দেশ। ছোট দেশে রয়েছে অনেক বৈচিত্র্য। এদেশের শস্য শ্যামল গ্রামগুলো দেখার মতো সুন্দর।

০২. এদেশে আছে বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন, বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত।

০৩. এদেশে সাগর নদী পাহাড় গ্রাম হাওর আরো কতো কিছু মিলে অনেক সুন্দর এক কম্বিনেশন।

০৪. আমাদের সমুদ্র সৈকত হাঙ্গরের ভয় মুক্ত।

০৫. এখানকার নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু খুবই আরামপ্রদ।

০৬. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এদেশকে প্রতিবেশীদেশসমূহ থেকে আলাদা করেছে।

[99] মোবাশ্বের আলী ও অন্যান্য (১৯৮৪), কুমিল্লা জেলার ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৫৪-৬৯

০৭, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে পিছিয়ে থাকলেও সামাজিক ক্ষেত্রে আমাদের উন্নতি আশাব্যঞ্জক।

০৮. আমাদের দেশের মানুষ স্বভাবতই অতিথিপরায়ণ।

০৯. আমাদের রয়েছে পুরনো সমৃদ্ধ ও খুব সুন্দর লোক সাহিত্য সম্ভার, এসব কে সঠিকভাবে তুলে ধরা আজ সময়ের দাবি।

১০. আমাদের স্বতন্ত্র ক্রীড়া, ভাষা, সাহিত্য, প্রাচীন নির্দশনসমূহ আকর্ষণের বিষয় হতে পারে।

১১. প্রচুর জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশ এখানে জনশক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য টুরিজম বেজড অনেক ব্যবসা ও শিল্প গড়ে তোলা যায়।

১২. আমাদের রয়েছে নান্দনিক লোকশিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এসবও পর্যটক আকষণের বিষয় হতে পারে।
১৩. আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রকে পুঁজি করে বছর জুড়ে নানা ইভেন্ট আয়োজন করে পর্যটক আকষণ করা যেতে পারে।

আমাদের পর্যটন শিল্পে শুধু সমস্যা বেষ্টিত নয়। এখানে অবারিত সম্ভাবনাও রয়েছে। পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, মাস্টার প্ল্যান নিয়ে যদি কাজ করা যায় তাহলে পর্যটন শিল্পের মাধ্যমেই বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা যাবে। এছাড়া এ শিল্পের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। এছাড়াও যে সম্ভাবনাগুলোকে পুঁজি করে আমরা স্বপ্ন দেখতে পারি, সেগুলো হল-

১. পর্যটন করপোরেশনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৮ সাল নাগাদ জিডিপিতে পর্যটন খাতের অবদান ১ হাজার ৯৯ দশমিক ৩ মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। এটা হবে বৈদেশিক আয়ের ৫ দশমিক ৩ শতাংশ এবং ২০১৮ সালে পর্যটন খাতে কর্মসংস্থানের সংখ্যা বেড়ে ৩৭ লাখ ৯১ হাজারে উন্নীত হবে।

২. প্রায় প্রতি বছর বাংলাদেশে পর্যটকদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আবাসন সুবিধা, অবকাঠামো সংস্কার, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হলে ২০২১

সালে বাংলাদেশের পর্যটন খাত দেশের অন্যতম সমৃদ্ধশালী শিল্পে পরিণত হবে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, গত তিন বছরে গড়ে পাঁচ লাখ পর্যটক এসেছে বাংলাদেশে।

৩. বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে Public Private Pertnership (PPP) এর মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এছাড়া কক্সবাজারে একান্ত টুরিস্ট জোন প্রকল্প, ট্যুরিস্ট পুলিশ বাহিনী গঠন করেছে। এছাড়া নুতন নুতন প্রকল্পের মধ্যে অবহেলিত কিন্তু টুরিজম বান্ধব প্রকল্পের মাধ্যমে ট্যুরিজম স্পট সৃষ্টি করেছে যা পর্যটনের জন্য ইতিবাচক।

৪. ২০১১ সালে পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ১.৮ শতাংশ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। আশা করা যাচ্ছে, ২০২৩ সালে মোট জনসংখ্যার ৪.২ শতাংশ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এই শিল্পের মাধ্যমে।

৫. বর্তমান সরকার ২০১২ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনকে ৬৫০ মিলিয়ন ডলার দিয়েছে পর্যটন কর্পোরেশনের প্রমোশন এবং বাংলাদেশকে ব্র্যান্ডিং করার জন্য। বাংলাদেশ ২০১২ সালে শুধু পর্যটন শিল্প দিয়ে ১০০ মিলিয়ন ইউ এস ডলার রাজস্ব আয় করেছে। গত বছরও এখাত থেকে রাজস্ব আয় বেশ সন্তোষজনক।

৬. World Tourist Organization তথা বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (WTO) পর্যটন শিল্পের জন্য অপরিহার্য যেসব উপাদানের কথা উল্লেখ করেছে, যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, ইতিহাস ও ঐতিহ্য মন্ডিত স্থান, পাহাড়-নদী-অরণ্য, সমুদ্র সৈকত, মানুষের বিচিত্র জীবনধারা, বন্যপ্রাণী, নানা উৎসব ইত্যাদি তার সবই বাংলাদেশে বিদ্যমান।

৭. এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশ পর্যটন শিল্পকে দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশেও এ শিল্পকে দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮. পর্যটকদের বিমান বন্দর স্থল বন্দরে ভিসা অন এয়ারভাইলসহ যাবতীয় কার্যক্রম সহজীকরণের জন্য সরকার মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ প্রদান করেছে। তাছাড়াও অনলাইন পর্যটন প্রচারণা হচ্ছে। মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের পৃথকভাবে দুটি দৃষ্টিনন্দন ওয়েব সাইট রয়েছে।

২০১৬ সালের অদ্যাবধি বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করলে আমরা পর্যটন শিল্পকে স্বপ্নের অবস্থানে দেখা যাচ্ছে না। কতিপয় সমস্যা আমাদের দেশের পর্যটন শিল্পকে কাঙ্ক্ষিত অবস্থান থেকে দূরে রেখেছে। তবে একথা সত্য যে, আমাদের পর্যটন শিল্পে সমস্যা বিদ্যমান থাকলেও সম্ভাবনা অনেক। সমস্যাসমূহ দূরীভূত হলেই আমরা এ সম্ভাবনাময় শিল্পকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারব। আমাদের অর্থনীতি এগিয়ে যাবে এক ধাপ।

## ২.৪ উপসংহার (Conclusion)

বাংলাদেশ পর্যটন শিল্পের একটি অপার সম্ভাবনার দেশ। এ দেশটি নদ-নদী, সমুদ্র সৈকত ও পাহাড়ে ঘেরা। সব মিলিয়ে পুরো দেশটিই পর্যটনের জন্য উপযুক্ত। তাই শুধু কক্সবাজার নয়, পুরো বাংলাদেশকে পর্যটন বান্ধব করার প্রয়াস নিতে হবে। এজন্য পর্যটন মন্ত্রণালয়কে ঢেলে সাজানো দরকার। সর্বোপরি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এ লীলাভূমিকে পৃথিবীর কাছে উপস্থাপন যোগ্য করে তুলতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

# গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)

## ৩.১ ভূমিকা (Introduction)

পদ্ধতি গবেষণার একটি অপরিহার্য অংশ| যে কোনো ধরনের সামাজিক গবেষণায় পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় সমাজ সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ ও সুসংবদ্ধ জ্ঞান অর্জনের জন্য। এ জন্য গবেষকগণ তাদের গবেষণায় নানা ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে| গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে সমন্বয় করে এর পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হয় ব'লে এ গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি স্থির করা হয়েছে| এ গবেষণাটি মূলত Quantitative Research বা পরিমাণবাচক গবেষণা| এর তথ্য সংগ্রহ ও বিশেস্নষণ পরিমাণবাচক পদ্ধতিতেই করা হবে|

## ৩.২ গবেষণা এলাকা নির্বাচন (Selecting research site)

গবেষণার ক্ষেত্রে এলাকা নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়| মূলত একজন গবেষকের মাঠকর্ম পরিচালিত হয় তার গবেষণা এলাকাকে কেন্দ্র ক'রে| কুমিল্লার সদর উপজেলাধীন ময়নামতি এলাকায় এ গবেষণা কার্যটি পরিচালনা করা হয়েছে| এটি কুমিল্লা জেলা থেকে ৮ কি.মি. পশ্চিমে এবং ঢাকা চট্রগ্রাম মহাসড়কের পশ্চিম পার্শ্বে ১১ মাইল বিস্তৃত পাহাড়ি অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সমূহের সমাহার।

## ৩.৩ **তথ্য উৎস (Source of information)**

এই গবেষণা কর্ম পরিচালনা করতে গিয়ে দুইটি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে|

### ৩.৩.১ **প্রাথমিক উৎস (Primary source)**

সরাসরি গবেষণা ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে প্রাথমিক উৎস বলে| সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রাথমিক উৎস অনেকাংশেই গবেষণা কাজের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে| এছাড়া, প্রাথমিক উৎসের ফলে গবেষণার গ্রহণযোগ্যতাও বাড়ে[100]|

এ গবেষণাটি প্রাথমিক উৎসের উপর বেশি নির্ভরশীল| প্রাথমিক তথ্য হিসেবে প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ, জেলা প্রশাসন, স্থানীয় জনগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপর মাঠকর্মের মাধ্যমে গবেষণার প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে|

### ৩.৩.২ **মাধ্যমিক উৎস (Secondary source)**

প্রাথমিক উৎস অর্থাৎ গবেষণা ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করার যে উৎসগুলো রয়েছে তাকে মাধ্যমিক উৎস বলে| যেমন- খবরের কাগজ, জার্নাল, বই, সেমিনার, গ্রন্থ, ইন্টারনেট, ম্যাগাজিন ইত্যাদি[101]| মূলত মাধ্যমিক উৎসের মাধ্যমে গবেষণা কাজের ভিত্তি আরো শক্তিশালী হয়| সুতরাং আমি আমার গবেষণা কাজে প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি বিভিন্ন মাধ্যমিক উৎসের সাহায্যে আমার গবেষণা কর্মটিকে আরো সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছি|

## ৩.৪ **ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতিসমূহ (Research methods)**

[100] Kothari, C.R. (2004) Research Methodology: Methods and Techniques. (2nd Edition), New Delhi: New Age International Publishers, pp. 108
[101] Ibid. pp. 124

### ৩.৪.১ নমুনায়ন (Sampling)

আলোচ্য গবেষণাটি কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর উপজেলাধীন ময়নামতি এলাকায় পরিচালিত হয়েছে| তবে সকলের মতামত নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করা সময় ও ব্যয় সাপেড়া, বিধায় এড়োত্রে একটি প্রতিনিধিত্বশীল নমুনা নির্বাচন করে গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে| প্রতিনিধিত্বশীল নমুনার উৎস হল: প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ, জেলা প্রশাসন, স্থানীয় জনগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ| উক্ত এলাকা থেকে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের (Purposive sampling) মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের জন্য ৪০০ জনকে নির্বাচিত করা হয়েছে|

### ৩.৪.২ পর্যবেক্ষণ (Observation)

তথ্য সংগ্রহের আরেকটি অন্যতম কৌশল হল পর্যবেক্ষণ করা| যথাযথ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একজন গবেষক তার তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন| গবেষক তার তথ্য সংগ্রহ করতে গবেষিত এলাকায় দিনের পর দিন মাসের পর মাস অবস্থান করে মানুষের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করেন| এড়োত্রে তথ্য ও গবেষণা অনেক বেশি নির্ভুল ও ফলপ্রসূ হয়| আমিও এক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গবেষণাধীন এলাকার বিভিন্ন দিক জানার চেষ্টা করেছি|

### ৩.৪.৩ কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার (Structured interview)

তথ্যদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য আগে থেকে কিছু প্রশ্নমালা নির্দিষ্ট ক'রে রাখা হয় এবং সেই অনুযায়ী প্রশ্নের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়| এখানে গবেষক ধারাবাহিতা রড়্গা করে তথ্যদাতাকে একের পর এক প্রশ্ন করেন[১০২]| আলোচ্য গবেষণাটিতে কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার ব্যবহার করা হয়েছে|

### ৩.৪.৪ দলীয় আলোচনা (Group discussion)

তথ্য সংগ্রহের অন্যতম একটি মাধ্যম হল দলীয় আলোচনা বা (Focused Group Discussion)| আমি আমার গবেষিত এলাকার তথ্য সংগ্রহের কৌশল হিসেবে দলীয় আলোচনার ব্যবস্থা করেছি| আমি উদ্দিষ্ট এলাকায় ১০ জনের একটি দল গঠন ক'রে আলোচনা সৃষ্টির মাধ্যেমে তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি|

### ৩.৪.৫ প্রধান তথ্যদাতা (Key informants)

[102] Bernard, H. Russell. (2012). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Sage Publication, pp. 112-116

সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা প্রধানত নির্ভর করে প্রাথমিক তথ্যদাতা বা প্রধান তথ্যদাতার উপর যাদের সাথে গবেষক নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন| আমি আমার গবেষণায় প্রয়োজনীয় তথ্য প্রধান তথ্য দাতার মাধ্যমে সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি| এক্ষেত্রে, কুমিলস্না জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে প্রধান তথ্যদাতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে|

### ৩.৪.৬ কেস স্টাডি বা ঘটনা জরিপ পদ্ধতি (Case study)

আলোচ্য গবেষণা কর্মটিতে কেস স্টাডির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়েছে| গবেষণা কর্মটিতে ১০ টি Case Study ব্যবহার করা হয়েছে|

### ৩.৪.৭ নোট গ্রহণ ও ডায়েরির ব্যবহার (Using diary and taking note)

গবেষণা এলাকার প্রত্যাহিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ এবং সেগুলো সংরক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করার জন্য ডায়েরি ব্যবহার করা হয়েছে| গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য যেহেতু বিশেস্নষণ এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা কিছুটা সময় সাপেক্ষ, এজন্য তাতক্ষণিকভাবে সংগৃহিত তথ্য ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে| এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরির সময় তাত্ত্বিক সহযোগিতা গ্রহণ করে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপদান করা হয়েছে|

## ৩.৫ গবেষণার নৈতিকতা (Research ethics)

গবেষণা করতে গিয়ে একজন গবেষককে নানা রকম নীতি-নৈতিকতা মেনে চলতে হয়| তাই, এই গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ণ করতে সর্বোচ্চ নীতি-নৈতিকতা মেনে চলার চেষ্টা করা হয়েছে| নিম্নোক্ত নীতি-নৈতিকতার উপর বিশেষ জোর প্রদান করা হয়েছে|

- গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে উত্তরদাতাদের অবগত করা হয়েছে|
- গবেষণার পূর্বে লিখিত ও মৌখিক অনুমতি নেওয়া হয়েছে|
- উত্তরদাতাদের দেওয়া তথ্যাবলীসমূহ একাডেমিক গবেষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে|

## ৩.৬ গবেষণার সীমাবদ্ধতা (Limitations of the study)

গবেষণা একটি জটিল, দক্ষতা ও নৈপুণ্যভিত্তিক নিরীক্ষাধর্মী কাজ| প্রয়োজনীয় দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, সহযোগীতা, সময় ও অর্থ প্রভৃতির সমন্বয়েই কেবলমাত্র একটা গবেষণা কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন

করা সম্ভব| কিন্তু আন্তরিকতা ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এই গষেণাকর্মটি পরিচালনা করতে গিয়ে নানাধরনের সীমাবদ্ধতা সম্মুখীন হতে হয়েছে|

- উত্তরদাতাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় সাধারণত কর্মক্ষেত্রে| কিন্তু, এখানে সবাই ব্যস্ত থাকে| অন্যদের সাথে কথা বলতে গেলে তাদের কাজ পিছিয়ে যায়, এজন্য তারা বাইরের লোকদের সাথে কথা বলতে চায় না| অধিকন্তু, যে আলাপ-আলোচনা তাদের তাতক্ষণিক কোন উপকারে আসবে না, তার প্রতি তারা আগ্রহ দেখায় না| এজন্য শ্রমিকদের সাক্ষাৎকার নেওয়া খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার|
- তথ্য সংগ্রহের জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় যে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ দরকার, তা বজায় রাখা সম্ভবপর হয়নি| ফলে অনেক সময় তারা, নিজেদের ক্ষতি হতে পারে, এই ভয়ে সঠিক তথ্য গোপন করার চেষ্টা করেছে|
- দারিদ্র্যতার কারণে অনেক উত্তরদাতা যেখানে ব্যক্তিগত সাহায্য প্রাপ্তির আশা নেই, সেই সব বিষয়ে উৎসাহবোধ করেনি| তাছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও এনজিও কর্তৃক সম্পাদিত বার বার তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা এবং মিথ্যা আশ্বাস দেয়ায় উত্তরদাতাদের মধ্যে তথ্য প্রদানে অনীহা প্রকাশ পেয়েছে|
- উত্তরদাতাদের বয়স, পেশাগত আয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বেশ অসুবিধার সম্মুখিন হতে হয়েছে| সময় স্বল্পতার কারণে অনেক সময় সঠিক তথ্যটি তাদের কাছ থেকে বের করে আনা সম্ভব হয়নি|

পরিশেষে বলা যায়, গবেষণা করতে গেলে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকবে| আর তাই, একটি গবেষণা আরেকটি গবেষণার নতুন দিক নির্দেশনা দান করে| উপরিউক্ত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এই গবেষণা কর্মটি সর্বোচ্চ সতর্কতা ও আন্তরিকতার সহিত সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করা হয়েছে|

চতুর্থ অধ্যায়

# বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Tourism Industry of Bangladesh and Economic Development)

## ৪.১ ভূমিকা (Introduction)

বর্তমানে বাংলাদেশের জিডিপির প্রায় ২ শতাংশ আসে পর্যটন খাত থেকে। ইতোমধ্যে পর্যটন বিশ্বের বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সংস্থার প্রাক্কলন অনুযায়ী সারা বিশ্বে প্রায় ১০০ মিলিয়নের বেশি মানুষ তাদের জীবন জীবিকার জন্য এই শিল্পের ওপর নির্ভরশীল (আবু আফজাল, ২০১৮)।

সমগ্র বিশ্বে ২০২০ সাল নাগাদ পর্যটন থেকে প্রতি বছর দুই ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হবে। ওপরের এই ছোট আলোচনা থেকে বোঝা যায়, এ দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে পর্যটন শিল্প বড় নিয়ামক হতে পারে। সরকার ২০১০ সালে একটি পর্যটন নীতিমালা করেছে, সেখানে বহুমাত্রিক পর্যটনের কথা বলা হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বহুমাত্রিক পর্যটনশিল্পের সম্ভাবনা রয়েছে শুধু কক্সবাজারে। বহুমাত্রিক পর্যটনে সাংস্কৃতিক, ইকো, স্পোর্টস, কমিউনিটি ও ভিলেজ টুরিজম থাকবে (আবু আফজাল, ২০১৮)।

আশার বিষয় হল, বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে বেসরকারি বিনিয়োগ ধীরে ধীরে বাড়ছে। পর্যটকদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে কক্সবাজারে রাজধানী নগরী ঢাকা থেকেও বেশি হোটেল, মোটেল গড়ে উঠেছে। সকল পর্যটন কেন্দ্রেই বেসরকারি উদ্যোগের কারণে অভ্যন্তরীণ পর্যটকদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে উল্লেখযোগ্য হারে। সুতরাং, বাংলাদেশকে আগামী ২০২১ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে হলে এ শিল্পকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা জরুরি। আর এ লক্ষ্যে আগামী ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশে ২০ লাখ পর্যটক আগমনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে কাঙ্ক্ষিত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিনোদনের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি, পর্যটন আকর্ষণের বহুমুখীতা বৃদ্ধি, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান এবং পর্যটন বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। যা বাস্তবায়িত হলে দিগন্ত রাঙিয়ে ভোরের নতুন সূর্যের আভায় অমিত সম্ভাবনার দেশ হিসেবে আবির্ভূত হবে আমাদের প্রিয় স্বদেশ- ‘রূপময় বাংলাদেশ’ (হাবিবুর রহমান, ১৯৯২)।

দেশে নানা সেক্টরে বেসরকারি খাতের বিকাশ ঘটেছে। বেড়েছে এনজিও, মিডিয়া কিংবা পাবলিক রিলেশনে কর্মরত মানুষের সংখ্যাও যাদের অফিসিয়াল কাজে বিভিন্ন জেলায় যেতে হয়। তারাও কিন্তু কাজের ফাঁকে দর্শনীয় জায়গাগুলো থেকে ঘুরে আসেন। অফিসিয়াল কাজে কেউ দিনাজপুর গেলে রামসাগর বা কান্তজীউর মন্দির থেকে ঘুরে আসেন; শ্রীমঙ্গল গেলে চা বাগান দেখে আসা

বাধ্যতামূলক কাজের মধ্যেই পড়ে। ঢাকার বাইরে অফিসিয়াল কাজের পাশাপাশি বেড়ানোর বিষয়টি অনেকেই উপভোগ করেন। কাজের সুবাদে বরিশাল যেতে হলে অনেকে দিনের বেলা বাসে না গিয়ে ভ্রমণের জন্য রাতটাই বেছে নেন, কারণ তাতে লঞ্চে নদীপথ ভ্রমণ করতে করতে যাওয়া যায়।

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প বিকাশের দারুণ সুযোগ রয়েছে। বিদেশিরা আসুক বা না আসুক, অভ্যন্তরীণ পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটাতে পারলেই এ শিল্পটি নিজ ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে যাবে। ১৫ কোটির বেশি মানুষের অন্তত ১০ ভাগও যদি প্রতিবছর দেশের কোথাও না কোথাও বেড়াতে যায়, তাহলে এর অর্থনৈতিক প্রভাব কতোটা বিশাল হবে সেই হিসেব অর্থনীতিবিদরা সহজেই বের করতে পারবেন। দেশের রাজস্ব খাতেও কম টাকা আয় হবে না। কিন্তু এই পর্যটন নিশ্চিত করার জন্য অন্তত তিনটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে- অবকাঠামো, নিরাপত্তা এবং জিনিসপত্রের মান ও দামের সামঞ্জস্য। প্রথমটি নিশ্চিত করার জন্য সরকারের চেয়ে বেসরকারি উদ্যোক্তারাই এগিয়ে আসতে পারে কিন্তু বাকিগুলোর ক্ষেত্রে মনিটরিঙের কাজটি সরকারকেই করতে হবে।

বাংলাদেশের পর্যটন নিয়ে এ ধরনের নানা চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে। প্রচলিত চিন্তাচেতনার বাইরে গিয়ে পর্যটনকে একটু দেশীয় ছোঁয়া দিতে পারলে অভ্যন্তরীণ পর্যটকের সংখ্যা বিপুলভাবে বেড়ে যাবে সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ এমনই যে, একটু চেষ্টা করলে সারা দেশটাকেই পর্যটন স্পট হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। আমরা অনেকেই যেখানে জন্মেছি, তার পাশের উপজেলা বা জেলাতে যাই নি; কিন্তু একটা পর্যটন স্পট থাকলে সহজেই মানুষ আশেপাশের জেলাগুলোতে বেড়াতে যেতে পারতো। পর্যাপ্ত উদ্যোগ থাকলে জেলা পর্যটনও হতে পারে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের অন্যতম শক্তিশালী ক্ষেত্র। অনেক বেসরকারি ট্যুর অপারেটর এসব ক্ষেত্রে কাজ শুরু করলেও নানা মাত্রায় পর্যটন শিল্পের সার্বিক ভাবনা ও বিকাশে বাংলাদশ পর্যটন কর্পোরেশনকেই এগিয়ে[103]।

[103] Bangladesh Porjoton Corporation, (2004). Report Book. pp. 65-85

## ৪.২ পর্যটন শিল্পের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব (Importance of tourism industry at international level)

পর্যটন বর্তমান বিশ্বে একটি বৃহৎ রপ্তানি ও দ্রুত বর্ধনশীল শিল্প। এশিয়ার ইকনমিক মিরাকলের অন্যতম ২টি দেশ হল থাইল্যান্ড, সিংগাপুর। সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল সে দেশের পর্যটনশিল্প। আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে হয়তো পর্যটনশিল্পই অর্থনীতির মূল অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে না। কিন্তু আমরা আমাদের পর্যটনশিল্পকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারি যার মাধ্যমে পর্যটনশিল্প আমাদের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। আমাদের পর্যটনশিল্পকে নিয়ে আমরা স্বপ্ন দেখতে পারি। যেটা অত্যান্ত বাস্তব।

বর্তমানে Bangladesh Foundation for Tourism Development (BFTD) পর্যটনের সহিত সংশ্লিষ্ট সরকারের মন্ত্রণালয় ও সকল পক্ষের সহযোগিতা নিয়ে দেশে বিদেশে বাংলাদেশের হয়ে পর্যটনের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য জোর তৎপরতা কার্যক্রম শুরু করেছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে ppp এর মাধ্যমে পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এছাড়া কক্সবাজারে একান্ত টুরিস্ট জোন প্রকল্প, ট্যুরিস্ট পুলিশ বাহিনী গঠন করেছে। এছাড়া নুতন নুতন প্রকল্পের মধ্যে অবহেলিত কিন্তু টুরিজম বান্ধব প্রকল্পের মাধ্যমে ট্যুরিজম স্পট সৃষ্টি করিতেছে যা পর্যটনের জন্য ইতিবাচক।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১৯৯৮ সালে ফ্রান্সে পর্যটক সংখ্যা ৭০ মিলিয়ন, স্পেন ৪০.৭৭ মিলিয়ন, ইতালি ৩.৮৮ মিলিয়ন ও পর্তুগালে ১০.১৩ মিলিয়ন ছিল। অনুরূপভাবে মিসর, মরক্কো, ক্রোয়েশিয়া, তিউনিসিয়া ও তুরস্ক ভ্রমণ করেছিল ৩০০ হাজার থেকে ৯০০ হাজার পর্যটক। অথচ বাংলাদেশে ওই বছর কেবল ১,৭১,৯৬২ জন পর্যটক পর্যটনে বেরিয়েছিল। বিশ্ব পর্যটনসংস্থার হিসাব অনুযায়ী প্রতিবেশী দেশ ভারতে বাৎসরিক পর্যটক সংখ্যা বর্তমানে দুই মিলিয়ন, নেপাল ০৫ মিলিয়ন,

থাইল্যান্ড ৮.০৬ মিলিয়ন, মালদ্বীপ ০.৫ মিলিয়ন ও মিয়ানমার ০.০৩ মিলিয়ন। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, বাংলাদেশে সর্বশেষ ২০০৩ সালে পর্যটক সংখ্যা ছিল ২, ৩৭,০০০ জন। অর্থাৎ সবচেয়ে কম সংখ্যক পর্যটক আসেন এদেশে। সুতরাং সম্প্রতি আমাদের দেশে কেবল পর্যটনশিল্প থেকে সামান্য হলেও যে অগ্রগতির যাত্রা শুরু হয়েছে, সে অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। যুক্তি ও বাস্তবের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে এ সাফল্যের কারণকে এগিয়ে চলার পথ সুগম করে দিতে হবে। সাম্প্রতিক সাফল্যের কারণটি তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। আর এ তলিয়ে দেখার জন্য উপযুক্ত আলোচনার পুনরাবৃত্তি করে বলতে হয় যে, পর্যটক সংখ্যার কমতির দিক থেকে বাংলাদেশ প্রথম এবং মিয়ানমার দ্বিতীয়। অথচ উভয় দেশের কোনটিরই ঐতিহ্য সম্পদের কমতি নেই। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোও যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে[104]।

আমাদের কাছাকাছি দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোট দেশ সিঙ্গাপুর। অথচ এর জাতীয় আয়ের ৭০ ভাগ আসে পর্যটনশিল্প থেকে। একইভাবে নেপাল অর্জন করে ৪০ ভাগ। তাহলে আমরা কেন পারব না? শুধু সাম্প্রতিক অর্জিত সাফল্যকে ধরে রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে সমন্বিতভাবে কাজ করে যেতে হবে। আমরাও একদিন অবশ্যই প্রতিবেশী দেশের মতই উন্নত পর্যটন সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হব।

## ৪.৩ জাতীয় পর্যায়ে পর্যটন  শিল্পের গুরুত্ব (Importance of tourism industry at national level)

প্রাকৃতিক সম্পদের লীলাভূমি আমাদের বাংলাদেশ। এ দেশে রয়েছে পর্যটন শিল্পেরব্যাপক সম্ভবনা। অর্থনৈতিক একটি খাত পর্যটন। অপিমেয় সৌন্দর্যের এ দেশে বিদেশীদের ভ্রমণে আকৃষ্ট করে বিভিন্ন ধরণের সেবা ও সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে উজ্জ্বল সম্ভবনা রয়েছে। সুন্দরবন হতে পারে দেশ তথাবিশ্বে অন্যতম পর্যটনশিল্প।

[104] Butler, R. W. (1990). Alternative Tourism, Pious Hope or Trojan Horse. *Journal of Travel Research*, Vol. 28, No. 3, pp. 40-44

২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস। বিশ্বের নানা দেশের মত বাংলাদেশও দিবসটি পর্যটন মন্ত্রাণালয়, ট্যুরিজমবোর্ড, পর্র্যটন কর্পোরেশন, এনজিও সহ বিভিন্ন সংগঠন দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ঐতিহাসিক সংস্কৃতি, এবং ঐতিহাসিক সব সম্পদ সমূহের আলোকচিত্র, তথ্যচিত্র তুলে ধরে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমনে আকৃষ্ট করতে র‍্যালী, সভা সেমিনার সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

অপরিমেয় সৌন্দর্য ছড়িয়ে রয়েছে এদেশে। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। আমাদের পর্যটন শিল্পের ব্যাপক সম্ভবনা থাকারপরও নানা সমস্যার কারণে পর্যটন শিল্প বিকশিত হতে পারছে না। এক প্রতিবেদনে প্রকাশ, সুন্দরবন কেন্দ্রীক পর্যটন শিল্প বিকশিত হচ্ছে না। রাজনৈতিক কারণসহ বন দস্যু চক্রের উপদ্রব, অনুন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা আর বন বিভাগের উদাসীনতার কারণে ব্যাপক সম্ভবনা থাকলেও সুন্দরবন কেন্দ্রীক পর্যটন শিল্প বিকশিত না হওয়ার অন্যতম কারণ। অভিযোগ আছে, আমাদের পর্যটন শিল্প নিয়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের তেমন কোন মাথা ব্যাথা নেই। তাছাড়া খুলনায় পর্যটন কর্পোরেশনে নিজস্ব অফিস ও তথ্যকেন্দ্র না থাকায় বিদেশী পর্যটকরা সুন্দরবন ভ্রমন থেকে বিমুখ হচ্ছেন। যারা আসছেন, তারা পদে পদে পড়ছেন ভোগান্তিতে। বিশ্ব ঐতিহ্য এ সুন্দরবনকে ঘীরে আমাদের পর্যটন শিল্পের ব্যাপক বিকাশে ইতোমধ্যে কথাবার্তা বিস্তার হলেও মূলত কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। পর্যটনের জন্য যাতায়াত সুবিধা, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়গুলি খুব জরুরী। অথচ বহুমুখী সমস্যার আবর্তে বাংলাদেশ পর্যটনশিল্প সঙ্কটাপন্ন। পর্যটন শিল্পে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সমাধান করতে পারলেএবং উপযুক্ত পর্যটন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান উৎস হতে পারে[105]।

সুন্দরবন হতে পারে দেশ তথা বিশ্বের অন্যতম পর্যটন শিল্প। সুন্দরের রাণী সুন্দরবন ক্ষনে ক্ষনে তার রূপ বদলায়। খুব ভোরে এক রূপ, দুপুরে অন্যরূপ, পড়ন্ত বিকাল আর সন্ধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে সজ্জিত

[105] Bramwell, B. & Lane, B. (1993). Sustainable Tourism: An Evolving Global Approach. *Journal of Sustainable Tourism*, 1 (1), pp. 1-5

হয়। মধ্য ও গভীর রাতে অন্য একরূপ। আমাবশ্যায় ভয়াল সুন্দর আবার চাঁদনী রাতে নানান রূপ ধারণ করে সুন্দরী সুন্দরবন পর্যটকদের বিমহিত করে। বনের ভয়ংকরতা, বাঘের গর্জন, হরিণের চকিত চাইনি। বানর আর হরিণের বন্ধুত্ব, কুমিরের কান্না, পাখ পাখালির কলতান, শ্রবণ সুখ, বনের বিভিন্ন বৈচিত্র আর প্রাকৃতিক সুন্দর্য আর নৈস্বর্গিক দৃশ্য। আবার অশান্ত পানির বুকে উত্তাল ঢেউয়ের উন্মাদ নৃত্য অবলোকন করে পর্যাটক উল্লাসিত, বিমোহিত ও আপ্লুত হয়। বিশ্বের একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন। জগত সেরা ও জীববৈচিত্রের আধার এ বন।

সুন্দরবন বিশ্ব ঐতিহ্য বিশ্ব খ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের একমাত্র আবাসভূমি এই সুন্দরবন। বিশ্ব ঐতিহ্য স্বীকৃতি ও প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চার্য নির্বাচনের পর থেকে সুন্দরবন নিয়ে প্রকৃতি প্রেমী সহ বিশ্ববাসীর সুন্দরবন দেখার আগ্রহের শেষ নেই। যার ফলে দেশি, বিদেশী প্রকৃতি প্রেমীদের পদচারণে মুখরিত হচ্ছে সুন্দরবন। এর ফলে সুন্দরবন হতে পারে বিশ্বের অন্যতম পরিবশে বান্ধব পর্যটন শিল্প।

বনের মোট আয়তন, ১০ হাজার ২ শ ৮০ বর্গকিলোমিটার এর মধ্যে বাংলাদেশে ৬হাজার ১৭ বর্গকিলোমটিার। দেশের মোট আয়তনের ৪.২ শতাংশ এবং বনাঞ্চলের ৪৪শতাংশ। এই বনে রয়েছে সুন্দরী, পশুর, গেওয়া, কেওড়া, গরান, বাইন সহ ৩৩৪ প্রজাতির গাছপালা, ১৬৫ প্রজাতির শৈবল এবং ১৩ প্রজাতির অর্কিড সুন্দরবনে আছেবিশ্বখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিতল হরিণ, বানর, শুকর, গুইসাপ, পাইথন ওবিভিন্ন প্রজাতির সাপ সহ ৩৭৫ প্রজাতি। এরও বেশি প্রজাতির বন্য প্রাণী। বনমোরগ, গাংচিল, মদনটাক, মাছাল সহ বিভিন্ন প্রজাতির ৩০০ এর বেশি পাখি। জালের মত বিছানো প্রায় ৪৫০টি ছোট বড় নদী ও খাল। এতে কুমির, হাঙ্গর, ডলপিন, ইলিশ, ভেটকি সহ প্রায়

২৯১ প্রজাতির মাছ আছে। প্রাণি ও বৃক্ষের বৈচিত্রময় সমাহারে এবন বৈজ্ঞানিক নৃতত্ব ও প্রত্মতাম্বিক বিবেচনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ[106]।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীব বৈচিত্রের কারণে পর্যটকদের কাছে বাংলাদেশ অত্যন্ত আকর্ষনীয় স্থান। ভয়াল সৌন্দর্যের প্রতীক সুন্দরবন। দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থা উপেক্ষা করে প্রতি বছরই সুন্দরবনে পর্যটকদের সংখ্যা বাড়ছে। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য অনেক আগেই পর্যটন নীতিমালা করা হয়েছে। নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে, সুন্দরবন ও কক্সবাজারের জন্য নেয়া হবে মহা পরিকল্পনা। কিন্তু নীতিমালার আলোকে এখন পর্যন্ত কাজের তেমন কিছু হয় নি। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে সুন্দরবনের অভ্যন্তরে ৪ টি আধুনিক পর্যটন কেন্দ্রসহ বেশকিছু গুরুত্বপুর্ণ স্থাপনা নির্মান করার পরিকল্পনা রয়েছে। সুন্দরবনে দেশি বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় সুন্দরবনের করমজল, হারবাড়িয়া, চাঁদপাই ও শরণখোলা এলাকায় পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নামে একটি প্রকল্প তৈরী করে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। প্রস্তাবিত এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য সুন্দরবনে যাতায়াত ব্যবস্থা অনেক নিরাপদ ও আরামদায়ক হবে (Hossain, J. 2006)।

প্রাকৃতিক রূপবৈচিত্র্যে পরিবেষ্টিত বাংলাদেশ পর্যটন উন্নয়নের জন্য সম্ভাবনাময় একটি দেশ হওয়া সত্ত্বেও অবকাঠামোগত উন্নয়নের দুর্বলতা, পর্যটক আকর্ষণে পর্যটন স্পটগুলো পরিকল্পিত উন্নয়ন না হওয়া, পর্যটন সংশ্লিষ্ট দক্ষ জনবলের ঘাটতি, বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্তকরণে কার্যকরী নীতিমালার অভাব এবং পর্যটনশিল্পের প্রচার ও সচেতনার অভাবে বাংলাদেশ পর্যটনশিল্প কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। অথচ দেশের পর্যটন স্পটগুলোর সঙ্গে প্রত্নতাত্ত্বিক স্পট এলাকাগুলোকে পর্যটন ও অবকাশকেন্দ্রে পরিণত করা গেলে এই খাত থেকে বিপুল বৈদেশিক অর্থ প্রাপ্তির অপার সম্ভাবনা

[106] Albattat, Ahmad R. (2015). Tourists' Perception of Crisis and the Impact of Instability on Destination Safety in Sabah, Malaysia. *American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture, 15(2), 96-102.*

রয়েছে। পর্যটন খাতটি যতো দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল তা যায়নি। পর্যটক আগমনের সংখ্যা যতটা বেড়ে যাওয়ার কথা ছিল তা হয়নি। কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকত এবং এই দীর্ঘ সৈকতকে ঘিরে নানা ধরনের ট্যুরিস্ট স্পট এখনও পর্যন্ত বড় আকর্ষণ। এর পাশাপাশি পটুয়াখালীর কুয়াকাটা, সমগ্র সুন্দরবন এলাকা, সিলেটের জাফলং, সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা ভ্রমণ পিপাসুদের নিকট স্বর্গরাজ্য হয়ে আছে। এর বাইরেও বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চল যে কতভাবে পর্যটনসমৃদ্ধ হয়ে আছে সে হিসেব বিশ্ব দরবারে এখনও ঠিকভাবে পৌঁছানো যায় নি।

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প: উত্তরণ

০১. যুগ উপযোগী পর্যটন নীতিমালা তৈরি করতে হবে।

০২. পর্যটন কর্মক্ষম জনগোষ্টি তৈরি করতে হবে।

০৩. পর্যটনবান্ধব যোগাযোগ ও স্থাপনা তৈরি করতে হবে।

০৪. পর্যটনশিল্পের জন্য ব্যবসা সহজ করতে হবে, ট্যাক্স কমাতে হবে, আয়কর রেয়াত করতে হবে।

০৫. সরকারি বেসরকারিভাবে দেশে বিদেশে প্রচারণ চালাতে হবে।

০৬. পর্যটন এলাকাগুলো নিরিবিলি করে তার নিকটবর্তী শহওে সমস্ত নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

০৭. প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে, ভেন্যুগুলো নিরাপদ করতে হবে।

০৮. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারিভাবে গাইড স্বেচ্চাসেবক ও খন্ডকালীন কর্মী তৈরি করতে হবে।

০৯. বিভিন্ন দেশ জাতি ধর্ম তাদের কালচার ও রুচি অনুযায়ী খাবার পোশাক ও সুযোগ সুবিধা থাকতে হবে।

১০. পাহাড় সিটিতে পাহাড় জোড়, সমুদ্র সিটিতে সমুদ্র তটে, বন সিটিতে বনের পাদদেশে, রিভার সিটিতে উপকূলে রিসোর্ট থাকতে হবে। তবে শুধু রিসোর্ট সেখানে হাবিজাবি দিয়ে হৈহুল্লোর ব্যবস্থা করা যাবে না।

১১. আমাদের ভূমি যেহেতু উর্বর আমরা আরো বোটানিক্যাল পার্ক তৈরি করে এক একটা তেলাখো প্রজাতির গাছলা গিয়ে পর্যটক ও গবেষকদের আকর্ষণ করতে পারি।

১২. আমাদের মূল পর্যটন ভেন্যু যদি কক্সবাজার হয়, এখানে একটি ডলফিন সার্কাস বসাতে পারি, পারি গ্লাস সজ্জিত বিশাল একটি মৎস পার্ক স্থাপন করতে। যেখানে বিশ্বের সুন্দর, বিরল আর বৃহৎ প্রজাতির মাছেরা স্থান পাবে। আমরা পানির নিচে একটা রেস্টুরেন্ট বা পার্টি সেন্টার করতে পারি। এমনিভাবে করা যায় আরো অনেক কিছু।

১৩. অন্যান্য পর্যটন ভেন্যুগুলোতেও স্থাপনা, ইভেন্ট, সুযোগ সুবিধার পাশাপাশি সারা বছর নানা আয়োজন করতে পারি। পৃথিবীর নানা দেশে এরকম আয়োজন করে পর্যটক আকর্ষণ করা হয়। যেমন টমোটো মারামারি পর্যন্ত হয় কোনো কোনো দেশে।

১৪. আমরা সারা বছর নানা ইভেন্ট আয়োজন রাখতে পারি, যেমন আমাদের লোকগান, লোকখেলা, লোক নাচ ইত্যাদি, থাকতে পারে আদিবাসি উপজাতির নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্টানের মহড়াও প্রদর্শনী। নানা ক্রীড়া সাস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন হতে পারে পর্যটন শহরে সারা বছর। হতে পারে আন্তজাতিক নানা উৎসবও।

১৫. কক্সবাজারে একটি আন্তর্জাতিক কালচারাল সেন্টার থাকতে পারে। সেখানে একই জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন হলে নানা আয়োজন থাকবে। চলবে- যাত্রা, নাটক, অপেরা, ব্যালেডান্স, মুনপুরি নৃত্য,

ডিস্কোড্যান্স, মডার্নড্যান্স, আমাদের নিজস্ব সাংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন আয়োজন যার যেটা পছন্দ সে সেটা দেখবে। থাকবে একটি আন্তজাতিক সিনেমা হলও।

১৬. যদি ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রশ্ন আসে তাহলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় মুসলিমদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা অথবা খোলামেলা আমেরিকান বা ইউরোপিয়ানদের জন্য ভিন্ন জোন কিংবা কট্টরদের জন্য অন্য সেক্টর করে সবাইকে যার যার ধর্ম, বিশ্বাস রুচি ও সংস্কৃতি অনুযায়ী পর্যটন সুবিধা ভোগ করার সুযোগ দিতে হবে। অনেকে আমার সাথে হয়তো দ্বিমত হবেন যে একটি মুসলিম রাষ্ট্রে এত সবকিছু হতে পারে না। আমি বলবো এদেশে মদ, পতিতাবৃত্তি, ব্যভিচার, অপসংস্কৃতি, ভারতীয় টিভি ও সিনেমা সংস্কৃতি যদি বহাল তবিয়তে থাকতে পারে। তাহলে ও সব কথার কি লাভ? হ্যাঁ যদি দেশে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয় আর যদি এসব অপরাধ ও অপসংস্কৃতি পুরোপুরি বন্ধ করা যায়। তাহলে আমি আমার আধুনিক সংস্কৃতি বিষয়ক প্রস্তাবগুলো তুলে নিতে পারি।

১৭. পাড়ায় পাড়ায় ট্যুর ক্লাব গড়ে তুলতে হবে। এই ক্লাব ৩ ধরনের হবে। ০১. কর্মাশিয়াল, ০২, নন-কর্মাশিয়াল, ০৩. সামাজিক ব্যবসায়। ব্যবসায়িক ক্লাবগুলো বিজনেস পারমিশন নিয়ে কর্মী নিয়োগ দিয়ে নানা রকম ট্যুর সার্ভিস দেবে। ননকমার্শিয়াল ক্লাবগুলো সামাজিক সংগঠন হিসেবে পর্যটন কর্পোরেশন, যুব মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর এসব কর্তৃক রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত হবে। এদের স্বেচ্চাসেবক থাকবে। এরা দেশের জন্য কাজ করবে। দেশ বিদেশের বিভিন্ন ভ্রমণকারীকে সহযোগিতা করবে। বিপদে পড়লে সাহায্য করবে। এবং দেশে বিদেশের বিভিন্ন ক্লাবের সাথে টুরিস্ট বিনিময় করবে। এটা একটি বিপ্লবের মতো কাজ করবে।

১৮. দেশকে ১২ টি বিভাগে ভাগ করতে হবে। নতুন বিভাগগুলো হলো- কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, যশোর, বগুড়া ও পার্বত্য বিভাগ। প্রতিটি বিভাগের পর্যটন কর্পোরেশন আলাদা আলাদা ও স্বায়ত্বশাষিত হবে। প্রত্যেকে নিজস্ব, ইনস্টিটিউট, রিসোর্ট, গাড়ি ইত্যাদি থাকবে। প্রত্যেকে আলাদাভাবে তার এলাকার

সৌন্দর্য তুলে ধরে প্রচারণা চালাবে। এতে করে নতুন আইডিয়া আসবে, কর্মক্ষম জনবল তৈরী হবে, বেকারদের কাজ হবে, তাদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা সৃস্টি হবে। উন্নয়ন তরান্বিত হবে। সর্বোপরি আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন দিগন্ত উন্মেচিত হবে। পাশাপাশি একে অপরের সহযোগী শক্তি হিসেবে ও কাজ করবে। প্রতিটি বিভাগের বিমানবন্দরগুলোকে কার্যকর করতে হবে। রেলওয়েকে উন্নত করতে হবে। ট্রেনে পর্যটক কোটা সংরক্ষণ করতে হবে।

১৯. সারা দেশ থেকে তরুণ মাঝ থেকে আরো আইডিয়া নিয়ে ঢেলে সাজাতে হবে দেশের পর্যটনশিল্পকে।

২০. একটি আর্কিটেকচারাল পার্ক স্থাপন করা যায়, যেখানে পৃথিবীর বিলুপ্ত নগরের নকশা ও বিখ্যাত স্থাপনার ডামি থাকবে। বানাতে পারি একটি খেলনা মিউজিয়াম, যেখানে দুনিয়ার তাবত খেলনা থাকবে। বিশ্বের নানা দেশের মাটি নিয়ে হতে পারে মাটি জাদুঘর আরো কতকি? ইচ্ছেটাই আসল করার মতো অনেক কাজই আছে।

২১. একটি বিজ্ঞান জাদঘর আজ সময়ের দাবি। নদীমাতৃক দেশে দরকার একটি রিভার মিউজিয়ামও। একটি ওয়াটার মিউজিয়াম হতে দেশের বিদেশের মানুষের আগ্রহের বিন্দু।

২২. বিদেশী নাগরিক এবং টুরিস্টদের গাড়ি হরতাল অবরোধের বাইরে রাখতে হবে।

০১. আমাদের যেকোনে বিষয়ে উত্তরণে মূল সংকট হলো মানষিকতার, সৌন্দর্য এবং নান্দনিকতাকে আমরা যেন ভুলে যেতে বসেছি। কক্সবাজারে সমুদ্র ছাড়া আর কোনো আকর্ষণ আমরা তুলে ধরতে পারিনি। অথচ কক্সবাজার যাওয়ার পথে, কক্সবাজারে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক কিছুই রয়েছে।

০২. কোনো প্রাকৃতিক সুন্দর ভেন্যুকে আমরা সাজিয়ে আরো সুন্দর পর্যটনবান্ধব করতে পারিনি। বরং সৌন্দর্য নষ্ট করতে আমরা ওস্তাদ। উদাহরণ: চট্টগ্রামের ফয়েজ লেক একটি সুন্দর প্রাকৃতিক

নিদর্শন। একে আমরা সুন্দরের নামে একটি টাকার কুমির কোম্পানীর হাতে তুলে দিলাম। যে কোম্পানী কনসার্ট আয়োজন ছাড়া তেমন কোন সামাজিক দায়িত্বমূলক কাজ করেন। আপনারা অনেকেই স্বাক্ষী এই কোম্পানী ফয়েজ লেকে একটি গাঁদা ফুলের গাছও লাগায় নি। বরং লোহা লক্কড়ের রাইড, পাকাঝাকা করে মূল সৌন্দর্যটাকে ঢেকে দিয়েছে। এ ধরনের রাইড তো অন্যস্থানেও করা যেত। একটি আল্লাহ পদত্ত সুন্দর স্থান কেন ১০০ টাকা ফি দিয়ে দেখতে হবে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার জন্য কোনো কুমিরকে টাকা দিতে হবে। এর চেয়ে অযৌক্তিক আর কি হতে পারে। এটা তো সাগরের ডেউ গোনার জন্য মাঝিকে টাকা দেয়ার সমান। অথবা নতুন ঢাকা শহরে এসে বিল্ডিং এর তলা গোনার জন্য কোন বাটপারকে টাকা দেয়ার মতো।

০৩. কোনো একটা সুন্দর জায়গা যখন প্রাদ প্রদীপের আলোয় আসে তখন সেখানে নানা রকম চোর চোট্টার আড্ডাখানা হয়। সেখানে মানুষ নিরাপত্তার পরিবর্তে নানা হয়রানী ধোকাবাজি ও মূল্য কারসাজির শিকার হয়। আর বিদেশিরা সব বাজে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে যায়।

০৪. কোনো একটি সুন্দর বা স্বাস্থ্যকর স্থানে প্রাইভেট সেক্টর নানা ব্যবসার মাধ্যমে বিকশিত হবে এটা স্বাভাবিক কিন্তু কক্সবাজার ও কুয়াকাটায় যে প্লট বিক্রির ব্যবসা শুরু হয়েছে। সে ক্ষেত্রে মূল পর্যটন এলাকার সীমানা কতটুকু রক্ষা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে অনেকেই এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন।

০৫. চট্টগ্রাম এমন একটি শহর যেখানে সাগর নদী পাহাড় সমভূমি বনাঞ্চল এ পাঁচের কম্বিনেশন। এ রকম শহর পৃথিবীতে অনেক গুলো নেই। এই সুন্দরকে কি আমরা ব্যবহার করতে পেরেছি।

০৬. ব্যবসায়ীদের জন্য অনেক হোটেল মোটেল আছে। কিন্তু পর্যটকের জন্য কয়টি হোটেল আছে? চট্টগামের কোন হোটেল থেকে কি পাহাড় দেখা যায় অথবা সমুদ্র? কক্সবাজারে অবশ্য ইদানিং হয়েছে। সব শহরেই একই অবস্থা। একজন পর্যটক ছুটি কাটাতে আসে নিরিবিলি থাকার জন্য। আর

আমাদের হোটেলগুলো সব শহরের ফ্যাঁফুঁ এর ভেতরে। তাহলে আমাদের ব্যবস্থাপনা পর্যটকদের জন্য নয়? এরকম আরো হাজারো বিষয় আছে যা আমাদের চিন্তাচেতনা প্রেজেন্ট করছে এবং তা ইতিবাচক নয়?

০৭. একজন পর্যটক যদি কক্সবাজারে আসে তিনি বুঝি দিনরাত শুধু সমুদ্র দেখবেন আর সমুদ্র দেখবেন। সেখানে সমুদ্র কেন্দ্রীক কোনো আয়োজন থাকবে না? অথচ সব দেশেই তা আছে। আমাদেও এখানে বছওে একদিন ঘুড়ি উড়াও, একদন বিচ বল, একদিন বিচ ক্রিকেট, একদিন কনসার্ট, ব্যস, বছরের আর ৩৬০ দিন কিছুই নেই। এভাবে পর্যটক আকষণ করা যায়? পর্যটন কর্পোরেশন এর দেয়া যেসব তথ্য রয়েছে যে বছরে এত এত বিদেশী পর্যটক আসে। আসলে তার বড়ো একটা অংশ ভারতীয় নাগরিক যাদেও আত্মীয় আছে ঢাকায়, তারপরের বড়ো একটা অংশ অনাবাসী বাংলাদেশী যারা বিদেশী পার্সপোর্ট বহন করেন। এবং বাংলাদেশী সীলে ঘুরে বেড়াতে স্বাচ্ছন্দবোধ করেন না। আর একটি অংশ ব্যবসায়ী আর একটি অংশ আফ্রিকান নাগরিক। প্রকৃত পর্যটকের সংখ্যা খুব কম।

০৮. স্কুবাডাইভিং নেই, কারলিং নেই, সার্ফিং খুবই সীমিত, ফিশিংও তাই, নেই ভালো বোটিং সুবিধা, ওয়াটার রাইডিং নানা আয়োজন কবে হবে কেউ জানে না, সীরানিং ইভেন্ট সুযোগ প্রতিযোগিতা কোনোটাই নেই, বিচ স্পোটিংও হাতে গোনা দু'চারটি, সুইমিং খুব বৈচিত্রপূর্ণ নয় এখানে, ক্লাইম্বিং এর কথাও শোনা যায়না, সানবাথিংও সম্ভবত খুব সূককর নয়, শার্কডাইভিং এর তো প্রশ্নই ওঠেনা, মোটর ডাইভিং খুব একঘেয়ে টাইপের, সিনে শূটিং শুধু বাংলাদেশী ছবির, ওয়াচিং সী এর অনেক অপশন নেই। এতো গেল সমুদ্র কেন্দ্রীক বিভিন্ন ইভেন্ট এরকম পাহাড়, গ্রাম, নদী কেন্দ্রীক এবং আদী বাসী সংস্কৃতি নির্ভর অনেক আয়োজন করা যায়। সে সব এখানে নেই।

০৯. এছাড়া বিলাসী টুরিস্টদের জন্য স্কাইকার, রিসার্চ টাওয়ার, সিঙ্গেল এভিয়েশন, গল্ফ, সুইমিংপুল, সুইমিংজোন, ক্যাসিনো, পানশালা, বিশেষায়িত ক্লাব, ইনডোর আউটডোর স্পোর্টস জোন, পার্টি এন্ড এক্সিবিশন সেন্টার, স্টুডিও এপার্টমেন্ট, আর্ন্তজাতিক মানের শপিং সেন্টার, বহুজাতিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ইত্যাদি আয়োজন প্রতিটি পর্যটন নগরীতে থাকতে হবে। অথচ একটিতেও নেই। আপনি একজন টুরিস্ট হিসেবে নিরপেক্ষভাবে আপনি যখন ভ্রমনে যাবেন তখন কোন ভেন্যু বেছে নেবেন। সকল সুযোগ সুবিধা আছে এরকম একটি জায়গা নাকি শুধু, সাগর, শুধূবন, শুধু পাহাড় আছে এমন স্থান। নিজেই উত্তর পেয়ে যাবেন।

১০. ভারতের শ্লোগান- ইনক্রিডিবল ইন্ডিয়া, মালয়েশিয়ার- ট্রুলি এশিয়া, আমরা দিতে পারি হার্ট অব ওয়ালর্ড অথবা হার্ট অব এশিয়া কিন্তু কে দেবে? বিড়ালের গলাও আছে, ঘন্টাও আছে, বাঁধার কেউ নেই।

## ৪.৪ বাংলাদেশের পর্যটন স্থানসমূহ (Tourist Zones in Bangladesh)

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে যুগে যুগে ভ্রমণকারীরা মুগ্ধ হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে এ সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প উন্নয়নের সম্ভাবনা অপরিসীম। নতুন করে কৌশল ঠিক করে সম্ভাবনার সবটুকুকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে পর্যটনে মডেল হতে পারে। তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশ স্বল্প আয়তনের দেশ হলেও বিদ্যমান পর্যটক আকর্ষণে যে বৈচিত্র্য তা সহজেই পর্যটকদের আকর্ষণ করতে পারে। পৃথিবীতে পর্যটন শিল্প আজ বৃহত্তম শিল্প হিসেবে স্বীকৃত। পর্যটন শিল্পের বিকাশের ওপর বাংলাদেশের অনেকখানি সামগ্রিক উন্নয়ন নির্ভর করছে। দেশে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটলে কর্মসংস্থান ঘটবে ও বেকারত্ব দূরীকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন সফল হবে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রাচীন যুগের ইতিহাস ও শিল্প, সাহিত্য, কালচার ও প্রথার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঐতিহাসিক স্থান দেখার জন্যও পর্যটকরা নিজ দেশের সীমানা পেরিয়ে দূর-দূরান্তে ছুটে চলে

প্রতিনিয়ত। পর্যটন হলো একটি বহুমাত্রিক শ্রমঘন শিল্প। এ শিল্পের বহুমাত্রিকতার কারণে বিভিন্ন পর্যায়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্ভাবনা তৈরি হয়। ফলে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারি অনুদান ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে যথাযথ সমন্বয় সাধন করার পাশাপাশি উন্নত অবকাঠামো, সঠিক পরিকল্পনা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীল অবস্থা দরকার পর্যটনের জন্য। পর্যটন শিল্পের উপাদান ও ক্ষেত্রগুলো দেশে ও বিদেশে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের অধিকতর বিকাশ ঘটানো সম্ভব।

### ৪.৪.১ পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত (Potenga Sea Beach)

পতেঙ্গা সৈকত বন্দর নগরী চট্টগ্রাম শহর থেকে ১৪ কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত। এটি কর্ণফুলী নদীর মোহনায় অবস্থিত। পতেঙ্গা একটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। এটি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নৌ একাডেমী এবং শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের সন্নিকটে। রাতের বেলা এখানে নিরাপত্তা বেশ ভালো এবং রাস্তায় পর্যাপ্ত আলো থাকে। স্থানীয় লোকের মতে, এখানে সুস্বাদু ও মুখরোচক খাবার অত্যন্ত সস্তায় পাওয়া যায়। তেমনি একটি জনপ্রিয় খাবার হল,মসলাযুক্ত কাঁকড়া ভাজা, যা সসা ও পিঁয়াজের সালাদ সহকারে পরিবেশন করা হয়। সন্ধাকালে সৈকতে চমৎকার ঠাণ্ডা পরিবেশ বিরাজ করে এবং লোকজন এখানকার মৃদু বাতাস উপভোগ করে। পুরো সৈকত জুড়ে সারিবদ্ধ পাম গাছ আছে। অসংখ্য মাছ ধরার নৌকা এখানে নোঙ্গর করা থাকে। এছাড়া পর্যটকদের জন্য স্পীডবোট পাওয়া যায়। অধিকাংশ পর্যটক পতেঙ্গা সৈকতে আসে সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করার জন্য।

### ৪.৪.২ ফয়েজ লেক (Foy’s Lake)

ফয়েজ লেক মানব সৃষ্ট একটি খাল যা চট্টগ্রাম বাংলাদেশে অবস্থিত। এটি শহরের উত্তরাংশের পাহাড়ী ঢালের পানি প্রবাহকে বাধের মাধ্যমে আটকিয়ে খালটি ১৯২৪ সালে নির্মাণ করা হয় আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে। রেলওয়ে কলোনির আধিবাসিদের পানির সুবিধা প্রদানের উদ্দেশে। পরে এটির নাম রেলওয়ে প্রকৌশলী মি. ফয় এর নামানুসারে ফয়'জ লেক নামে পরিচিতি পায়। পাহারতলী মূলত চট্টগ্রামের একটি রেল এলাকা, যেখানে কারখানা, শেড আছে। এখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রেলওয়ে কর্মচারী বাস করে। বর্তমানে এখানে, বগি ওয়ার্কশপ, ডিজেল ওয়ার্কশপ, লোকো শেড, পরীক্ষাগার, ভাণ্ডার, ইলেকট্রিক ওয়ার্কশপ, একটি স্কুল (স্থাপিত-১৯২৪) অবস্থিত। এটি রেলওয়ের সম্পত্তি। যাই হোক, বর্তমানে হ্রদটি কনকর্ড গ্রুপের ব্যবস্থাপনায়, চিত্তবিনোদন পার্ক হিসেবে আছে।

### ৪.৪.৩ কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত (Cox's Bazar Sea Beach)

বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত হচ্ছে কক্সবাজার। প্রতিদিন অসংখ্য পর্যটক কক্সবাজারে ভ্রমণে আসছে। কক্সবাজার সৈকতে গেলে দেখা যায় অভাবনীয় দৃশ্য। হাজার হাজার নারী-পুরুষ শিশুর অপূর্ব মিলনমেলা। তাদের আনন্দ উচ্ছ্বাসে মুখরিত সাগর তীর। ভাটার টানে লাল পতাকার সতর্ক সংকেত না মেনে আবেগ আর উচ্ছ্বাসে মেতে সমুদ্রের পানিতে নেমে দুর্ঘটনার শিকারও হচ্ছে অনেক পর্যটক। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পানিতে ডুবে প্রাণহানির ঘটনা যাতে আর না ঘটে সে জন্য নেটিং ব্যবস্থার পরিকল্পনা নেয়া হলেও এ পরিকল্পনা আলোর মুখ দেখেনি। শহরের অভ্যন্তরে ব্যাপকভাবে পাহাড় কাটা, বনাঞ্চল নিধন, সরকারি খাসজমি দখল করে অবৈধ ইমারত গড়ে ওঠার কারণে পর্যটন শহর এখন শ্রীহীন। তবুও কক্সবাজারের টানে পর্যটকরা আসছে। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, ইনানিতে পাথরের সৈকত, মহেশখালীর আদিনাথ মন্দির, হিমছড়ির ঝরনা, ডুলহাজারা সাফারি পার্কসহ কক্সবাজার জেলার পর্যটন স্পটগুলোতে পর্যটকদের উপচেপড়া ভিড় লেগেই আছে।

### ৪.৪.৪ সেন্ট মার্টিন দ্বীপ (Saint Martin Island)

সেন্ট মার্টিন্স দ্বীপ বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত একটি প্রবাল দ্বীপ। প্রচুর নারিকেল পাওয়া যায় বলে স্থানীয়ভাবে একে নারিকেল জিঞ্জিরাও বলা হয়ে থাকে। সেন্ট মার্টিন্স দ্বীপে বিভিন্ন প্রজাতির প্রবাল,শামুক-ঝিনুক, সামুদ্রিক শৈবাল, গুপ্তজীবী উদ্ভিদ, সামুদ্রিক মাছ, উভচর প্রাণী ও পাখি দেখা যায়। দ্বীপটি বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। এখানে প্রতিদিন তিনটি লঞ্চ বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড (টেকনাফ) হতে আসা যাওয়া করে। এছাড়া টেকনাফ থেকে স্পীডবোটও চলাচল করে। সেন্ট মার্টিন্স দ্বীপে বর্তমানে বেশ কয়েকটি ভালো আবাসিক হোটেল রয়েছে। একটি সরকারি ডাকবাংলো আছে। সেন্ট মার্টিন দ্বীপের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো।

### ৪.৪.৫ কাপ্তাই হ্রদ,রাঙামাটি (Kaptai Lake, Rangamati)

চট্টগ্রাম পার্বত্য জেলার অন্তর্গত রাঙামাটি পার্বত্য জেলা জনপ্রিয় পর্যটন এলাকা। এখানে পর্যটক আকৃষ্ট অনেক কিছু দেখার আছে। বিশেষত কাপ্তাই হ্রদ যা, কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত বাঁধের দ্বারা সৃষ্ট। এই হ্রদের স্বচ্ছ ও শান্ত পানিতে নৌকা ভ্রমন অত্যন্ত সুখকর। হ্রদের উপর আছে ঝুলন্ত সেতু। জেলার বরকল উপজেলার শুভলং এর পাহাড়ি ঝর্ণা ইতোমধ্যে পর্যটকদের কাছে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। ভরা বর্ষামৌসুমে মূল ঝর্ণার জলধারা প্রায় ৩০০ ফুট উঁচু থেকে নিচে আছড়ে পড়ে। এছাড়া, কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ এলাকা।

### ৪.৪.৬ সুন্দরবন (The Sundarbans)

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত জীববৈচিত্র্যে ভরপুর পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন। এই বনভূমি গঙ্গা ও রূপসা নদীর মোহনায় অবস্থিত সমুদ্র উপকূল তথা বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিস্তৃত। ২০০ বছর পূর্বে সুন্দরবনের প্রকৃত আয়তন ছিলো প্রায় ১৬,৭০০

বর্গ কিলোমিটার যা কমে এখন ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটারে এসে ঠেকেছে এই সুন্দরবনের ৬,০১৭ হাজার বর্গকিলোমিটার পড়েছে বাংলাদেশ সীমানায়। ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য বলে স্বীকৃতি দেয়ায় সুন্দরবন এখন বিশ্ব মানবতার সম্পদ। ধারনা করা হয় সুন্দরী গাছের নামানুসারেই সুন্দরবনের নামকরন হয়েছে। এই বনে সুন্দরী গাছ ছাড়াও, গেওয়া, কেওড়া, বাইন, পশুর, গড়ান, আমুরসহ ২৪৫ টি শ্রেণী এবং ৩৩৪ প্রজাতির গাছ রয়েছে। পৃথিবীতে মোট ৩টি ম্যানগ্রোভ বনের মধ্যে সুন্দরবন সর্ববৃহৎ। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও জীব-বৈচিত্র্য দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আবহমান কাল ধরে আর্কষন করে আসছে। বিশেষ করে সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, খালের পাড়ে শুয়ে থাকা কুমির এবং বানরের দল পর্যটকদের বেশি আকর্ষণ করে।

### ৪.৪.৭ ষাট গম্বুজ মসজিদ (Sixty Dome Mosque)

ষাট গম্বুজ মসজিদ বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি প্রাচীন মসজিদ। ধারণা করা হয়, ১৫শ শতাব্দীতে খান-ই-জাহান এটি নির্মাণ করেছিলেন। এটি বাংলাদেশের তিনটি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের একটির মধ্যে অবস্থিত; বাগেরহাট শহরটিকেই বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কো এই সম্মান প্রদান করে। মসজিদটি উত্তর-দক্ষিণে বাইরের দিকে প্রায় ১৬০ ফুট ও ভিতরের দিকে প্রায় ১৪৩ ফুট লম্বা এবং পূর্ব-পশ্চিমে বাইরের দিকে প্রায় ১০৪ ফুট ও ভিতরের দিকে প্রায় ৮৮ ফুট চওড়া। দেয়ালগুলো প্রায় ৮•৫ ফুট পুরু।

মসজিদটির নাম ষাট গম্বুজ (৬০ গম্বুজ) মসজিদ হলেও এখানে গম্বুজ মোটেও ৬০ টি নয়, গম্বুজ, ১১টি সারিতে মোট ৭৭টি। পূর্ব দেয়ালের মাঝের দরজা ও পশ্চিম দেয়ালের মাঝের মিহরাবের মধ্যবর্তি সারিতে যে সাতটি গম্বুজ সেগুলো দেখতে অনেকটা বাংলাদেশের চৌচালা ঘরের চালের মত। বাকি ৭০টি গম্বুজ আধা গোলাকার।

### ৪.৪.৮ কুয়াকাটা (Kuakata)

কুয়াকাটা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি সমুদ্র সৈকত ও পর্যটনকেন্দ্র। কুয়াকাটা দেশের *দ্বিতীয়* বৃহত্তম সমুদ্রসৈকত। বরিশাল বিভাগের শেষ মাথায় পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার লতাচাপলী ইউনিয়নের সর্ব দক্ষিণে এ সমুদ্রসৈকত। দৈর্ঘ্য ১৮ কিমি এবং প্রস্থ ৩ কিমি। পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার লতাচাপলী ইউনিয়নে কুয়াকাটা অবস্থিত। ঢাকা থেকে সড়কপথে এর দূরত্ব ৩৮০ কিলোমিটার, বরিশাল থেকে ১০৮ কিলোমিটার। পর্যটকদের কাছে কুয়াকাটা "সাগর কন্যা" হিসেবে পরিচিত। কুয়াকাটা দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র সৈকত যেখান থেকে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দুটোই দেখা যায়, সব চাইতে ভালোভাবে সূর্যোদয় দেখা যায় সৈকতের গঙ্গামতির বাঁক থেকে আর সূর্যাস্ত দেখা যায় পশ্চিম সৈকত থেকে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি কুয়াকাটা। বর্তমানে সমুদ্রের করাল গ্রাসে প্রশস্ততা কিছুটা কমেছে। কুয়াকাটা পরিচ্ছন্ন সৈকত আর কক্সবাজারের চেয়ে অনেক কম কোলাহল। যারা একটু নিরিবিলি সৈকত পছন্দ করেন তাদের জন্য বেড়ানোর আদর্শ জায়গা কুয়াকাটা। সৈকত ঘেঁষেই আছে সারি সারি নরিকেল বাগান। এখানকার অন্যতম আকর্ষণ সমুদ্রের ঢেউ। ঢেউগুলো যখন এসে পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে, তখন স্নিগ্ধতা মন ছুঁয়ে যায়। কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত থেকে ১০ কিলোমিটার পূর্বদিকে রয়েছে আকর্ষণীয় স্থান গঙ্গামতির চর। সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটার জিরোপয়েন্ট থেকে মাত্র দেড় কিলোমিটার পূর্বদিকে গড়ে তোলা হয়েছে পরিকল্পিত ইকোপার্ক। ৭০০ একর জায়গাজুড়ে এ পার্কটি অবস্থিত। এ পার্কের বাগানে বিভিন্ন প্রজাতির ফলদ, বনজ ও শোভাবর্ধনকারী ৪২ হাজার বৃক্ষ রয়েছে।

### ৪.৪.৯ লালবাগের কেল্লা (Lalbagh Fort)

লালবাগের কেল্লা বাংলাদেশের রাজধানী শহর ঢাকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এটি বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটনস্থল। সম্রাট আওরঙ্গজেব তার শাসনামলে লালবাগ কেল্লা নির্মাণের ব্যবস্থা করেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র যুবরাজ শাহজাদা আজম ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে এই প্রাসাদ দুর্গের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। তৎকালীন লালবাগ কেল্লার নামকরণ করা হয় আওরঙ্গবাদ কেল্লা বা আওরঙ্গবাদদূর্গ। পরবর্তীতে সুবাদার শায়েস্তা খাঁনের শাসনামলে ১৬৮৪ খিষ্টাব্দে নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত রেখে দূর্গটি পরিত্যাক্ত হয়। সে সময়ে নতুন ভাবে আওরঙ্গবাদ কেল্লা বাদ দিয়ে লালবাগ কেল্লা নামকরণ করা হয়। যা বর্তমানে প্রচলিত।[১৫] বর্তমানে ( প্রেক্ষিত ২০১২ ) বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ব বিভাগ এই কেল্লা এলাকার রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। প্রশস্ত এলাকা নিযে লালবাগ কেল্লা অবস্থিত। কেল্লার চত্বরে তিনটি স্থাপনা রয়েছে-

- কেন্দ্রস্থলের দরবার হল ও হাম্মাম খানা
- পরীবিবির সমাধি
- উত্তর পশ্চিমাংশের শাহী মসজিদ

### ৪.৪.১০ আহসান মঞ্জিল (Ahsan Manzil)

আহসান মঞ্জিল পুরনো ঢাকার ইসলামপুরে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। এটি পূর্বে ছিল ঢাকার নবাবদের প্রাসাদ। বর্তমানে এটি জাদুঘর হিসাবে ব্যাবহৃত হচ্ছে। এর প্রতিষ্ঠাতা নওয়াব আবদুল গনি। তিনি তার পুত্র খাজা আহসানুল্লাহ-র নামানুসারে এর নামকরণ করেন। এর নির্মাণকাল ১৮৫৯-১৮৭২ সাল। ১৯০৬ সালে এখানে এক অনুষ্ঠিত বৈঠকে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়। প্রতিষ্ঠাতাকাল ১৮৭২। আহসান মঞ্জিল কয়েকবার সংস্কার করা হয়েছে। সর্বশেষ সংস্কার করা হয়েছে অতি সম্প্রতি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বুড়িগঙ্গার তীর ঘেঁষে তখনকার জামালপুর পরগনার (বর্তমান ফরিদপুর-বরিশাল) জমিদার শেখ ইনায়েতউল্লাহ রংমহল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর জমিদারের ছেলে শেখ মতিউল্লাহ এটি ফরাসি বণিকদের কাছে বিক্রি করেন। ১৮৩৫ সালের দিকে বেগমবাজারে বসবাকারী

নবাব আবদুল গনির বাবা খাজা আলীমুল্লাহ এটা কিনে নিয়ে বসবাস করতে শুরু করেন। ১৮৭২ সালে নবাব আবদুল গনি নতুন করে নির্মাণ করে তার ছেলে খাজা আহসানউল্লাহর নামে ভবনের নামকরণ করেন আহসান মঞ্জিল। এই ভবনটি ১৮৮৮ সালে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে ও ১৮৯৭ সালে ভূমিকম্পে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আহসান মঞ্জিলই ঢাকার প্রথম ইট-পাথরের তৈরি স্থাপত্য। যেখানে প্রথম বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা হয় নবাবদের হাতে। মঞ্জিলের স্থাপত্যশৈলী পশ্চিমাদের সবসময়ই আকৃষ্ট করত। লর্ড কার্জন ঢাকায় এলে এখানেই থাকতেন। বাংলাদেশ সরকার আহসান মনঞ্জিলকে জাদুঘর হিসেবে সংরক্ষণ করে। ১৯৯২ সালে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে এখন পর্যন্ত সংগৃহীত নিদর্শন সংখ্যা ৪ হাজার ৭৭। এই রংমহলের ৩১টি কক্ষের মধ্যে ২৩টিতে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া ১৯০৪ সালের আলোকচিত্র শিল্পী ফ্রিৎজকাপের তোলা ছবি অনুযায়ী ৯ টি কক্ষ সাজানো হয়েছে।

### ৪.৪.১১ শহীদ মিনার (Shaheed Minar)

ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিসৌধ। এটি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার কেন্দ্রস্থলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে অবস্থিত। প্রথম শহীদ মিনার নির্মাণ হয়েছিল অতিদ্রুত এবং নিতান্ত অপরিকল্পিতভাবে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা ১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বিকেলে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ শুরু করে রাত্রির মধ্যে তা সম্পন্ন করে। শহীদ মিনারের খবর কাগজে পাঠানো হয় ঐ দিনই। *শহীদ বীরের স্মৃতিতে* - এই শিরোনামে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় ছাপা হয় শহীদ মিনারের খবর। মিনারটি তৈরি হয় মেডিকেলের ছাত্র হোস্টেলের (ব্যারাক) বার নম্বর শেডের পূর্ব প্রান্তে। কোণাকুণিভাবে হোস্টেলের মধ্যবর্তী রাস্তার গা-ঘেঁষে। উদ্দেশ্য বাইরের রাস্তা থেকে যেন সহজেই চোখে পড়ে এবং যে কোনো শেড থেক বেরিয়ে এসে ভেতরের লম্বা টানা রাস্তাতে দাঁড়ালেই চোখে পড়ে। শহীদ মিনারটি ছিল ১০

ফুট উচ্চ ও ৬ ফুট চওড়া। মিনার তৈরির তদারকিতে ছিলেন জিএস শরফুদ্দিন (ইঞ্জিনিয়ার শরফুদ্দিন নামে পরিচিত), ডিজাইন করেছিলেন বদরুল আলম। সাথে ছিলেন সাঈদ হায়দার। তাদের সহযোগিতা করেন দুইজন রাজমিস্ত্রী। মেডিকেল কলেজের সম্প্রসারণের জন্য জমিয়ে রাখা ইট, বালি এবং পুরান ঢাকার পিয়ারু সর্দারের গুদাম থেকে সিমেন্ট আনা হয়। ভোর হবার পর একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় মিনারটি। অবশেষে, বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেবার পরে ১৯৫৭ সালের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের কাজ শুরু হয়। এর নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির তত্ত্বাবধানে। শহীদ মিনার এলাকায় বিভিন্ন রকম কর্মকান্ড পরিচালিত হলেও এটি এখনো অসম্পূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। ২১ ফেব্রুয়ারি ব্যতীত শহীদ মিনার অবহেলিত অবস্থায় পড়ে থাকে।

### ৪.৪.১২ জাতীয় সংসদ ভবন (National Parliament House)

জাতীয় সংসদ ভবন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রধান ভবন। এটি ঢাকার শেরে-বাংলা নগর এলাকায় অবস্থিত। প্রখ্যাত মার্কিন স্থপতি লুই কান এটির মূল স্থপতি। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত আটটি সংসদ নির্বাচনের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় নির্বাচনের পর গঠিত সংসদের অধিবেশনগুলি অনুষ্ঠিত হয় পুরনো সংসদ ভবনে, যা বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) ও পশ্চিম পাকিস্তানের (বর্তমান পাকিস্তান) জন্য আইন সভার জন্য জাতীয় সংসদ ভবনের নির্মাণ শুরু হয় ১৯৬১ সালে। ১৯৮২ সালের ২৮শে জানুয়ারি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর একই বছরের ১৫ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের দ্বিতীয় সংসদের অষ্টম (এবং শেষ) অধিবেশনে প্রথম সংসদ ভবন ব্যবহৃত হয়। তখন থেকেই আইন প্রণয়ন এবং সরকারি কর্মকাণ্ড পরিচালনার মূল কেন্দ্র হিসাবে এই ভবন ব্যবহার হয়ে আসছে। লুই কান কমপ্লেক্সের অবশিষ্ট অংশের ডিজাইন করেন। জাতীয় সংসদ ভবন জাতীয় সংসদ

কমপ্লেক্সের একটি অংশ। কমপ্লেক্সের মধ্যে আরো আছে সুদৃশ্য বাগান, কৃত্রিম হ্রদ এবং সংসদ সদস্যদের আবাসস্থল।

### ৪.৪.১৩ পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার (Paharpur Buddha Bihar)

পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার বা সোমপুর বিহার বা সোমপুর মহাবিহার বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার। পালবংশের দ্বিতীয় রাজা শ্রী ধর্মপালদেব অষ্টম শতকের শেষের দিকে বা নবম শতকে এই বিহার তৈরি করছিলেন। ১৮৭৯ সালে স্যার কানিংহাম এই বিশাল কীর্তি আবিষ্কার করেন। ১৯৮৫ সালে ইউনেস্কো এটিকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের মর্যাদা দেয়। এটি ৩০০ বছর ধরে বৌদ্ধদের অতি বিখ্যাত ধর্মচর্চা কেন্দ্র ছিল। শুধু উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকেই নয়, চীন, তিব্বত, মায়ানমার ( তদানীন্তন ব্রহ্মদেশ), মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধরা এখানে ধর্মচর্চা ও ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে আসতেন। খ্রিষ্টীয় দশম শতকে বিহারের আচার্য ছিলে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝিতে হিউয়েন সাং পুন্ড্রবর্ধনে আসেন ও তার বিস্তারিত বিবরণে সোমপুরের বিহার ও মন্দিরের কোন উল্লেখ নেই। গোপালের পুত্র ধর্মপাল (৭৮১ - ৮২২ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করে দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন ও রাজ্যকে বাংলা বিহার ছাড়িয়ে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গান্ধার পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। সম্রাট ধর্মপাল অনেক নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ ছিলেন ও তিনিই বিক্রমশীলা ও সোমপুর বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। অন্য মতে, বিখ্যাত তিব্বতীয় ইতিহাস গ্রন্থ "পাগ সাম জোন ঝাং" এর লেখক অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ধর্মপালের পুত্র দেবপাল (৮১০-৮৫০) কর্তৃক সোমপুরে নির্মিত বিশাল বিহার ও সুউচ্চ মন্দিরের উল্লেখ করেছেন। সোমপুর বিহারের ভিক্ষুরা নালন্দা, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি ভারতীয় বিভিন্ন বৌদ্ধ তীর্থস্থানে অর্থ ও ধন রত্ন দান করতেন বলে বিভিন্ন লিপিতে উল্লেখ করা আছে যা ১০-১১শ শতাব্দীতে সমৃদ্ধশীল অবস্থার ইঙ্গিত বহন করে।

পুন্ড্রবর্ধনের রাজধানী পুন্ড্রনগর (বর্তমান মহাস্থানগড়) এবং অপর শহর কোটিবর্ষ (বর্তমান বানগড়)-এর মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত ছিল সোমপুর মহাবিহার। এর ধ্বংসাবশেষটি বর্তমান বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজশাহীর অন্তর্গত নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার পাহাড়পুর গ্রামে অবস্থিত। অপর দিকে জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জ রেলস্টেশন থেকে এর দূরত্ব পশ্চিমদিকে মাত্র ৫ কিমি। এটি বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের প্লাবন সমভূমিতে অবস্থিত, প্লাইস্টোসিন যুগের বরেন্দ্র নামক অনুচ্চ এলাকার অন্তর্ভুক্ত। মাটিতে লৌহজাত পদার্থের উপস্থিতির কারণে মাটি লালচে। অবশ্য বর্তমানে এ মাটি অধিকাংশ স্থানে পললের নিচে ঢাকা পড়েছে। পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে প্রায় ৩০.৩০ মিটার উচুতে অবস্থিত পাহাড় সদৃশ স্থাপনা হিসেবে এটি টিকে রয়েছে। স্থানীয় লোকজন একে 'গোপাল চিতার পাহাড়' আখ্যায়িত করত। সেই থেকেই এর নাম হয়েছে পাহাড়পুর, যদিও এর প্রকৃত নাম সোমপুর বিহার।

### ৪.৪.১৪ বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর (Varendra Research Museum)

রাজশাহী বরেন্দ্র জাদুঘরে রক্ষিত আরবী ক্যালিগ্রাফির শিলালিপি। বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর রাজশাহী শহরে স্থাপিত বাংলাদেশের প্রথম জাদুঘর। এটি প্রত্ন সংগ্রহে সমৃদ্ধ। এই প্রত্ন সংগ্রহশালাটি ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এটি পরিচালনা করে থাকে। বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর রাজশাহী মহানগরের কেন্দ্রস্থল হেতেম খাঁ-তে অবস্থিত। এটি বাংলাদেশের প্রথম জাদুঘর। প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহের দিক থেকে এটি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম সংগ্রহশালা। বরেন্দ্র জাদুঘর প্রতিষ্ঠায় নাটোরের দিঘাপাতিয়া রাজপরিবারের জমিদার শরৎ কুমাররায়, আইনজীবী অক্ষয়কুমার মৈত্র এবং রাজশাহী কলিজিয়েট স্কুলের শিক্ষক রামপ্রসাদ চন্দ্রের উল্লেখযোগ্য আবদান রয়েছে। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে তারা বাংলার ঐতিহ্য ও নিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি গঠন করেন। ঐ বছরে তারা রাজশাহীর বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান চালিয়ে ৩২টি দুষ্প্রাপ্য

নিদর্শন সংগ্রহ করেন। এই নিদর্শনগুলো সংরক্ষণ করার জন্য শরৎ কুমার রায়ের দান করা জমিতে জাদুঘরটির নিজস্ব ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়। নির্মাণ শেষ হয় ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে। একই বছরের ১৩ নভেম্বর বাংলার তৎকালীন গভর্নর কারমাইকেল জাদুঘরটি উদ্বোধন করেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা জাদুঘর অকস্মাৎ এতে সংরক্ষিত সকল নিদর্শন দাবি করে বসে। তৎকালীন গভর্নর কারমাইকেলের প্রচেষ্টায় ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ১৪ ফেব্রুয়ারী তারিখে জারীকৃত একটি সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বরেন্দ্র জাদুঘরকে এর নিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যপারে স্বাধীকার প্রদান করা হয় বরেন্দ্র জাদুঘরের সংগ্রহ সংখ্যা ৯ হাজারেরও অধিক। এখানে হাজার বছর আগের সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন রয়েছে। মহেনজোদারো সভ্যতা থেকে সংগৃহীত প্রত্নতত্ত, পাথরের মূর্তি, খিষ্ট্রীয় একাদশ শতকে নির্মিত বুদ্ধ মূর্তি, ভৈরবের মাথা, গঙ্গা মূর্তি সহ অসংখ্য মূর্তি এই জাদুঘরের অমূল্য সংগ্রহের অন্তর্ভুত। মোঘল আমলের রৌপ্র মুদ্রা, গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের গোলাকার স্বর্ণমুদ্রা, সম্রাট শাহজাহানের গোলাকার রৌপ্য মুদ্রা বিশেষ ভাবে উল্যেখযোগ্য। এখানে প্রায় ৫০০০ পুঁথি রয়েছে যার মধ্যে ৩৬৪৬টি সংস্কৃত আর বাকিগুলো বাংলায় রচিত। পাল যুগ থেকে মুসলিম যুগ পযর্ন্ত সময় পরিধিতে অঙ্কিত চিত্রকর্ম, নূরজাহানের পিতা ইমাদ উদ দৌলার অঙ্কিত চিত্র এখানে রয়েছে। নওগাঁর পাহাড়পুর থেকে উদ্ধারকৃত ২৫৬টি ঐতিহাসিক সামগ্রী রয়েছে।

### ৪.৪.১৫ বাঘা মসজিদ (Bagha Mosque)

বাঘা মসজিদ রাজশাহী জেলা সদর হতে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে বাঘা উপজেলায় অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক মসজিদ। সুলতান নাসিরউদ্দীন নসরাত শাহ ১৫২৩ খ্রিস্টাব্দে মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন। মসজিদটি ১৫২৩-১৫২৪ সালে (৯৩০ হিজরি) হুসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন শাহের পুত্র সুলতান নসরাত শাহ নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় এই মসজিদের সংস্কার করা হয় এবং মসজিদের গম্বুজগুলো ভেঙ্গে গেলে ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদে নতুন করে ছাদ দেয়া হয় ১৮৯৭

সালে। প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন সমৃদ্ধ অন্যতম দর্শনীয় স্থাপনা বাঘা দরগা শরীফ বা বাঘা মসজিদ। বাঘার এই ব্যিখাত ও বহুল প্রচারিত শাহী মসজিদ এককালে এতদঞ্চলে ইসলাম প্রচারে নিবেদিত এক সাধকের প্রতি বাংলার সুলতানি আমলের অন্যতম সুযোগ্য শাসকের স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন। যা বর্তমানে দেশের ৫০ টাকার নোটে ও ১০ টাকার ডাক টিকিটে শোভা পাচ্ছে।

### ৪.৪.১৬ মহাস্থানগড় (Mahasthangarh)

মহাস্থানগড় বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রাচীন পুরাকীর্তি। পূর্বে এর নাম ছিল পুণ্ড্রবর্ধন বা পুণ্ড্রনগর। এটি সোমপুর এক সময় মহাস্থানগড় বাংলার রাজধানী ছিল। এখানে মৌর্য,গুপ্ত,পাল,সেন সাম্রাজ্যের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এর অবস্থান বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায়। বগুড়া শহর থেকে প্রায় ১০ কি.মি উত্তরে অবস্থিত। দর্শনীয় স্থান সমূহঃ

- মাজার শরীফ
- কালীদহ সাগর
- শীলাদেবীর ঘাট
- জিউৎকুন্ড
- পরশুরামের ভিটা
- বেহুলার বাসর ঘর গোকুল
- গোবিন্দ ভিটা
- মহাস্থানগড় জাদুঘর

### ৪.৪.১৭ রামসাগর (Ramsagar)

রামসাগর দিনাজপুর জেলার তেজপুর গ্রামে অবস্থিত মানবসৃষ্ট দিঘি। এটি বাংলাদেশে মানুষের তৈরি সবচেয়ে বড় দিঘি। তটভূমিসহ রামসাগরের দৈর্ঘ্য ১,০৩১ মিটার ও প্রস্থ ৩৬৪ মিটার। গভীরতা গড়ে প্রায় ১০ মিটার। পাড়ের উচ্চতা ১৩.৫ মিটার। দীঘিটির পশ্চিম পাড়ের মধ্যখানে একটি ঘাট ছিল যার কিছু অবশিষ্ট এখনও রয়েছে। বিভিন্ন আকৃতির বেলেপাথর স্ল্যাব দ্বারা নির্মিত ঘাটটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ

ছিল যথাক্রমে ৪৫.৮ মিটার এবং ১৮.৩ মিটার। দীঘিটির পাড়গুলো প্রতিটি ১০.৭৫ মিটার উঁচু।[২৭] ঐতিহাসিকদের মতে, দিনাজপুরের বিখ্যাত রাজা রামনাথ (রাজত্বকাল: ১৭২২-১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ) পলাশীর যুদ্ধের আগে (১৭৫০-১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে) এই রামসাগর দিঘি খনন করেছিলেন। তাঁরই নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় রামসাগর।

### ৪.৪.১৮ পিয়াইন নদী, জাফলং (Piyain River, Sylhet)

জাফলং,বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের সিলেট জেলার গোয়াইন ঘাট উপজেলার অন্তর্গত, একটি এলাকা। জাফলং, সিলেট শহর থেকে ৬২ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে[৩০], ভারতের মেঘালয় সীমান্ত ঘেঁষে খাসিয়া-জৈন্তা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এবং এখানে পাহাড় আর নদীর অপূর্ব সম্মিলন বলে এই এলাকা বাংলাদেশের অন্যতম একটি পর্যটনস্থল হিসেবে পরিচিত।

বাংলাদেশের সিলেটের সীমান্তবর্তি এলাকায় জাফলং অবস্থিত। এর অপর পাশে ভারতের ডাওকি অঞ্চল। ডাওকি অঞ্চলের পাহাড় থেকে ডাওকি নদী এই জাফলং দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।[৩১] মূলত পিয়াইন নদীর অববাহিকায় জাফলং অবস্থিত। সিলেট জেলার জাফলং-তামাবিল-লালখান অঞ্চলে রয়েছে পাহাড়ী উত্তলভঙ্গ। এই উত্তলভঙ্গে পাললিক শিলা প্রকটিত হয়ে আছে, তাই ওখানে বেশ কয়েকবার ভূতাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে।

বাংলাদেশে চার ধরণের কঠিন শিলা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ভোলাগঞ্জ-জাফলং-এ পাওয়া যায় কঠিন শিলার নুড়ি।এছাড়া বর্ষাকালে ভারতীয় সীমান্তবর্তী শিলং মালভূমির পাহাড়গুলোতে প্রবল বৃষ্টিপাত হলে ঐসব পাহাড় থেকে ডাওকি নদীর প্রবল স্রোত বয়ে আনে বড় বড় গণ্ডশিলাও (boulder)। একারণে সিলেট এলাকার জাফলং-এর নদীতে প্রচুর পরিমাণে পাথর পাওয়া যায়। আর এই এলাকার

মানুষের এক বৃহৎ অংশের জীবিকা গড়ে উঠেছে এই পাথর উত্তোলন ও তা প্রক্রিয়াজাতকরণকে ঘিরে।

### ৪.৪.১৯ মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত (Madhabkunda Waterfall)

মাধবকুণ্ড ইকোপার্ক,বাংলাদেশেরসিলেট বিভাগের অন্তর্গত মৌলভীবাজার জেলারবড়লেখা উপজেলার কাঁঠালতলিতে অবস্থিত একটি ইকোপার্ক। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের রেস্টহাউজ ও রেস্টুরেন্ট রয়েছে। এই ইকোপার্কের অন্যতম আকর্ষণ হলো মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত, পরিকুণ্ড জলপ্রপাত, শ্রী শ্রী মাধবেশ্বরের তীর্থস্থান, এবং চা বাগান।

মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত, বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ জলপ্রপাত হিসেবে সমধিক পরিচিত। পাথারিয়া পাহাড় (পূর্বনাম: আদম আইল পাহাড়) কঠিন পাথরে গঠিত; এই পাহাড়ের উপর দিয়ে গঙ্গামারা ছড়া বহমান। এছাড়া মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত হয়ে নিচে পড়ে হয়েছে মাধবছড়া। অর্থাৎ গঙ্গামারা ছড়া হয়ে বয়ে আসা জলধারা (১২ অক্টোবর ১৯৯৯-এর হিসাব মতে) প্রায় ১৬২ ফুট উঁচু থেকে নিচে পড়ে মাধব ছড়া হয়ে প্রবহমান। সাধারণত একটি মূল ধারায় পানি সব সময়ই পড়তে থাকে, বর্ষাকাল এলে মূল ধারার পাশেই আরেকটা ছোট ধারা তৈরি হয় এবং ভরা বর্ষায় দুটো ধারাই মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় পানির তীব্র তোড়ে। জলের এই বিপুল ধারা পড়তে পড়তে নিচে সৃষ্টি হয়েছে বিরাট কুণ্ডের। এই মাধবছড়ার পানি পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হতে হতে গিয়ে মিশেছে হাকালুকি হাওরে।

### ৪.৪.২০ নীলগিরি, বান্দরবান (Nilgiri, Bandarban)

পর্যটন একটি বহুমাত্রিক ও শ্রমঘন শিল্প। সবচেয়ে দ্রুত সম্প্রসারণশীল ও বৃহৎ বাণিজ্যিক কর্মকান্ড হিসেবে এ শিল্প বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প দিন দিন দ্রুত হারে জন

প্রিয় হচ্ছে। যার প্রমাণ, ইতোমধ্যে বাংলাদেশের প্রায় দশ লাখ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পর্যটন শিল্পের সাথে জড়িত বলে বিভিন্ন গবেষণা নিবন্ধে প্রকাশ। পর্যটন শিল্পকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে অনেক মানসম্মত হোটেল ব্যবস্থাপনা, ট্রাভেল এজেন্সি, ট্যুর অপারেটর কোম্পানি, বেসরকারি বিমান সংস্থা ইত্যাদি। ফলে এই ক্ষেত্রটি ক্রমেই একটি বিশাল কাজের ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। দেশে পর্যটন সংশ্লিষ্ট পেশা যেমন বাড়ছে, তেমনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পর্যটন নিয়ে পড়াশোনার সুযোগও তৈরি হচ্ছে। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পর্যটনের নানা ক্ষেত্র নিয়ে পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে। সরকারি অর্থায়নে চলছে জাহাঙ্গীরনগর ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে পর্যটন নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম[১০৭]।

অনেকে এখন ছুটি গ্রামে না কাটিয়ে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অন্য কোথাও বেড়াতে যান। গত তিন-চার বছর যাবৎ ঈদের ছুটির সময়ে কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি বা বান্দরবানের হোটেল, মোটেল ও রিসোর্টগুলো পরিপূর্ণ বলে গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হচ্ছে। পর্যটকদের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়াতে হোটেল, মোটেল, রির্সোটগুলোর ভাড়াও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগে কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ইত্যাদি নামকরা জায়গার প্রতি শুধো মানুষের আগ্রহ ছিল। কিন্তু অনেকেই এখন অপরিচিত সুন্দর কোনো জায়গা যেমন, নদীর ধার, কাশফুলের মাঠ কিংবা স্রেফ গ্রাম দেখতেও বেরিয়ে পড়ে। ঢাকা শহরের মানুষ আজকাল এমনকি মাওয়া ফেরিঘাটও দেখতে যায়, একদিনের ছুটি পেলে চলে যায় মানিকগঞ্জের পুরনো মসজিদ বা মন্দির দেখতে কিংবা ঘুরে আসে বঙ্গবন্ধু সেতু থেকে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশে পর্যটনশিল্প বিকাশের বিশাল সুযোগ রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত স্বাধীনতার ৪৪ বছরেও তা আমরা পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারিনি। এক কথায়, আমাদের দেশে পর্যটনশিল্প বিকাশের সম্ভাবনার মাঝে পাহাড় সমান যেমন সমস্যা আছে, তেমনি হিমালয় সমান সম্ভবনাও আছে।

[১০৭] ইত্তেফাক, ২৭ জুন ২০১৫, পৃষ্ঠা ৭, http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/2018/06/28

যেসব সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে সেগুলোও বহুমুখী। যার মধ্যে অবকাঠামোগত অসুবিধা তো আছেই, নিরাপত্তা নিয়েও পর্যটকরা উদ্বিগ্ন থাকেন। প্রায় সময় কক্সবাজারে মতো এলাকায়ও পর্যটকদেরকে ছিনতাইসহ নানা রকমের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হয়। সমুদ্রতীরে চাঁদের আলোয় হেঁটে বেড়াতে কার না ভালো লাগবে! কিন্তু প্রায় সময় ছিনতাইকারী বা বখাটেদের উৎপাতের ভয়ে রাতে বেড় হতে চায় না। দেশি-বিদেশি পর্যটক নতুন জায়গায় অচেনা মানুষের কাছে গিয়ে পড়তে হয় নানা বিড়ম্বনায়। অনেককেই আবার সর্বস্ব খুইয়ে ঘরে ফিরতে হয় ভ্রমণের আকাঙ্খা তুলে রেখে। এ ধরনের বিড়ম্বনা থেকে পর্যটকদের বাঁচানোসহ বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে গতি আনার লক্ষ্যে ২০১৩ সালের নভেম্বরে গঠন করা হয়েছে 'ট্যুরিস্ট পুলিশ' নামে পুলিশের বিশেষ একটি ইউনিট।তবে বর্তমানে সরকারের গঠিত টুরিস্ট পুলিশ পর্যটকদের নিরাপত্তাদানের ক্ষেত্রে ২৪ ঘন্টা নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। পাশাপাশি পর্যটন এলাকার জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কাজও করে যাচ্ছে ট্যুরিস্ট পুলিশ। পর্যটন শিল্প নিয়ে কাজ করে প্রশংসার দাবিদার হচ্ছে বাংলাদেশ পুলিশের এই ইউনিটটি।

## ৪.৫ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটন শিল্পের ভূমিকা (Role of Tourism in Economic Development of Bangladesh)

বিশ্বের অনেক দেশে পর্যটন খাত অর্থনৈতিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তন্মধ্যে- ফ্রান্স, মিশর, গ্রীস, লেবানন, ইসরায়েল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, স্পেন, ইতালি, থাইল্যান্ড অন্যতম। এছাড়াও দ্বীপ রাষ্ট্র হিসেবে খ্যাত মৌরীতাস, বাহামা, ফিজি, মালদ্বীপ, ফিলিপাইন, সিসিলিতেও পর্যটন শিল্প ব্যাপক বিকাশ লাভ করেছে। পর্যটনের মাধ্যমে ব্যাপক পরিমাণের অর্থ মালামাল পরিবহন এবং সেবা খাতে ব্যয়িত হয় যা বিশ্বের মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ৫%। অর্থনীতির সহায়ক সেবা খাত হিসেবে পর্যটনের সাথে জড়িত রয়েছে ব্যাপক সংখ্যক লোক। এর ফলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সেবা খাত বা শিল্পের মধ্যে রয়েছে পরিবহন ব্যবস্থা যাতে বিমান,প্রমোদ তরী, ট্যাক্সিক্যাব; আতিথেয়তা সেবায় থাকা-খাওয়ার

ব্যবস্থা যাতে হোটেল, রিসোর্ট; এবং আমোদ-বিনোদনের মধ্যে চিত্তবিনোদন পার্ক, ক্যাসিনো, শপিং মল, সঙ্গীত মঞ্চ ও থিয়েটার অন্যতম (Leiper, Neil., 1983)।

সম্পদশালী বা বিত্তবান ব্যক্তিরা প্রায়শঃই বিশ্বের দূরবর্তী স্থানগুলোয় ভ্রমন করে থাকেন। সেখানে তাঁরা উল্লেখযোগ্য ভবন, শিল্পকর্ম, নিত্য-নতুন ভাষা শিক্ষালাভ, নতুন সংস্কৃতির সাথে পরিচয়সহ হরেক রকমের রন্ধনপ্রণালীর স্বাদ আস্বাদনের সুযোগ পান। অনেক পূর্বে রোমান প্রজাতন্ত্রে বাইয়ে এলাকায় ধনীক শ্রেণীর জন্য সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় আবাসস্থলের ব্যবস্থা রেখেছিল। ট্যুরিস্ট বা পর্যটক শব্দটির প্রথম প্রয়োগ হয় ১৭৭২ সালেএবং ট্যুরিজম বা পর্যটন শব্দের ব্যবহার হয় ১৮১১ সালে।

১৯৩৬ সালে রাষ্ট্রসংঘ বিদেশী পর্যটকের সংজ্ঞা নির্ধারিত করেছিল। এতে বলা হয়েছিল যে, বাইরের দেশে কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা অবস্থান করবেন তাঁরা পর্যটকরূপে বিবেচিত হবেন। রাষ্ট্রসংঘের স্থলাভিষিক্ত হয়ে ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ এ সংজ্ঞা পরিবর্তন করে। পরিবর্তিত সংজ্ঞায় বলা হয় যে, সর্বোচ্চ ছয় মাস অবস্থানকালীন সময়কালে একজন ব্যক্তি পর্যটকের মর্যাদা উপভোগ করতে পারবেন।

২০১০ সালে ৯৪০ মিলিয়নেরও অধিক আন্তর্জাতিক পর্যটক বিশ্বব্যাপী ভ্রমণ করেন। ২০০৯ সালের তুলনায় এ সংখ্যা ৬.৬% বেশী ছিল। ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক পর্যটনে ৯১৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৬৯৩ বিলিয়ন ইউরো।

ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ এর অধ্যাপক ড. সৈয়দ রাশেদুল হাসান। তিনি উপস্থাপন করেন‘ বাংলাদেশের টেকসই পর্যটন উন্নয়নের অর্থনৈতিক গুরুত্ব’। জনাব রাশেদুল হাসান তাঁর প্রবন্ধে বলেন টেকসই উন্নয়নের অর্থনৈতিক প্রভাব অনেক বিশালতা অপরিমেয়। এ বিষয়ে সঠিক গবেষণা প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় এ সংক্রান্ত ডাটা খুব বাংলাদেশে অপ্রতুল। তিনি বলেন,

পর্যটন কর্মকান্ডের মাধ্যমে স্থানীয় জনগনের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। স্থানীয় সংস্থার সমন্বয়ে এটি গঠন করা যেতে পারে। পর্যটনের প্রতি বছরই সামান্য বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়। অথচ এখানে আরও ১০ গুন বাজেট জরুরী।

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে দ্রত ও সম্প্রসারিত খাত হচ্ছে পর্যটন শিল্প। বিশ্বজুড়ে পর্যটন খাতের জয়জয়কার।শুধু পর্যটন খাতের আয় দিয়ে অনেক দেশেই দ্রত আর্থসামাজিকে অবস্থার পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে। সবুজ শ্যামল এ দেশে পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনার হাতছানি দিচ্ছে যা বাস্তব রুপ দিতে পারলে নিম্মোক্ত সাফল্য অর্জন করা সম্ভবঃ

- জোনভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের ২০০৭ সালের জন্য ভ্রমনে ও পর্যটনেরসূচকে ১২৪ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান১২০ তম। গত ১৫ বছরে পর্যটনখাতে আয় বেড়েছে তিনগুন যা ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা আছে।
- টুরিজ্যম প্রতিষ্ঠানটিজি আই এশিয়ার নির্বাহী পরিচালক বোরহান উদ্দিন বলেন পর্যটন সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশে ব্যাপক কর্মসংস্থান এর পাশাপাশি প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব।
- বর্তমানে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) পর্যটনের অবদান ২.১ শতাংশ। যা দুই বছরে আগে দেড় শতাংশের মত ছিল। এখানে এখন কর্মসংস্থান হয়েছে। প্রায় ৩০ লাখ লোকের পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্টরা বলেছেন- "মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী যদি কাজ করা যায় তবে পর্যটন শিল্পের দ্বারা বাংলাদেশের মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা যাবে।
- আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলায় অংশগ্রহন খাতে এগিয়ে থাকা দেশগুলোর পর্যটন সেবা সংশ্লিষ্টদের সাথে মতবিনিময় ইত্যাদি কার্যাবলির মাধ্যমে আর্ন্তজাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি সম্ভব।

- বাংলাদেশ টুরিজ্যম বোর্ডসূএ জানা যায়, সরকার পর্যটন সম্ভবনাকে কাজে লাগানোর জন্য কিছু উদ্যোগ গ্রহন করেছন। এর মধ্যে একটি হল; কক্সবাজার বিমান বন্দরকে আর্ন্তজাতিক মানে উত্তরন, কক্সবাজার ও টেকনাফ পর্যন্ত টুরিস্ট ট্রেন চালু, ইনামি থেকে টেকনাফ পর্যন্ত এক্সক্লুসিভ টুরিস্ট জোন গঠন ইত্যাদি।
- সম্ভাবনাময় এ পর্যটন শিল্পকে আরও সম্ভবনা করে তোলার জন্য জন্য দরকার দেশীয় বিনিয়োগের পাশাপাশি বৈদেশিক বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি।
- বাংলাদেশের পর্যটন কর্পোরেশের বাণিজ্যক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় পাশাপাশি পর্যটন শিল্পে মানবসম্পদ উন্নয়নের  জন্য ১৯৭৪ সালে জাতীয় হোটেল ও পর্যটন প্রশিক্ষন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পর্যন্ত এখানে পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষনের কোর্সে ৩৫০০০ এর বেশী ছাএছাএীকে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেও বিদেশে কর্মরত। ফলে বৈচিত্র্যময় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সৃষ্টি হয়।
- বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে এই পর্যটন খাতকে আরও সম্ভাবনাময় করে তোলা সম্ভব। তাই প্রেক্ষাপটে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিলে পর্যটনের মতো অদৃশ্য রপ্তানি পণয় খাতে বাংলাদেশে মুদ্রা অর্জন করতে পারবে।
- পর্যটন নিয়ে সরকারের আছে নুতন পরিকল্পনা, সম্ভাবনাময় পর্যটন এলাকা টেকনাফকে নিয়ে নুতন যে প্রকলপ হাতে নেয়া হয়েছে এর নামকরন করা হয়েছে- “প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান অব কক্সবাজার টাউন অ্যান্ড সিবিচ আপটু টেকনাফ। পরিকল্পিত উপায়ে সেখানে হোটেল মোটেল জোন গড়ে তোলা হলে এখানে আয় বাড়বে।
- ট্যুর অপারেটর আসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ সভাপতি তৌফিক উদ্দিন আহমেদ বলেন- পর্যটন একটি বহুমাৎিত্রক শ্রম ঘন শিল্প। এ শিল্পের বহুমাৎিত্রকতার কারনে বিভিন্ন পর্যায়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সম্ভাবনা তৈরি হয়।

- পর্যটন নগরী কক্সবাজারের সঙ্গে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বানিজ্যিক সুবিধা বাড়ালে পাল্টে যাবে অর্থনৈতিক চাহিদা।
- তাছাড়া সম্ভাবনাময় পর্যটন শিল্পকে কাজে লাগিয়ে অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি, সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন, আর্ন্তজাতিক সম্প্রীতিসহ বিবিধ কার্যাবলী ত্বরান্বিত হবে।

পর্যটন একটা ব্যতিক্রমধর্মী রপ্তানি বাণিজ্য। অন্যান্য বাণিজ্যে বিদেশে পণ্য প্রেরণ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়। কিন্তু পর্যটনের ক্ষেত্রে বিদেশিদের দেশ ভ্রমণে আকৃষ্ট করার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা হয়।

বর্তমান বিশ্বে পর্যটন একটা দ্রুত প্রসারণশীল শিল্প হিসাবে পরিগণিত ও কোন কোন দেশে একক বৃহত্তর লাভজনক শিল্প হিসাবে স্বীকৃত। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটনের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পর্যটন উন্নয়নে বিনিয়োগ অন্যান্য খাতে বিনিয়োগের তুলনায় কোন অংশেই কম লাভজনক নয়। বরং কোন কোন দেশে অন্যান্য শিল্পে বিনিয়োগের তুলনায় পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগ অধিক লাভজনক প্রমাণিত হয়েছে। পর্যটন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত হোটেল, মোটেল অনুন্নত অঞ্চলগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখে। এভাবে পর্যটন শিল্পের জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে প্রগতিশীল ভূমিকা রাখতে সক্ষম। পর্যটন কর্তৃক সৃষ্ট বাণিজ্যিক লেনদেনের গতিধারা দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে অন্যান্য খাতের চেয়ে তুলনামূলকভাবে উচ্চতর ও দ্রুততর। পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকে আয় ব্যয় হিসাবে অনেকগুণ অধিক লভ্যাংশ পাওয়া যায়। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, অন্যান্য রপ্তানির তুলনায় পর্যটন শিল্প থেকে আয়ের পরিমাণ দ্রুত বর্ধনশীল। কোন কোন দেশে পর্যটন ক্ষেত্রে ব্যালেন্স অব পেমেন্টের বাণিজ্য ঘাটতি আংশিক পূরণে বিশেষ সহায়ক বলে লক্ষ্য করা যায়।

পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের সাথে দেশে চাকরি প্রসারের বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকবে। একটা পর্যটন অঞ্চল গঠন ও উন্নয়নের ফলে সেখানে পর্যটক ও দর্শক সমাগমের মাধ্যমে অর্থ প্রবাহ সৃষ্টি হয়। উল্লেখিত অঞ্চলে যেখানে অতীতে কোন শিল্প গড়ে উঠার সম্ভাবনা ছিল না।

অবসর বিনোদন, আরাম আয়েশ ও উপভোগের উদ্দেশ্য ছাড়াও আধুনিককালে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যেও ব্যাপক পর্যটন সংঘটিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন দেশের উৎপাদিত পণ্যের আন্তর্জাতিক বিপণন, সরবরাহ ও চাহিদা মিটানোর জন্য ব্যবসায়ী মহলের জন্য পর্যটন একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপায়। শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের এই আন্তর্জাতিক ভ্রমণ অন্যান্য পর্যটকদের ভ্রমণের পরিপূরক এবং বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রকৃষ্ট সহায়ক। এছাড়া, বিভিন্ন দেশের পারস্পারিক প্রতিনিধিদের বিভিন্ন সভা, সম্মেলন, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি অংশগ্রহণ ও পর্যটনের আওতাভুক্ত। এ ধরনের অংশগ্রহণের কারণে ও দেশে পর্যটন থেকে প্রভূত অর্থ উপার্জন হয়ে থাকে। পর্যটন থেকে এসব উপার্জন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনেক সুযোগ সৃষ্টি করে। বর্তমান বিশ্বের অনেক দেশ, যেমন সুইজারল্যান্ড, গ্রীস, ফ্রান্স, ইটালী, স্পেন, হাওয়াই, কানাডা, সাইপ্রাস, মিশর, শ্রীলংকা, কেনিয়া, মরোক্কো,ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, থাইল্যান্ড, মেক্সিকো, তিউনিসিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালদ্বীপ, সিংগাপুর, ফিলিপাইনস, হংকং, নিউজিল্যান্ড, ফিজি, অষ্ট্রেলিয়ার তাসমানিয়া, পেনিনসুলা ও এলিস স্প্রিং পর্যটন থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করে থাকে।

বাংলাদেশ সরকার পর্যটন উন্নয়নের অবশ্য এক মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করেছে। এই মাস্টার প্ল্যান যত শীঘ্র সম্পূর্ণরূপে বাস্তবে রূপায়িত হয়, ততই মঙ্গল। পর্যায়ক্রমে দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সাথে কিছু কিছু অত্যাবশ্যকীয় স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নওসম্ভব।

বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মত উপরোক্ত প্রয়াস বিবেচনায় যথাযোগ্যভাবে বাংলাদেশে পর্যটন । পর্যটন একটি বহুমাত্রিক ও শ্রমঘন শিল্প। সবচেয়ে দ্রুত সম্প্রসারণশীল ও বৃহৎ বাণিজ্যিক কর্মকান্ড হিসেবে এ শিল্প বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করেছে। পৃথিবীর সমগ্র জনগোষ্ঠীর প্রতি ১১ জনের মধ্যে গড়ে ১ জন বর্তমানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পর্যটন পেশার সঙ্গে জড়িত।

বাংলাদেশের মানুষের ঘরকুনো বলে বদনাম দীর্ঘদিনের। তবে বর্তমানে প্রেক্ষাপট ভিন্ন। অনেকে এখন ছুটি গ্রামে না কাটিয়ে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অন্য কোথাও বেড়াতে যান। গত তিন-চার বছর ধরে ঈদের ছুটির সময়ে কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি বা বান্দরবানের হোটেল, মোটেল ও রিসোর্টগুলো পরিপূর্ণ বলে পত্রিকাগুলোতে খবর বেরুচ্ছে। এমনও শোনা গেছে, হোটেলে জায়গা না পেয়ে অনেককে গাড়িতেই রাত কাটাতে হয়েছে। বেড়ানোর এই চিত্র কিছুকাল আগেও ভাবা যেত না।

আগে কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ইত্যাদি নাম করা জায়গার প্রতি মানুষের আগ্রহ ছিল। কিন্তু অনেকেই এখন অপরিচিত সুন্দর কোনো জায়গা, নদীর ধারে কাশ ফুলের মাঠ কিংবা স্রেফ গ্রাম দেখতেও বেরিয়ে পড়ে। ঢাকা শহরের মানুষ আজকাল এমনকি মাওয়া ফেরিঘাটও দেখতে যায়, একদিনের ছুটি পেলে চলে যায় মানিকগঞ্জের পুরনো মসজিদ বা মন্দির দেখতে কিংবা ঘুরে আসে বঙ্গবন্ধু সেতু থেকে। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প দিন দিন দ্রুত হারে জনপ্রিয় হচ্ছে। যার প্রমাণ, ইতোমধ্যে বাংলাদেশের প্রায় দশ লাখ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পর্যটন শিল্পের সাথে জড়িত।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশে পর্যটনশিল্প বিকাশের বিশাল সুযোগ রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত স্বাধীনতার ৪৩ বছরেও তা আমরা কাজে লাগাতে পারি নি। এক কথায়, পর্যটনশিল্প বিকাশের সম্ভাবনার মধ্যে আমরা হিমালয় সমান সমস্যা নিয়ে বসে আছি। এসব সমস্যা বহুমুখী। যার মধ্যে অবকাঠামোগত অসুবিধাতো আছেই, নিরাপত্তা নিয়েও পর্যটকরা উদ্বিগ্ন থাকেন। কক্সবাজারের মতো

এলাকায় পর্যটকরা ছিনতাইসহ নানা রকমের নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। সমুদ্র তীরে চাঁদের আলোয় হেঁটে বেড়াতে কার না ভালো লাগবে! কিন্তু ছিনতাইকারী বাবখাটেদের উৎপাতে সেটি হবার জো নেই। বিশেষত নারী ও বিদেশি পর্যটকরা যে রাতে একটু নিরুদ্বিগ্নভাবে ঘুরে বেড়াবে, সেটি সব সময় সম্ভব হয় না। দিনের বেলায় ফেরিওয়ালাদের উৎপাত, পর্যটন স্পটে জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য ইত্যাদি কারণে পর্যটকেরা অনুৎসাহিত হন। একটি আধা-লিটার পানির সর্বোচ্চ খুচরা দাম যেখানে ১২ টাকা, পর্যটন স্পটে সেটি কেন ২৫ টাকা হবে? কেন পর্যটকদের কাছ থেকে কোরাল মাছের দাম নিয়ে অন্য সামুদ্রিক মাছ খেতে দেয়া হবে? একসময় কক্সবাজারের পাহাড়গুলো বন সম্পদে ভরপুর ছিল। সৈকতের পাশাপাশি এসব পাহাড় মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। কিন্তু কালের পরিক্রমায় বর্তমান সময়ে এসব বৃক্ষরাজি চোখেই পড়ে না।

বর্তমানে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য পর্যটন স্থানগুলো দূষণের শিকার। সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থা না থাকায় ভ্রমণকালে পর্যটকরা তাদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ফেলে পরিবেশ দূষণ করছে। এতে স্থানীয় জীববৈচিত্র হুমকির মুখে পড়ছে।

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, কক্সবাজারের পৌর এলাকায় প্রতি দিনশহরে ৩০ টন বর্জ্য উৎপাদন হয়। এসব বর্জ্য নালা কিংবা সমুদে ফেলা হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে ১০-১৫ বছরের মধ্যে ময়লার গন্ধে থাকা যাবে না। সমুদ্র ভরে যাচ্ছে ময়লা-বর্জ্য। আমরা নিজ হাতে কক্সবাজারের পর্যটনের সম্ভাবনা নষ্ট করছি। প্রকৃতি আমাদের দু'হাত ভরে দিলেও আমরা তার অতি অল্পই ব্যবহার করতে পারছি। বিশ্বের বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত আমাদের দেশে হলেও আমরা এখনো সৈকতের ১২০ কিলোমিটার ব্যবহার করতে পারি নি। ৪৩ বছর ধরে মাত্র তিন কিলোমিটার সৈকত ব্যবহৃত হচ্ছে।

রাজনৈতিক অস্থিরতা আমাদের দেশের পর্যটন শিল্পের সবচেয়েবড় বাঁধা। অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে বিদেশি পর্যটকেরা যেমন এদেশে আসতে উৎসাহ পান না তেমনি দেশীয় ভ্রমণ পিপাসুরাও নিরাপদ বোধ করেন না। অথচ, নেপালের মত ছোট দেশে পর্যটকের সংখ্যা অস্বাভাবিক

হারে বাড়ছে। নেপালে পর্যটকদের সুবিধার্থে অ্যারাইভাল ভিসা দেওয়া হয়। আমাদের দেশে এমন ব্যবস্থা করলে পর্যটকের সংখ্যা বাড়বে। যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্বলতা বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প বিকাশে অণ্যতম এক প্রতিবন্ধতকা। প্রতিটি পর্যটন স্পটের মাঝে প্রশস্ত রাস্তা ও ট্রেন ব্যবস্থা থাকলে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিরম্বনা থেকে রেহাই পাওয়া যেত। চট্টগ্রাম থেকে টেকনাফ পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণ এবং রেললাইনের ভিত্তিপ্রস্তর করা হলেওতহবিল জটিলতায় কাজ হচ্ছে না।অনেক সময় স্থানীয় জনগণ পর্যটকদের সাথে সহযোগীতামূলক আচরণ করেন না। পর্যটক ও স্থানীয় জনগণের সামাজিক অবস্থানের পার্থক্যের কারণে এরকমটি হয়। পর্যটকরা আদিবাসী তথা স্থানীয় ঐতিহ্য দেখে অবজ্ঞা করে। একমাত্র সবার মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে এ সমস্যা কাটানো সম্ভব। পর্যটন শিল্পে অনেক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ আশানুরুপভাবে অগ্রগতি করতে পারছে না। সকল সমস্যা চিহ্নিত করে জরুরিভিত্তিতে সমাধান করে পর্যটন শিল্পকে বিকশিত করা প্রয়োজন। তবেই বাংলাদেশের অপরিসীম সম্ভাবনাময় পর্যটন শিল্প দেশের অর্থনীতিতে আশানুরূপ ভূমিকা রাখতে পারবে। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা অনেক বেশি। ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম কাউন্সিল তাদের এক গবেষণায় দেখিয়েছে, ২০১৩ সালে পর্যটন খাতে ১ দশমিক ৩ মিলিয়ন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা দেশের মোট কর্মসংস্থানের ১ দশমিক ৮ শতাংশ। ২০১৪ সালে এ খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও ৪ শতাংশ বাড়ার কথা। ২০১৪ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে ২ দশমিক ৭শতাংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। সে হিসাবে ২০২৪ সালে মোট কর্মসংস্থানের মধ্যে পর্যটন খাতের অবদান দাঁড়াবে ১ দশমিক ৯ শতাংশ। পর্যটন শিল্পের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন সেক্টর, যেমন- পরিবহন, হোটেল, মোটেল, রেস্তোরা, রিসোর্ট, এয়ারলাইন্স ও অন্যান্য যোগাযোগের মাধ্যম থেকে পৃথিবীর অনেক দেশ প্রতি বছর প্রচুর রাজস্ব আয় করে, যা অন্য যে কোনো বড় শিল্প থেকে পাওয়া আয়ের চেয়ে বেশি। পর্যটন শিল্পের জিডিপিতে প্রত্যক্ষ অবদানের ভিত্তিতে ১৭৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের অবস্থান ১৪২তম।

বর্তমানে বাংলাদেশের জিডিপির প্রায় ২ শতাংশ আসে পর্যটন খাত থেকে। ইতোমধ্যে পর্যটন বিশ্বের বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহের এক-তৃতীয়াংশের রপ্তানি আয়ের প্রধান উৎস পর্যটন শিল্প। বিশ্ব পর্যটন সংস্থার প্রাক্কলন অনুযায়ী সারা বিশ্বে প্রায় ১০০ মিলিয়নের বেশি মানুষ তাদের জীবন-জীবিকার জন্য এই শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। সমগ্রবিশ্বে ২০২০ সাল নাগাদ পর্যটন থেকে প্রতিবছর দুই ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার আয়হবে। ওপরের এই ছোট আলোচনা থেকে বোঝা যায়, এ দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে পর্যটন শিল্প বড় নিয়ামক হতে পারে। সরকার২০১০ সালে একটি পর্যটন নীতিমালা করেছে, সেখানে বহুমাত্রিক পর্যটনের কথাবলা হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বহুমাত্রিক পর্যটনশিল্পের সম্ভাবনা রয়েছে শুধু কক্সবাজারে। বহুমাত্রিক পর্যটনে সাংস্কৃতিক, ইকো, স্পোর্টস, কমিউনিটি ওভিলেজ টুরিজম থাকবে।

আশার বিষয় হল, বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে বেসরকারি বিনিয়োগ ধীরে ধীরে বাড়ছে। পর্যটকদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে কক্সবাজারে রাজধানী নগরী ঢাকা থেকেও বেশি হোটেল/মোটেল গড়ে উঠেছে। সকল পর্যটন কেন্দ্রেই বেসরকারি উদ্যোগের কারণে অভ্যন্তরীণ পর্যটকদের আকর্ষণবৃদ্ধি পাচ্ছে উল্লেখযোগ্য হারে।সুতরাং, বাংলাদেশকে আগামী ২০২১ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে হলে এ শিল্পকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা জরুরি। আর এ লক্ষ্যে আগামী ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশে ২০ লাখ পর্যটক আগমনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিনোদনের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি, পর্যটন আকর্ষণের বহুমুখীতা বৃদ্ধি, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান এবং পর্যটন বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। যা বাস্তবায়িত হলে দিগন্ত রাঙিয়ে ভোরের নতুন সূর্যের আভায় অমিত সম্ভাবনার দেশ হিসেবে আবির্ভূত হবে আমাদের প্রিয় স্বদেশ- ‘রূপময় বাংলাদেশ’!

## ৪.৬ উপসংহার (Conclusion)

বাংলাদেশের পর্যটনে প্রচলিত চিন্তা চেতনার বাইরে একটু দেশীয় ছোঁয়া দিতে পারলে অভ্যন্তরীণ পর্যটকের সংখ্যা বিপুলভাবে বেড়ে যাবে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশই এমন, একটু চেষ্টা করলে সারা দেশটাকেই পর্যটন স্পট হিসেবে গড়ে তোলাসম্ভব। আমরা অনেকেই যেখানে জন্মেছি, তার পাশের উপজেলা বা জেলাতে যাই নি; কিন্তু একটা পর্যটন স্পট থাকলে সহজেই মানুষ আশেপাশের জেলাগুলোতে বেড়াতে যেতে পারতো। অনেক বেসরকারি ট্যুর অপারেটর এসব ক্ষেত্রে কাজ শুরু করলেও নানা মাত্রায় পর্যটন শিল্পের সার্বিক ভাবনা ও বিকাশে বাংলাদশ পর্যটন কর্পোরেশনকেই এগিয়ে আসতে হবে। সুজলা সুফলা, শস্য-শ্যামলা এই বাংলার এক অমিত সম্ভাবনাময় সেক্টর পর্যটন শিল্প। প্রতি বছর হাজার হাজার দেশি ও বিদেশি পর্যটক ভিড় করছে বাংলাদেশের ট্যুরিস্ট স্পটগুলোতে। আয় হচ্ছে বহু টাকা। কিন্তু দেশের পর্যটন শিল্পের জন্য যে পরিমাণ রিসোর্স তার শতকরা ২০ ভাগও আমরা ব্যবহার করতে পারি না। কেন পারিনা সে ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। সম্ভাবনাময় পর্যটন শিল্পের নানা সমস্যা ও সম্ভাবনা দেখে দেশের পর্যটনকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে বেশ কিছু সংগঠন গড়ে উঠে, যেমন TOAB, ATATB, PATA, BFTD এ সমস্ত সংগঠন সংশ্লিষ্ট সকল সস্থার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে পর্যটন বিষয়ক সকল কার্যক্রমে একাত্মতা প্রকাশ করে আসছে। এই সমস্ত সংগঠনের সদস্যগণ পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সাথে সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলাযেমন ITE, WTM, BITE, ATA, TTF, SATTE ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করে এসেছে। বিগত ২০১১ সাল থেকে BFTD বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলার (BITF) সফল অনুষ্ঠান করে আসছে। এতদ্ব্যতীতও কলকাতা, লন্ডন সহ বিভিন্ন শহরে দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে আসছে।

এ শিল্পকে এগিয়ে নিতে সরকারকে যথেষ্ট আন্তরিক হতে হবে। পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে যে সকল সেক্টরে সংস্কার করা প্রয়োজন তা অতি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। দ্বিতীয়ত আমাদের Capacity Build Up করতে হবে যেমন আবাসন, পরিবহন, খাবার-দাবার ইত্যাদি সমস্যাগুলো সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। তাছাড়া রয়েছে Long Weekend এবং Off Season এর সমস্যা। এ দুটি সময়ে পর্যটকও Hotelier দের বিভিন্ন সমস্যাগুলো নিরুপন করে সুষ্ঠু সমাধান কল্পে সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

## পঞ্চম অধ্যায়

# কুমিল্লা জেলার পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও সম্ভাবনা (The Development and Prospects of Tourism in Cumilla)

### ৫.১ ভূমিকা (Introduction)

গোমতী, ময়নামতি, শালবন বিহার, শাহ সুজা মসজিদ, কোটিলা মুড়া, চণ্ডীমুড়া, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ওয়ার সিমেট্রি, ধর্মসাগর, রাণীর দীঘিসহ নানা ঐতিহাসিক নিদর্শন রয়েছে যা আকর্ষণ করে ইতিহাসবিদ ও পর্যটকদের। সংগীতজ্ঞ শচীন দেব বর্মন, রাজনীতিবিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমিল্লা মডেলের পথিকৃত ড আখতার হামিদ খান প্রমুখের স্মৃতি বিজড়িত কুমিল্লা দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

### ৫.২ কুমিল্লা জেলার পর্যটন স্থানসমূহ (Tourist places of Comilla District)

#### ৫.২.১ শালবন বৌদ্ধবিহার (Shalban Buddha Vihara)

শালবন বিহার আনুমানিক সপ্তম-অষ্টম শতকে নির্মাণ করা হয়। রাজা চতুর্থ ভবদেব এটি নির্মাণ করেন। শালবন বিহার বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনগুলোর মধ্যে অন্যতম। সপ্তম-দ্বাদশ শতকের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায় এখানে। বিহারটি দেখতে চৌকাকৃতির। প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ ১৬৭.৭ মিটার এবং প্রতিটি দেয়াল ৫ মিটার পুরু। বিহারে সর্বমোট ১৫৫ টি কক্ষ আছে এবং প্রতিটি কক্ষের সামনে চওড়া বারান্দা আছে। বারান্দার প্রান্তে রয়েছে দেয়াল যার প্রতিটিতে আছে তিনটি করে কুলুঙ্গি। শোনা যায়, কুলুঙ্গিতে দেব-দেবী ও তেলের প্রদীপ রাখা হতো এবং কক্ষগুলোতে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা থাকতেন। তারা সেখানে বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্ম চর্চা করতেন।

**চিত্র ২- কুমিল্লায় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কক্ষগুলো**

উৎসঃ (www.archaeology.gov.bd)

পূর্বে এই প্রত্নকেন্দ্রটি শালবন 'রাজার বাড়ি' নামে পরিচিত ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকখননে বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হওয়ায় একে শালবন বিহার নামে আখ্যায়িত করা হয়। এর আসল নাম ভবদেব মহাবিহার। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত দেব বংশ এই অঞ্চল শাসন করেন এবং চতুর্থ রাজা ভবদেবই এই মহাবিহারের নির্মাতা ছিলেন। বর্গাকার বিহারটির প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ৫৫০ ফুট । চার বাহুতে সর্বমোট ১১৫ টি সন্ন্যাসকক্ষ, মধ্যভাগে একটি উন্নত মন্দির ও উত্তর বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে বিশালাকার তোরন এই বিহারের বিশেষ আকর্ষণ।

**চিত্র ৩- শালবন বিহারের নিদর্শনসমূহ**

উৎসঃ
(www.archaeology.gov.bd)

কেন্দ্রীয় মন্দিরটিতে ৬ টি ও বিহারটিতে ৪ টি নির্মাণ যুগের প্রমান পাওয়া গিয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের ধ্বংসাবশেষ তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম নির্মান যুগের ধ্বংসাবশেষের নিচে ঢাকা পড়েছে। ষষ্ঠ নির্মাণ যুগের মন্দির উপর হতে অপসারিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্দিরটি তৃতীয় নির্মাণ যুগে ক্রুশাকৃতিরূপ পরিগ্রহ করে এবং ঐ সময়েই চতুরদিকসহ বিহার দ্বারা বেষ্টিত হয়ে একাই বিশাল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। নিকটবর্তী আনন্দ বিহার ও এর কেন্দ্রীয় মন্দির সম্ভবত এই বিহারের পূর্বদৃষ্টান্ত। খননে এই প্রত্নকেন্দ্র হতে বিপুল পরিমাণ প্রত্নসম্পদ পাওয়া গিয়েছে। যা স্থানীয় জাদুঘরে সঞ্চিত ও প্রদর্শিত আছে। এখানে আবিষ্কৃত প্রত্নসম্পদ ষষ্ঠ শতাব্দী হতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রাচীন বঙ্গ সমতটেরই অতীত স্মৃতি বহন করে।

বিহারের বাইরে প্রবেশদ্বারের পাশে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি হল ঘর রয়েছে। চারদিকে দেয়ার ও সামনে চারটি বিশাল গোলাকার স্তম্ভের ওপর নির্মিত সে হল ঘর টিভি ক্ষুদের খাবার ঘর ছির বলে ধারণা করা হয়। হল ঘরের চারদিকেই ঢের চওড়া দেয়াল রয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে বিহারটির ধ্বংসাবশেষ থেকে আটটি তাম্রলিপি, প্রায় চার শটি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা, অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক, টেরা কোটা, সিল মোহর, ব্রোঞ্জ ও মাটির মূর্তি পাওয়া গেছে। এসবই বাংলাদেশের প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহন করে।

**চিত্র ৪- শালবন বিহারে প্রাপ্ত ফলক, মূর্তি ও মুদ্রাসমূহ**

উৎসঃ [illegible], [illegible]
(www.archaeology.gov.bd)

### ৫.২.২ ময়নামতি (Mainamati)

ময়নামতি ওয়্যার সিমেট্রি বাংলাদেশের কুমিল্লাতে অবস্থিত একটি কমনওয়েলথ যুদ্ধ সমাধি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বার্মায় সংঘটিত যুদ্ধে যে ৪৫০০০ কমনওয়েলথ সৈনিক নিহত হয় তাদের স্মৃতিরক্ষার্থে মায়ানমার, আসাম এবং বাংলাদেশ ৯টি রণ সমাধিক্ষেত্র তৈরি করে। বাংলাদেশের দুইটি রণ সমাধি ক্ষেত্র আছে যার একটি কুমিল্লায়, অপরটি চট্টগ্রামে অবস্থিত। কুমিল্লা নগর থেকে ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কের পশ্চিম পাশে ছায়া ঘেরা স্নিগ্ধ নৈসর্গিক পরিবেশে অবস্থিত এ ময়নামতি ওয়ারসিমেট্রি।

ময়নামতি রণসমাধিক্ষেত্র মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত ভারতীয় ও বৃটিশ সৈন্যদের কবরস্থান। ১৯৪৬ সালে এটি তৈরি করা হয়ছিল। কুমিল্লা শহর থেকে প্রায় নয় কিলোমিটার দূরে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের কাছে এটি অবস্থিত। প্রতি বছর নভেম্বর মাসে সকল ধর্মের ধর্মগুরুদের সমন্বয়ে এখানে একটি বার্ষিক প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ৭৩৬ টি কবর আছে যার অধিকাংশই সে সময়কার হাসপাতালের মৃত সৈনিকদের। তাছাড়াও যুদ্ধের পর বিভিন্ন স্থান থেকে কিছু লাশ এখানে স্থানান্তর করে সমাহিত করা হয়। এখানে রয়েছে তিন জন নাবিক, ৫৬৭ জন সৈনিক, এবং ১৬৬ জন বৈমানিক। সর্বমোট ৭২৩ জন নিহতের পরিচয় জানা সম্ভব হয়েছিল। সকাল ৭টা-১২টা এবং ১টা-৫টা পর্যন্ত এখানে প্রবেশের সুযোগ পাওয়া যাবে।

**চিত্র ৫- ময়নামতির রণ সমাধিক্ষেত্র (ওয়ারসিমেট্রি)**

উৎসঃ [illegible]

(www.archaeology.gov.bd)

কুমিল্লা শহরের ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে রয়েছে ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট। এই ক্যান্টনমেন্টের একটু উত্তর দিকে অবস্থিত ওয়ারসিমেট্রি। টিলার নিচে উঁচুনিচু ভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত বিভিন্ন দেশের সৈনিকদের সমাধিক্ষেত্র সারি সারি সাজানো হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ভারত, মিয়ানমার, জাপান, আফ্রিকাসহ বিভিন্ন দেশের কমপক্ষে ২০০ থেকে ৩০০ সৈনিকের দেহ সারিবেঁধে সমাধিস্থ হয়েছে।

সমাধিক্ষেত্রটির প্রবেশমুখে একটি তোরণ ঘর, যার ভিতরের দেয়ালে এই সমাধিক্ষেত্রে ইতিহাস ও বিবরণ ইংরেজি ও বাংলায় লিপিবদ্ধ করে একখানা দেয়াল ফলক লাগানো রয়েছে। ভিতরে সরাসরি সামনে প্রশস্থপথ, যার দুপাশে সারি সারি কবর ফলক। সৈন্যদের ধর্ম অনুযায়ী তাদের কবর ফলকে নাম, মৃত্যু তারিখ, পদবির পাশাপাশি ধর্মীয় প্রতীক লক্ষ করা যায় ।খ্রিস্টানদের কবর ফলকে ক্রুশ, মুসলমানদের কবর ফলকে আরবি লেখা, তার উপরে শোভা পাচ্ছে খ্রিস্টধর্মীয় পবিত্র প্রতীক ক্রুশ। বেদির দুপাশে রয়েছে আরো দুটি তোরণ ঘর। এ সকল তোরণ ঘর দিয়ে সমাধিক্ষেত্রের পিছন দিকের অংশে যাওয়া যায়। সেখানেও রয়েছে আরো বহু কবর ফলক। প্রতি দুটি কবর ফলকের মাঝখানে একটি করে ফুলগাছ শোভা পাচ্ছে। এছাড়া পুরো সমাধি ক্ষেত্রেই রয়েছে প্রচুর গাছ। প্রতিটি সারির ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন ধরনের ফুল গাছ লাগানো হয়েছে। ওয়ার সিমেট্রির চারপাশে বিভিন্ন গাছ ও ফুল গাছ দেখা যায়। ঘন সবুজ দূর্বা ঘাস ওয়ার সিমেট্রিকে আরও সুন্দর করে তুলেছে।

ওয়ার সিমেট্রিকে কুমিল্লার লোকেরা ইংরেজ কবরস্থান বলে থাকে। সবুজে ঘেরা বিভিন্ন প্রজাতির ফুলগাছ বেষ্টিত এই জায়গায় গেলে আনন্দিত মনকে অজানা বিষন্নতার পরশ দিয়ে যাবে।

সমাধিক্ষেত্রের সম্মুখ অংশের প্রশস্থ পথের পাশেই ব্যতিক্রমী একটি কবর রয়েছে, যেখানে এক সাথে ২৩টি কবর ফলক দিয়ে একটা স্থানকে ঘিরে রাখা হয়েছে। এই স্থানটি ছিল মূলত ২৩ জন বিমান সৈনিকের একটি গণকবর, যেখানে লেখা রয়েছে "These plaques bear the names of twenty three Airmen whose remains lie here in one grave"

### ৫.২.৩ ময়নামতি যাদুঘর (Mainamati Museum)

শালবন বিহারের পাশেই রয়েছে জাদুঘর। এই জাদুঘরে রয়েছে দর্শনীয় সব পুরাকীর্তি এবং বিভিন্ন রাজবংশীয় ইতিহাস,ব্যবহৃত তৈজসপত্র,স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা, ব্রোঞ্জের ছোট ছোট বুদ্ধ মূর্তি, দেব-দেবির মূর্তি, পোড়া মাটির ফলকচিত্র, অলংকৃত ইট, পাথরের মূর্তি, মাটি ও তামার পাত্র, দৈনন্দিন ব্যবহার সামগ্রী- দা, কাস্তে, কুঠার, ঘটি, বাটি, বিছানাপত্র ইত্যাদি। জাদুঘরের পাশে বন বিভাগ নতুন ২টি পিকনিক স্পট করেছে।

**চিত্র ৬- ময়নামতি জাদুঘর**

উৎসঃ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □□□□□ □ □ □ □, □□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □□□ □ □ □ □□□□ □ □ □
(www.archaeology.gov.bd)

শ্রীভবদের মহাবিহার, কোটিলা মুড়া, চারপত্র মুড়া, রূপবানমুড়া, ইটাখোলা মুড়া, আনন্দ বিহার, রানীর বাংলা, ও ভোজরাজার বাড়ি বিহার খননকালে অনেক মুল্যবান পুরাসামগ্রী খুঁজে পাওয়া যায়। এসব পুরাবস্তু সংরক্ষণ

ও প্রদর্শনের জন্য ১৯৬৫ সালে কুমিল্লা কোটবাড়ির শালবন বিহারের দক্ষিণ পাশে শালবনকে সামনে রেখে পশ্চিমমুখী একটি জাদুঘর স্থাপন করা হয়।

জাদুঘরের মূল ভবনে গুরুত্বপূর্ণ পুরাবস্তু প্রদর্শনের জন্য স্থান সংকুলান না হওয়ায় ১৯৭০-৭১ সালে এর দক্ষিণ পাশ বর্ধিতকরায় ভবনটি ইংরেজি 'টি'র আকার ধারণ করে। পুরো জাদুঘর ভবনে মোট ৪২টি আধার রয়েছে। যাতে পুরাবস্তু সমূহ প্রদর্শিত হচ্ছে। জাদুঘরের প্রবেশ পথের বাম দিকে থেকে ১নং প্রদর্শনী আধার দিয়ে প্রদর্শনী আরম্ভ করে ক্রমানুসারে চারদিক ঘুরে ঘুরে প্রবেশ দ্বারের ডান দিকে ৪২নং আধারে প্রদর্শনী শেষ হয়েছে। প্রদর্শনী আধারগুলোতে প্রত্নতাত্ত্বিকস্থান খননের উন্মোচিত স্থাপত্যসমৃদ্ধ ধ্বংসাবশেষের ভূমি-নকশা, ধাতু লিপিফলক, প্রাচীন মুদ্রা, মৃন্ময় মুদ্রক-মুদ্রিকা, পোড়া মাটির ফলক, ব্রোঞ্জমূর্তি, পাথরের মূর্তি, লোহার পেরেক, পাথরের গুটিকা, অলংকারের অংশ এবং ঘরে ব্যবহৃত মাটির হাড়ি পাতিল প্রদর্শিত হচ্ছে।

এছাড়া আধারের ফাঁকে ফাঁকে মেঝের উপর জাদুঘর ভবনের বিভিন্ন স্থানে কিছু পাথর এবং ব্রোঞ্জ মূর্তিও প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছে। এসব মূর্তির কয়েকটি প্রাচীন সমতটের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগৃহীত। জাদুঘরে প্রদর্শনের উল্লেখযোগ্য পাথর ও ব্রোঞ্জমূর্তি হচ্ছে- বিভিন্ন ধরনের পাথরের দন্ডায়মান লোকোত্তর বুদ্ধমূর্তি, ত্রি বিক্রম বিষ্ণুমূর্তি, তারা মূর্তি, মারীছী মূর্তি, মঞ্জুরের মূর্তি, পার্বতী মূর্তি, হরগৌরীমূর্তি, নন্দী মূর্তি, মহিষমর্দিনী মূর্তি, মনসা মূর্তি, গনেশ মূর্তি, সূর্যমূর্তি, হেরুক মূর্তি এবং ব্রোঞ্জের বজ্রসত্ত্ব মূর্তি।

এছাড়াও ব্রোঞ্জের ছোট-বড় আরও মূর্তি রয়েছে। এ জাদুঘরে রয়েছে ব্রোঞ্জের তৈরী বিশালাকায় একটি ঘন্টা। যার ওজন ৫শ' কেজি। এর ব্যাস ০ দশমিক ৮৪ মিটার এর উপরের বেড়িসহ উচ্চতা ০ দশমিক ৭৪ মিটার। এ জাদুঘরের আধারে সুরক্ষিত রয়েছে ময়নামতিতে পাওয়া স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা। পোড়ামাটির ফলক। ব্রোঞ্জ ও তামার তৈরী সামগ্রী। লোহার তৈরী সামগ্রী। মাটির তৈরী বিভিন্ন প্রকারের খেলনা। কাঠের কাজের নিদর্শন। তুলট কাগজে লেখা প্রাচীন হস্তলিপির পান্ডুলিপি। বিভিন্ন নমুনার মৃৎপাত্র ইত্যাদি।

### ৫.২.৪ ইটাখোলা মুড়া (Itakhola Mura)

কোর্টবাড়ি থেকে অল্প পশ্চিমে বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন (বিজিবি) ক্যাম্প বরাবর উত্তর টিলায় ইটাখোলা মুড়া অবস্থিত। আঁকাবাঁকা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরে উঠতে হয়। এখানে একটি বৌদ্ধ মূর্তি আছে। মূর্তিটির উর্ধাংশ জাদুঘরে স্থানান্তরিত হয়েছে। প্রায় সর্বদাই দর্শনার্থীদের ভিড়ে মুখরিত থাকে এ স্থানটি।

### ৫.২.৫ কুটিলা মুড়া (Kutila Mura)

এই স্থানটি শালবন বিহার থেকে উত্তরে তিন মাইল দূরে ক্যান্টনমেন্ট অঞ্চলে অবস্থিত। খননের ফলে এখানে প্রাচীনকালের তিনটি স্তূপ নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

### ৫.২.৬ ময়নামতি পাহাড় (Moinamoti Pahar)

কুমিল্লা-সিলেট সড়কের বুড়িচং এলাকায় ময়নামতি পাহাড় অবস্থিত। চতুষ্কোণ এ পাহাড়টির উপরিভাগ সমতল, উচ্চতা প্রায় ৪০ ফুট। এখানকার আবিষ্কৃত স্থাপত্য নিদর্শনগুলো আনুমানিক ১২শ'-১৩শ' শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলে ধারণা করা হয়।

### ৫.২.৭ আনন্দ বিহার (Ananda Vihara)

ময়নামতি লালমাই পাহাড়ের অসংখ্য বৌদ্ধ স্থাপত্য কীর্তির মধ্যে আনন্দ বিহারই সর্ববৃহৎ। অষ্টম শতকের দেব বংশীয় প্রভাবশালী রাজা আনন্দ দেব কর্তৃক এখানে শালবন বিহারের অনুরূপ একটি বিশাল বৌদ্ধ বিহার স্থাপিত হয়েছিল। এখানে আবিষ্কৃত সম্পদের মধ্যে মৃন্ময় দীপ, বৌদ্ধ দেব-দেবীর বিভিন্ন ব্রোঞ্জের মূর্তি, মদ্রালিপি সম্বলিত ফলক, মৃৎ পাত্র ও গুটিকা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

**চিত্র ৭- আনন্দ বিহারের একাংশ**

উৎসঃ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □□□□□ □ □ □ □, □□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □□ □ □ □ □ □ □□□□ □ □ □
(www.archaeology.gov.bd)

আনন্দবিহার এলাকার সর্ববৃহৎ পুকুরসহ সমগ্র আনন্দবিহার কমপ্লেক্সটি সপ্তমবা অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকের কোন এক সময়ে নির্মিত হয়। ধারণা করা হয় দেব রাজবংশের তৃতীয় শাসক শ্রী আনন্দ দেব এটি নির্মাণ করেন।

ঠিকাদার এবং ইট ব্যবসায়িদের দ্বারা এই অঞ্চলটি অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আরও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারতো যদি না ১৯৪৪-৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এটি কর্তৃপক্ষের নজরে আসতো। অবশ্য এর পরও ময়নামতি সেনানিবাস তৈরির সময় বিহারটি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর পর থেকে নিয়মিত খনন কাজ শুরুহয়। প্রাথমিক খনন কাজের পর খনন কাজ আর তেমন এগোয় নি। আনন্দ বিহারের খনন কাজ এখনও সম্পূর্ণ শেষ হয় নি। উত্তর সারির কয়েকটি কক্ষ এবং মাঝখানে অবস্থিত মন্দিরটির দক্ষিণ দিকের অংশ বিশেষের খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে অনেক অংশেই খনন করা হয় নি।

এখন পর্যন্ত যতটুকু খননকাজ হয়েছে সে অনুসারে দেখা যায় এই বিহারের অভ্যন্তরে শালবন বিহারের মত একটি সুবিশাল বিহারের কাঠামো রয়েছে। এই বিহারটি বর্গাকৃতির যার প্রতিবাহুর দৈর্ঘ ১৯৮ মিটা করে। এরকম মোট চারটি বাহু রয়েছে। প্রতিটি বাহুতে সুবিন্যস্ত সন্ন্যাসীদের কক্ষ রয়েছে। কক্ষগুলো একটি বিরাট

ক্রুশ আকৃতির জাঁকালো মন্দিরের চারপাশ ঘিরে অবস্থান করছে। মন্দিরটি বিহারের খোলা আঙিনার মধ্যস্থলে অবস্থিত। এর উত্তরদিকের ঠিক মধ্যভাগে একটি প্রবেশদ্বার লক্ষ্য করা যায়, এটি বিহারের একমাত্র প্রবেশদ্বার। প্রবেশদ্বারটির বাইরের অংশ বৃহৎ পরিসরে গঠিত এবং বাইরের দিকে সম্প্রসারিত। সব মিলিয়ে বিহারটি শালবণ বিহারের চেয়ে বড় ও বিস্তৃত। বিহারের বহিঃপ্রাচীরটি বেশ পুরু এবং দেখতে খুব সুন্দর। কারণ এর দেয়ালে অফসেটও ছাঁচের তৈরি নকশা রয়েছে। ভেতরের বারান্দার দেয়ালও ছাঁচ দ্বারা অলংকৃত। ভেতরের এই দেয়ালটি নকশা করা ইট দ্বারা সুসজ্জিত। খননকাজে যে অংশগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে, তা থেকে বোঝা যায় যে, এগুলো দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। বিশাল আকৃতির এই বিহারে প্রাপ্ত নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে:

I. একটি তাম্রশাসন
II. ৬৩ টি রৌপ্য মুদ্রা
III. অনেকগুলো ব্রোঞ্জমূর্তি
IV. পোড়ামাটির ভাস্কর্য ফলক
V. মঠের বাইরে মৃৎপাত্র পোড়ানোর কাজে ব্যবহৃত একটি ভাঁটির অস্তিত্ব

ছোট-বড় অসংখ্য দীঘি রয়েছে কুমিল্লায়। এর মধ্যে নানুয়ার দীঘি,উজির দীঘি,লাউয়ার দীঘি,রানীর দীঘি,আনন্দরাজার দীঘি,ভোজ রাজার দীঘি, ধর্মসাগর, কৃষ্ণসাগর, কাজির দীঘি, দুতিয়ার দীঘি, শিবের দীঘি ও জগন্নাথ দীঘির নাম উল্লেখযোগ্য।

### ৫.২.৮ ধর্মসাগর দিঘী (Dharmasagar Pond)

ত্রিপুরা রাজ্যের অধিপতি মহারাজ ধর্মানিক্য ১৪৫৮ সালে জনগণের পানি ও জলের সুবিধার জন্য এ দীঘি খনন করেন। দীঘির একপাশে তাম্রলিপি পাঠ আছে ফলকে। বিশ্রামের জন্য রয়েছে বেদি যা অবকাশ নামে পরিচিত। দীঘিটির বাম পাস ঘেঁষে রয়েছে ড. আখতার হামিদ খানের বাংলো যা রানীকুঠির নামে পরিচিত। এছাড়াও রয়েছে যার অবদানে বাংলা আজ বাংলা নামে পরিচয় এমন কৃতী সন্তান ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের বাড়ি, বিপ্লবী অতীন্দ্র মোহন সেনের বাড়ি এবং রয়েছে নজরুল ইসলামের কুমিল্লা জীবনের অনেক স্বাক্ষর। বলা যায়

শিক্ষা শিল্পসাহিত্য সংস্কৃতির পাদপীঠে কুমিল্লা প্রাচীন ঐতিহ্য সমৃদ্ধ হিসেবে এ উপমহাদেশে সুপরিচিত। এছাড়াও রয়েছে তার ব্যাংক ট্রাংক রোড নাম, খাদিশিল্প, তাঁত কুঠির, মৃত কারুশিল্প, রসনার তৃপ্তির জন্য রসমালাই আর রয়েছে ভালো লাগার শীতলপাটি যা আজও আপন আলোয় শহরটিকে সমৃদ্ধ করেছে। কুমিল্লায় বিভিন্ন স্থানে যেতে যেতে অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যের মুখোমুখি হবেন আপনি। এভাবে কেটে যাবে অনেকটা সময়। অবসর যাপনের এমন চমৎকার জনপদ পাওয়া দুষ্কর।

### ৫.২.৯ লালমাই পাহাড় (Lalmai Hills)

লালমাই পাহাড় নিয়ে একটি গল্প প্রচলিত আছে। সেটি এ রকম- লংকার রাজা রাবণ রামের স্ত্রী সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেলে রাম তার ভাই লক্ষ্মণকে নিয়ে উদ্ধার অভিযান চালায়। এতে লক্ষ্মণ আহত হলে কবিরাজ বিশল্যাকরণী গাছের পাতা হিমালয় পাহাড় থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বে এনে দেয়ার কথা বলেন। হনুমান গাছটি চিনতে না পেরে পুরো পর্বত নিয়ে আসে এবং কাজ শেষে পাহাড়টি যথাস্থানে রাখতে যাওয়ার সময় অনেকটা আনমনা হয়ে যায়। ফলে পাহাড়ের একাংশ লম লম সাগরে পড়ে যায়।

**চিত্র ৮- লালমাই পাহাড়ের একাংশ**

উৎসঃ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □□□□□ □ □ □, □□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □□□□ □ □ □
(www.archaeology.gov.bd)

প্রত্ন ও প্রাকৃতিক সম্পদ সমৃদ্ধ কুমিল্লার লালমাই পাহাড়কে বাঁচাতে স্থানীয় প্রশাসনের ওপর অনির্দিষ্টকাল তাকিয়ে থাকা সমীচীন হবে না। কুমিল্লার সংশ্লিষ্ট থানার সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং ওসি বলেছেন, তাঁরা

স্থানীয় পরিবেশ অধিদপ্তরের উদ্যোগে সাড়া দিতে চান। আর পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বুলি আউড়িয়ে বলেছেন, বিষয়টি তিনি খতিয়ে দেখবেন। সম্ভবত এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে এই অধিদপ্তর খতিয়ে দেখতে আর অল্প কিছু দিন সময় নিলে লালমাই পাহাড় সম্ভবত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। শত শত টিলা গত ৩৪ বছরে সমতল হয়েছে। তিন বছর ধরে প্রায় ৬০ ফুট উঁচু একটি টিলার প্রায় এক কিলোমিটার জায়গা উজাড় হয়েছে। অথচ রূঢ় বাস্তবতা হলো পরিবেশ অধিদপ্তর সন্দেহভাজন কোনো একজনের বিরুদ্ধে কোনো একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয় নি। বরং ভূমি কমিশনারই মাত্র এক ব্যক্তিকে টিলা কাটার অভিযোগে ১০ মাসের সাজার একটি বিরল নজির স্থাপন করেছেন। তাঁকে সাধুবাদ। কিন্তু এ রকম বিচ্ছিন্ন আইনি ব্যবস্থায় লালমাই বাঁচবে না।

কুমিল্লার পরিবেশের বিষয় পাঁচ বছর আগেও সুদূর চট্টগ্রাম থেকে দেখভাল করা হতো। এরপর সেখানে পরিবেশ অধিদপ্তর এল। অনেকেই আশা করেছিলেন যে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের সুফল কিছুটা হলেও চোখে পড়বে। কিন্তু তা ঘটেনি। প্রাচীনকাল থেকে কুমিল্লা পুকুর ও দিঘির শহর হিসেবে প্রসিদ্ধ। কিন্তু তার সংখ্যা ২৪৩ টি থেকে ৭৩ টিতে নেমে এসেছে এবং এই মুহূর্তেও ভরাটের তোড়জোড় চলছে অনেক পুকুর ও দিঘির। গোমতী পাড়ের মাটি ভক্ষণও চলছে। কিন্তু এসব বিষয়ে পরিবে অধিদপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসন কার্যত পিঠে বেঁধেছি কুলো, কানে দিয়েছি তুলোনীতিই অনুসরণ করে চলছে। পরিবেশমন্ত্রীর উচিত হবে মাঝে মধ্যে পরিবেশ–বিষয়ক কিছু বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার নীতি অনুসরণ করা। দলীয় ছত্রচ্ছায়ায় দুষ্কর্ম হলে প্রশাসন কখনো অসহায় বোধ করে। তাই কুমিল্লার লালমাই পাহাড়কে বাঁচাতে একটি যথাযথ কেন্দ্রীয় জরুরি হস্তক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য বলে প্রতীয়মান হয়।

### ৫.২.১০ নূরজাহান ইকো পার্ক (Noorjahan Eco Park)

মহানগরীর ইপিজেডের পূর্বপার্শ্বে নেউরা এলাকায় ৬৪০ শতক জমিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে নূরজাহান ইকো পার্ক স্থাপন করেন গায়ক ও সংস্কৃতিমনা আবদুর রাজ্জাক। সম্পূর্ণ গ্রামীণ আর বাংলার লোকজ ঐতিহ্য নিয়ে তৈরি করা হয়েছে নূরজাহান ইকো পার্ক। সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে এখানে। পার্ক অভ্যন্তরে পুকুরে

জলপরীর নান্দনিক মূর্তি যে কাউকে আকৃষ্ট করে। এতে প্রবেশ ফি ২০ টাকা। সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ঘুরে আসতে পারেন প্রিয়জনকে সঙ্গে নিয়ে।

### ৫.২.১১ রাজেশপুর ইকো পার্ক (Rajeshpur Eco Park)

জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার পূর্ব জোড়কানন এলাকা থেকে সড়কপথে ভারত সীমান্ত সংলগ্ন রাজেশপুর ইকো পার্কে যাওয়া যায়। এর আয়তন ৫৮৭ দশমিক ৮৯ একর। এই ইকো পার্কে রয়েছে নানা প্রজাতির গাছপালা, পশু-পাখি এবং কৃত্রিম বাঘ-বানর, ভাল্লুকসহ নানান প্রাণীর ভাস্কর্য। শীতকালে এ পিকনিক স্পটে অনেক পিকনিক পার্টির আগমন ঘটে।

### ৫.২.১২ শাহ সুজা মসজিদ (Shah Shuja Mosque)

মহানগরীর মোগলটুলিতে অবস্থিত শাহ সুজা মসজিদ। সম্রাট আওরঙ্গজেবের ভাই শাহজাদা সুজার নামানুসারে এই মসজিদের নাম রাখা হয়েছে।এতে গম্বুজের সংখ্যা ৩টি, মিনার ৬টি, দৈর্ঘ্য ৫৮ ফুট, প্রস্থ ২৮ ফুট। দেয়ালের পুরুত্ব ৫-৮ ইঞ্চি।

চিত্র ৮- শাহ সুজা মসজিদ

উৎসঃ [illegible], [illegible] (www.archaeology.gov.bd)

### ৫.২.১৩ জামবাড়ি (Jambari)

নগরীর প্রায় ৫ কিলোমিটার উত্তরে জামবাড়ির অবস্থান। নয়নাভিরাম জামবাড়ি এলাকা নাটক ও চলচ্চিত্রের শুটিং-এর জন্য নির্মাতাদের অন্যতম পছন্দের স্থান। এখানে এলে প্রকৃতির নিবিড় ছায়ায় হারিয়ে যেতে চাইবে আপনার মন। পাখ-পাখালীর কিচির-মিচির শব্দে মুখরিত গোটা জামবাড়ি এলাকা। কয়েক বর্গমাইল বিস্তৃত এই এলাকায় রয়েছে ছোট-বড় কয়েকটি উঁচু-নিচু টিবি।

### ৫.২.১৪ রানীর বাংলো (Palace of Queen)

কুমিল্লা-সিলেট সড়কের জেলার বুড়িচংয়ের সাহেববাজারে রানীর বাংলো অবস্থিত। সেখানে এখনও খনন কাজ চলছে। এখানকার দেয়ালটি উত্তর-দক্ষিণে ৫১০ ফুট লম্বা ও ৪শ' ফুট চওড়া। সেখানে স্বর্ণ ও পিতলের দ্রবাদি পাওয়া গেছে।

### ৫.২.১৫ কোর্টবাড়ি বার্ড (Kortbari BARD)

কোটবাড়ি, বাংলাদেশের অন্যতম একটি ইতিহাস জড়িত স্থান। শুধু তাই নয়-এটি বাংলাদেশের অন্যতম একটি পিকনিক স্পটও। এখন কোটবাড়িকে আরো সহজ ভাবে চিনার জন্য একটু সহজ করেই বলা যায় যে "কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি" কোটবাড়িতে অবস্থিত। এছাড়াও এখানে আছে বার্ড কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ, টেকনিকেল ট্রেনীং সেন্টার, কুমিল্লা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, টিচার্চ ট্রেনীং কলেজ, ক্যান্টবোর্ড কলেজ, সিসিএন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ও ফিজিক্যালএডুকেশন স্কুল সহ আরো অনেক স্কুল ও প্রতিষ্ঠান। এ স্থানের অন্যতম আকর্ষণহলো ময়নামতি জাদুঘর, শালবন বিহার, শালবন, লালমাই পাহাড়ের মত ঐতিহাসিক নিদর্শন ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা পরিবেশ।

বার্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে ফি লাগে না, তবে অনুমতি নিতে হবে। বার্ডের ভেতরের সুন্দর রাস্তা দিয়ে সামনে এগুলেই দুই পাহাড়ের মাঝখানে দেখতে পাবেন অনিন্দ্য সুন্দর বন কুটির। ১৯৫৯ সালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) প্রতিষ্ঠা করেন ড. আখতার হামিদ খান। এখানে ঘুরতে আসা অনেক পর্যটকই

বার্ড প্রতিষ্ঠানটির নাম শুনলে ভাবেন এখানে অনেক অনেক পাখি থাকবে। যেমন নাম তেমনটা হওয়া উচিত। এর আশা দুইই। ছায়া সুনিবিড়ি মমতা ঘেরা রাস্তা। দু'পাশে নানা রকমের নানা রংয়ের ফুল ও ফলের বাগান। পাখির কূজন আর ফুলের গন্ধে চারদিক ঘিরে রেখেছে বার্ডকে। বিস্তর সবুজের ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে কৃষ্ণচূড়া আর রঙ্গন। এ অপরূপভার গড়ে তোলেন ড. আখতার হামিদ খান। বার্ড মূলত বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মানুষের প্রশিক্ষণ একাডেমি।

### ৫.২.১৬ নীলাচল পাহাড় (Nilachal Hill)

বার্ডের ভিতরে রয়েছে নীলাচল পাহাড়। নির্জন প্রকৃতির এক অকৃত্রিম ভালো লাগার জায়গা হচ্ছে নীলাচল।

### ৫.২.১৭ গোমতী ও কাকড়ী নদী (Gomti and Kakri River)

কুমিল্লাবাসীর সুখ-দুঃখের সাথী গোমতী নদী। এটি ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। নগরীর পাশে বানাশুয়া বা চাঁন্দপুর ব্রিজে গিয়ে গোমতীর সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন। এছাড়া খরস্রোতা কাকড়ী নদী ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের মিয়াবাজার সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এ নদী থেকে সংগৃহীত বালি পাকা ইমারত নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হয়।

### ৫.২.১৮ মহাত্মা গান্ধী ও রবি ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত অভয় আশ্রম (Ashram bearing the memories of Gandhi and Tagore)

নগরীর প্রাণকেন্দ্র লাকসাম রোডে আড়াই একর জমির ওপর অভয় আশ্রমের অবস্থা ন।এখানে মহাত্মা গান্ধী ছাড়াও কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সীমান্ত গান্ধী, আবদুল গাফফার খান, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহসহ বহু গুণীজনের আগমন ঘটেছিল। এ আশ্রমে থাকা দরিদ্র মানুষেরা খাদি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করত।

### ৫.২.১৯ চিড়িয়াখানা (Zoo)

জেলা প্রশাসকের বাংলোর পাশে চিড়িয়াখানা ও বোটানিক্যাল গার্ডেনের অবস্থান। প্রতিদিন দূর-দূরান্ত থেকে দর্শনার্থীরা এসে ভিড় জমান সেখানে। এ চিড়িয়াখানায় আরো নতুন নতুন প্রাণীর সমাবেশ ঘটানোর দাবি জানিয়েছেন দর্শনার্থীরা।

### ৫.২.২০ কবি নজরুল স্মৃতি (Memories of poet Nazrul)

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিবিজড়িত অনেক দর্শনীয় স্থান রয়েছে কুমিল্লায়। কবি নজরুলের স্মৃতিধন্য কবিতীর্থ দৌলতপুর দেখতে যেতে পারেন মুরাদনগরে। এখানে নার্গিসের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। কুমিল্লা ও দৌলতপুরে অনেক কবিতা ও গান রচনা করেছেন কাজী নজরুল।

নজরুলের কক্ষটির পাশেই ছিল কামরাঙ্গা গাছ। কবি এ গাছকে নিয়েই লিখেছেন 'কামরাঙ্গা রঙ্গ লোকের পীড়ন থাকে/ঐ সুখের স্মরণ চিবুক তোমার বুকের/তোমার মান জামরুলের রস ফেটে পড়ে/হায় কে দেবে দাম।' সে সেথায় একডজন কামরাঙ্গা গাছ ছিল। এখন পুরো বাড়িতে ঘুরে মাত্র দুটি কামরাঙ্গা গাছ দেখতে পাবেন। একটি গাছে একটি ফলক লাগানো রয়েছে। দুটি বড় আম গাছ নজরুলের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। পুকুরের দক্ষিণপাড়ে অবস্থিত আম গাছটির নিচে বসে নজরুল বাঁশি বাজাতেন। যদিও সে গাছটি আর নেই। কয়েক বছর আগে গাছটি মারা গেছে। গাছের গোড়াটি পাকা করে রাখা হয়েছে। আম গাছের সামনে রয়েছে একটি শান বাঁধানো ঘাট। এ পুকুরটি ছিল তার নিত্যদিনের সঙ্গী। কবি এখানে নিয়মিত সাঁতার কাটতেন। পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে  খেলতেন। পানিতে ডুব দিয়ে কলের গান বাজাতেন। কবি সাবান দিয়ে গোসল করার সময় পুরো পুকুর ফেনায় আচ্ছাদিত হয়ে যেত।

নজরুলের কবিতায় আটি গাঙ্গের কথা এসেছে। এটি দৌলতপুরের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। বুড়ি নদী একটি, তবে কবি নজরুলের সেই আটি এখন খালে পরিণত হয়েছে। আটি নদীতে তিনি সাঁতার কেটেছেন। গোমতীতে নিয়মিত সাঁতার কাটার কোন সংবাদ পাওয়া না গেলেও গোমতীকে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তাই তো তার কবিতায় এসেছে 'আজো মধুর বাঁশরী বাজে/গোমতীর তীরে পাতার কুটিরে/আজো সে পথ চাহে সাঁঝে।' নজরুলের দৌলতপুরে আগমন যেন নজরুলের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তেমনি বাংলা সাহিত্যের

জন্যও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। নজরুল দৌলতপুরে ৭৩ দিন অবস্থানকালে লিখেছেন ১৬০টি গান ও ১২০টি কবিতা। এগুলো নজরুলকে প্রেমিক কবি হিসেবে পাঠক দরবারে পরিচিত করেছে। আর এ গান ও কবিতার বিষয় শুধুই নার্গিস। এখানেই ১৮ জুন ১৯২১ নজরুল-নার্গিসের বিবাহ সম্পন্ন হয়। বর্তমানে সেখানে আলী আকবর খাঁ মেমোরিয়াল স্কুলের বিল্ডিংটি অবস্থিত। এর পশ্চিমপাশে নজরুল-নার্গিসের বাসর হয়েছিল। বাসর ঘরে ব্যবহৃত খাট, পালঙ্ক ও নজরুল ব্যবহৃত কাঠের সিন্ধুকটি এখনও সংরক্ষিত রয়েছে।

### ৫.২.২১ কেটিসিসি পর্যটন কেন্দ্র (KTCC Tourist Centre)

সদর উপজেলা পরিষদের পাশে অবস্থিত কেটিটিসির পর্যটন কেন্দ্র। এখানে শিশুদের জন্য রয়েছে চমৎকার একটি পার্ক। এছাড়া নগরীর চর্থায় দেখে যেতে পারেন উপ-মহাদেশের সঙ্গীত সম্রাট শচীন দেব বর্মণের বাড়ি। বাগিচাগাঁওয়ে রয়েছে ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলনের অন্যতম নেতা অতীন রায়ের বাড়ি।দেখতে পারেন কুমিল্লা পৌর পার্ক, চিড়িয়াখানা ও শতবর্ষী কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ।

## ৫.৩ কুমিল্লার পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা (Prospects of Tourism Industry in Comilla)

বর্তমানে BFTD পর্যটনেরসহিত সংশ্লিষ্ট সরকারের মন্ত্রণালয় ও সকল পক্ষের সহযোগিতা নিয়ে দেশেবিদেশে বাংলাদেশের হয়ে পর্যটনের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য জোর তৎপরতা কার্যক্রম শুরু করেছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে PPP এর মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এছাড়া কক্সবাজারে একান্ত টুরিস্ট জোন প্রকল্প, ট্যুরিস্ট পুলিশ বাহিনী গঠন করেছে। এছাড়া নুতন নুতন প্রকল্পের মধ্যে অবহেলিত কিন্তু টুরিজম বান্ধব প্রকল্পের মাধ্যমে ট্যুরিজম স্পট সৃষ্টি করিতেছে যা পর্যটনের জন্য ইতিবাচক।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১৯৯৮ সালে ফ্রান্সে পর্যটক সংখ্যা ৭০ মিলিয়ন, স্পেন ৪০.৭৭ মিলিয়ন, ইতালী ৩.৮৮ মিলিয়ন ও পর্তুগালে ১০.১৩ মিলিয়ন ছিল। অনুরূপভাবে মিসর, মরক্কো, ক্রোয়েশিয়া, তিউনিসিয়া ও তুরস্ক ভ্রমণ করেছিল ৩০০ হাজার থেকে ৯০০ হাজার পর্যটক। অথচ বাংলাদেশে ওই বছর কেবল ১,৭১,৯৬২জন পর্যটক পর্যটনে বেরিয়ে ছিল। বিশ্ব পর্যটন সংস্থার হিসাব অনুযায়ী প্রতিবেশী দেশ ভারতে বাৎসরিক পর্যটক সংখ্যা বর্তমানে দুই মিলিয়ন, নেপাল ০৫ মিলিয়ন, থাইল্যান্ড ৮.০৬ মিলিয়ন, মালদ্বীপ ০.৫

মিলিয়ন ও মিয়ানমার ০.০৩ মিলিয়ন। লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, বাংলাদেশে সর্বশেষ ২০০৩ সালে পর্যটক সংখ্যা ছিল ২, ৩৭,০০০জন। অর্থাৎ সবচেয়ে কম সংখ্যাক পর্যটক আসেন এ দেশে। সুতরাং সম্প্রতি আমাদের দেশে কেবল পর্যটন শিল্প থেকে সামান্য হলেও যে অগ্রগতির যাত্রা শুরু হয়েছে, সে অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। যুক্তি ও বাস্তবের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে এ সাফল্যের কারণকে এগিয়ে চলার পথ সুগম করে দিতে হবে। সাম্প্রতিক সাফল্যের কারণটি তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। আর এ তলিয়ে দেখার জন্য উপযুক্ত আলোচনার পুনরাবৃত্তি করে বলতে হয় যে, পর্যটক সংখ্যার কমতির দিক থেকে বাংলাদেশ প্রথম এবং মিয়ানমার দ্বিতীয়। অথচ উভয় দেশের কোনটিরই ঐতিহ্য সম্পদের কমতি নেই। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোও যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

আমাদের কাছাকাছি দেশগুলোর মধ্যে সব চেয়ে ছোট দেশ সিঙ্গাপুর। অথচ এর জাতীয় আয়ের ৭০ ভাগ আসে পর্যটন শিল্প থেকে। একইভাবে নেপাল অর্জন করে ৪০ ভাগ। তাহলে আমরা কেন পারব না? শুধু সাম্প্রতিক অর্জিত সাফল্যকে ধরে রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে সমন্বিতভাবে কাজ করে যেতে হবে। আমরাও একদিন অবশ্যই প্রতিবেশী দেশের মতই উন্নত পর্যটন সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হব।

### ৫.৪ উপসংহার (Conclusion)

কুমিল্লাতে বহুসংখ্যক পর্যটন আকর্ষন রয়েছে। কুমিল্লার লালমাই ময়নামতি পাহাড়ে একটি সমৃদ্ধ প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন রয়েছে। এখানে রয়েছে শালবন বিহার, কুটিলা মুড়া, চন্দ্রমুড়া, রূপবন মুড়া, ইটাখোলা মুড়া, সতের রত্নমুড়া, রাণীর বাংলার পাহাড়, আনন্দ বাজার প্রাসাদ, ভোজ রাজদের প্রাসাদ, চন্ডীমুড়া প্রভৃতি। এসব বিহার, মুড়া ও প্রাসাদ থেকে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে যা ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। ময়নামতি একটি বিখ্যাত বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকা। ময়নামতি জাদুঘরটি একটি অন্যতম পর্যটন আকর্ষণ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। ১৯২১ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভারতের নেতা মহাত্মা গান্ধী কুমিল্লায় এসেছিলেন। কুমিল্লাতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নিহত বিভিন্ন দেশের সৈন্যদের কবর ও ওয়ার সেমেট্রি রয়েছে। বতর্মানে রাজশে পুর ইকোপার্ক এবং তদসংলগ্ন বিরাহিম পুরের সীমান্তবর্তী শাল বন টুরিস্ট স্পট হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# জাতীয় অর্থনীতিতে কুমিল্লা জেলার পর্যটন শিল্পের অবদান (Contribution of Comilla's TourismIndustry in National Economy)

### ৬.১ জনসংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য (Demographic Information)

কুমিল্লা পর্যটনশিল্প বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের মিলনক্ষেত্র। তিনটি প্রধান ধর্মের মানুষ এখানে বেশি এসে থাকে। তারা হলেন মুসলিম (৭৮.৮%), হিন্দু এবং বৌদ্ধ। এসব ধর্মাবলম্বী মানুষেরা বিভিন্ন বয়সের।

সারণী ১-উত্তরদাতাদের ডেমোগ্রাফিক তথ্য

| উপাদান | ঘটন সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| **ধর্ম** | | |
| মুসলিম | ৩৫১ | ৮৭.৮ |
| হিন্দু | ৪৫ | ১১.৩ |
| বৌদ্ধ | ৪ | ১.০ |
| মোট | ৪০০ | ১০০ |
| **লিঙ্গ** | | |

| | | |
|---|---|---|
| পুরুষ | ২৬৯ | ৬৭.৩ |
| মহিলা | ১৩১ | ৩২.৮ |
| মোট | ৪০০ | ১০০ |
| **বয়স** | | |
| ৫-১৭ | ১৩ | ৩.৩ |
| ১৮-২৪ | ৬৫ | ১৬.৩ |
| ২৫-৪৪ | ২৪৬ | ৬১.৫ |
| ৪৫-৫৯ | ৭৬ | ১৯ |
| মোট | ৪০০ | ১০০ |
| **পেশা** | | |
| দিন মজুর | ৬ | ১.৫ |
| ছোট শিল্পের মালিক | ১৭ | ৪.৩ |
| মধ্যম ব্যবসায়ী | ২৬ | ৬.৫ |
| শিল্পপতি | ১৯ | ৪.৮ |
| সরকারি চাকুরি | ৫৯ | ১৪.৮ |
| বেসরকারি চাকরি | ১৯০ | ৪৭.৫ |
| অন্যান্য | ৮১ | ২০.৩ |
| মোট | ৪০০ | ১০০ |
| **আয়** | | |
| ১০,০০০ নিচে | ১০ | ২.৫ |
| ১০,০০০-২০,০০০ | ২৮ | ৭ |
| ২০,০০০-৩০,০০০ | ৬১ | ১৫.৩ |
| ৩০,০০০-৪০,০০০ | ১৫৫ | ৩৮.৮ |
| ৪০,০০০-৫০,০০০ | ৬০ | ১৫ |
| ৫০,০০০-৬০,০০০ | ৪০ | ১০ |
| ৬০,০০০-৭০,০০০ | ১৮ | ৪.৫ |

| | | |
|---|---|---|
| ৭০,০০০+ | ২৮ | ৭ |
| মোট | ৪০০ | ১০০ |
| **শিক্ষা** | | |
| ০-৮ | ৫ | ১.৩ |
| ৯-১০ | ৬ | ১.৫ |
| ১১-১২ | ২৫ | ৬.৩ |
| ১৩-১৬ | ৯৬ | ২৪ |
| ১৭ | ২৬৮ | ৬৭ |
| মোট | ৪০০ | ১০০ |
| **পরিবারের সদস্য** | | |
| ১ জন | ১২ | ৩ |
| ২ জন | ৯৪ | ২৩.৫ |
| ৩ জন | ১০৭ | ২৬.৮ |
| ৪ জন | ৮৮ | ২২ |
| ৫ জন | ৯১ | ২২.৮ |
| ৬ জন | ৭ | ১.৮ |
| ৭ জনের উপরে | ১ | .৩ |
| মোট | ৪০০ | ১০০ |

সূত্র: মাঠ পর্যায়ে জরিপ ২০১৭

এখানে বিভিন্ন পেশার মানুষের আনাগোনাও দেখা যায়। তবে তাদের মধ্যে অধিকাংশই বেসরকারি চাকরিজীবী (৭৪.৫%)। পক্ষান্তরে সরকারি চাকরিজীবীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে নগন্য। এসব চাকরিজীবীদের অধিকাংশেরই মাসিক বেতন ৩০,০০০-৪০,০০০ টাকা (৩৮.৮%)। টেবিল থেকে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের অধিকাংশই মাস্টার্স পাস (৬৭%)। পর্যটকদের একটি বড় অংশ ছোট পরিবারের সদস্য। যাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ জনের কম (৫৭.৩%)।

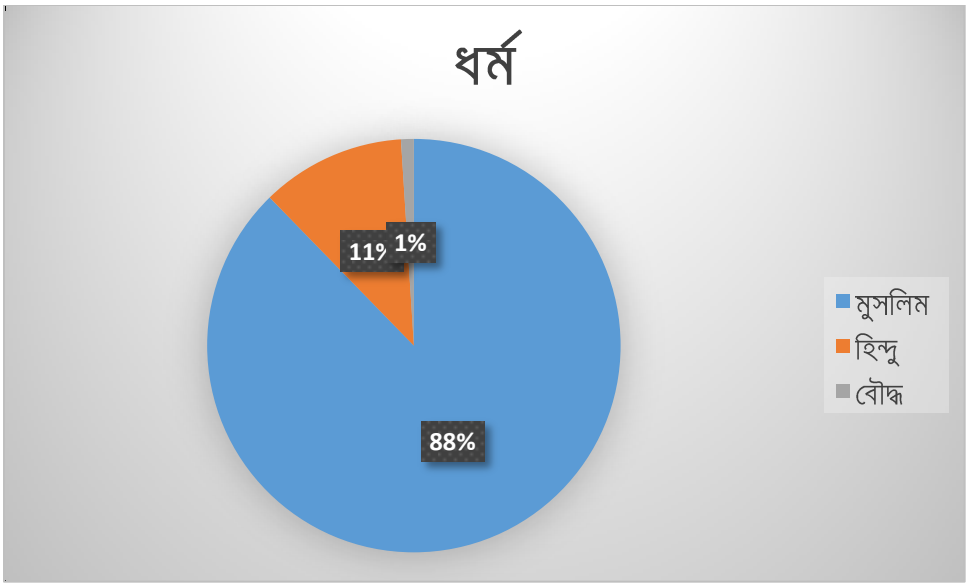


চিত্র ৯- উত্তরদাতাদের ধর্মের অনুপাত

**৬ ২.কুমিল্লা পর্যটনশিল্পের রাজস্ব আয়ের খাতগুলো**

কুমিল্লা পর্যটনশিল্পের রাজস্ব আয়ের খাতগুলো হল প্রবেশ মূল্য, বইপত্র ও প্রকাশনা, বিশ্রামাগার, স্যুটিং ফি, স্যুটিং ভ্যাট বাবদ ফি, গাড়ি পার্কিং ফি, গাড়ি পার্কিং ভ্যাট বাবদ ফি, গণশৌচাগার ইজারা বাবদ ও গণশৌচাগার ইজারা ভ্যাট বাবদ ফি সমূহ। এগুলোর মধ্যে ইজারাবাবদ ও গণশৌচাগার ইজারা ভ্যাট বাবদ খাতের আয়ের পরিমাণ বাড়লেও অন্যান্য খাতের আয় পূর্বের বছরগুলোর তুলনায় কমেছে। যেমন- প্রবেশ মূল্য বাবদ আয় ২০১৫-১৬ সালে ৮৮৫৪৮৩৮ টাকা থেকে কমে ২০১৬-১৭ সালে ৪৬৩২৫২৫ টাকা হয়েছে। বইপত্র ও প্রকাশনা বাবদ আয়ও ২০১২-১৩ সনের ৩৩৩২১ টাকা হতে ২০১৬-১৭ সনে কমে তা ৮১৮৫ টাকায় নেমেছে।

**সারণী ২-কুমিল্লা পর্যটনশিল্পের রাজস্ব আয়ের খাত**

| স্থান | ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| প্রবেশ পথ | ৪০১৭০০০ | ৫৮৬৫১০০ | ৬৩৭৭৯১৫ | ৮৮৫৪৮৩৮ | ৪৬৩২৫২৫ |
| বইপত্র ও প্রকাশনা | ৩৩৩২১ | ১৫৭৯০ | ৪৫০০৪.৪০ | ২৬৯৭০ | ৮১৮৫ |
| বিশ্রামাগার | ৩১৩০ | ৪৪৩০ | ১৪৮০ | ২৫৮০ | ২৬৭০ |
| স্যুটিং ফি | ৬০০০ | ৪৪৩০ | ১১৫০০ | ১১০০০ | ৭০০০ |
| স্যুটিং ভ্যাট ব্যাবদ ফি | ৯০০ | ১৬৫০ | ১৭২৫ | ১৬৫০ | ১০৫০ |
| গাড়ি পার্কিং ফি | ১৭৯০০০ | ২০৩১০০ | ১৪২৫৫০ | ৪৫২৫০০ | ১৭০৬০০ |
| গাড়ি পার্কিং ভ্যাট ব্যাবদ ফি | ২৬৫৮০ | ৩০৪৬৫ | ২১৩৮২.৫০ | ৬৭৮৭৬.৫০ | ২৫৫৯১ |
| গণ শৌচাগার ইজারা বাবদ | ৮০০০ | ৯০০০ | ১১৫০০ | ১৭০০০ | …….. |
| গণ শৌচাগার ইজারা ভ্যাট বাবদ | ১২০০ | ১৩৫০ | ১৬৫০ | ২৫৫০ | …… |

সূত্র: মাঠ পর্যায়ে জরিপ ২০১৭

ময়নামতি জাদুঘর এবং শালবন বিহারের সরকারি বরাদ্দ ২০১২ সালের পরের কয়েকটি বছরে ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। সেখানে ২০১২-১৩ অর্থবছরে সরকারি বরাদ্দ ছিল ৪৮৮৮৫০০ টাকা। যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বেড়ে ৫৪৫৫০০০ টাকা করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ৫৭৬০০০০ টাকা। তবে ২০১৫-১৬ তে কিছুটা কম ছিল এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তা আবার বেড়ে ৬১৯০০০ টাকা হয়।

**সারণী ৩- কুমিল্লা পর্যটন এলাকার সরকারি বরাদ্দ**

| স্থান | ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ময়নামতি জাদুঘর এবং শালবন বিহার | ৪৮৮৮৫০০ | ৫৪৫৫০০০ | ৫৭৬০০০০ | ৪৭২৯৫০০ | ৬১৯০০০ |

সূত্র: মাঠ পর্যায়ে জরিপ ২০১৭

**৬ ৩.কুমিল্লা পর্যটন এলাকার টুরিস্ট সংখ্যার উত্থান পতন**

ময়নামতি জাদুঘর এবং শালবন বিহারের টুরিস্ট সংখ্যাও কখনো বেড়েছে কখনো কমেছে। ২০১২-১৩ সনে টুরিস্ট সংখ্যা ৩৭২৫৪৭ হতে ২০১৩-১৪ সনে বেড়ে ৪১৯৩৬৭ হয়েছে। কিন্তু ২০১৪-১৫ সনে তা কমে ৩৩৪৭৬২ হলেও, ২০১৫-১৬ সনে সে সংখ্যা আবার বেড়ে ৫২৭৭৭৩ হয়েছে। সবশেষে, ২০১৬-১৭ বছরের টুরিস্ট সংখ্যা হতাশাজনকভাবে কমে ২২৭৪০২ দাঁড়িয়েছে।

**সারণী ৪- কুমিল্লা পর্যটন এলাকায় ট্যুরিস্ট সংখ্যা**

| স্থান | ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ |
|---|---|---|---|---|---|
| ময়নামতি জাদুঘর এবং শালবন বিহার | ৩৭২৫৪৭ | ৪১৯৩৬৭ | ৩৩৪৭৬২ | ৫২৭৭৭৩ | ২২৭৪০২ |

কুমিল্লা পর্যটন শিল্প থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব আয় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কম হলেও পূর্বের বছরগুলোতে তা আশানুরূপভাবে বেড়েছিল। ২০১২-১৩ সনের প্রাপ্ত রাজস্ব আয় ৪২৭৫৪০০ টাকা থেকে বেড়ে ২০১৩-১৪ সনে তা ৬১৪১৮৮৫ টাকা হয়। যার ধারাবাহিকতা পরবর্তী দুই বছরেও দেখা যায়। ২০১৫-১৬ সনে সর্বোচ্চ আয় হয় ৯৪৩৭২৩৪.৫০ টাকা।

**সারণী ৫- কুমিল্লা পর্যটনশিল্প থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব আয়**

| স্থান | ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ |
|---|---|---|---|---|---|
| ময়নামতি জাদুঘর এবং শালবন বিহার | ৪২৭৫৪০০ | ৬১৪১৮৮৫ | ৬৬১৪২০৬.৯০ | ৯৪৩৭২৩৪.৫০ | ৪৮৪৭৬২১ |

সূত্র: মাঠ পর্যায়ে জরিপ ২০১৭

২০১৫-১৬ অর্থবছরের বিভিন্ন উপখাতের বরাদ্দ ঘাটতি বাজেটে পরিণত হয়েছে। তবে কিছু কিছু উপখাত অতিরিক্ত দেখা গেছে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে; অফিসারের বেতন (৩০৮.০৬), শ্রান্তি বিনোদন ভাতা (৯৯৫০), বাংলা নববর্ষ (১৯১৬)। আর ঘাটতি উপখাত গুলো হল- প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন, বাড়িভাড়া ভাতা, উৎসব ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, টিফিন ভাতা ও শিক্ষা ভাতা।

**সারণী ৬- ময়নামতি জাদুঘর, শালবন বিহার, কুমিল্লা অফিসের জুন/২০১৬ মাসের খরচের বিবরণী**

| কোড নং | গৌণখাতসহ উপখাতের নাম | ২০১৫-১৬ অর্থসালের বরাদ্দ | চলতি মাসের খরচ | পূর্ব মাসের খরচ | অবশিষ্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ৪৫০১ | অফিসারের বেতন | ২৮৫০০০ | ৩১৩০১.৯৪ | ২৫৩৩৯০.০০ | ৩০৮.০৬ |
| ৪৬০১ | প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন | ২৩০০০০০ | ৪১২৮৭০ | ২২৪২১১৫.৫৯ | ..... |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৪৭০০ | ভাতাদি | ..... | ..... | ২৬৪৩৩.০০ | ..... |
| ৪৭০৫ | বাড়ি ভাড়া ভাতা | ৭৬৭০০০ | ১১১১৭৯.৬২ | ৭০৮৭৯৯.৫৬ | ..... |
| ৪৭০৯ | শ্রান্তি বিনোদন ভাতা | ৪০০০০ | ৪৪৮০ | ২৫৫৭০ | ৯৯৫০ |
| ৪৭১৩ | উৎসবভাতা | ২৯৬০০০ | ১৮২৬৩০ | ২৯৬৪৯৫.১৭ | ..... |
| ৪৭১৪ | বাংলা নববর্ষ | ৪৬০০০ | ..... | ৪৪০৮৪ | ১৯১৬ |
| ৪৭১৭ | চিকিৎসা ভাতা | ১৫০০০০ | ২৪৫০০ | ১৪৮৪০০ | ..... |
| ৪৭৫৫ | টিফিন ভাতা | ৩০০০০ | ৫১০০ | ২৮০৫০ | ..... |
| ৪৭৭৭ | শিক্ষা ভাতা | ৩৭০০০ | ৬১০০ | ৩৩৭০০ | ..... |
| | উপমোট | ১৩৭৮০০০ | ৩৩৫৯৩৯.৬২ | ১৩২২২৫৬.৭৩ | ১১৮৬৬.০০ |

সূত্র: মাঠ পর্যায়ে জরিপ ২০১৭

## ৬.৪ উপসংহার

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প কর্মসংস্থান ও জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রাখছে। গত এক বছরে ১ কোটি পর্যটক পরিবার পরিজন নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেছেন। আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি দেশেই পর্যটন একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। যেকোনো দেশের অর্থনীতিতে পর্যটনের আয় ব্যাপক অবদান রাখতে পারে। অথচ বাংলাদেশে পর্যটনশিল্প একটি অবহেলিত খাত; যদিও শিল্পের সম্ভাবনা নিয়ে

নতুন করে কিছু বলার নেই। অপার সম্ভাবনার এই খাত নানা অবহেলায় বিকশিত হতে পারছে না। বিশেষজ্ঞদের মতে, আমাদের দেশে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঠিকমতো ও পরিকল্পিত ভাবে করতে পারলে সুইজারল্যান্ড, পাতায়া, ব্যাংককের মতো ট্যুরিজম এখানেও গড়ে উঠতে পারে।

## সপ্তম অধ্যায়

## কুমিল্লার পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের পথে বাঁধা (Obstacles for Developing Torusm in Cumilla)

### ৭ ১.ভূমিকা (Introduction)

‘কুমিল্লা পর্যটনশিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা’ শীর্ষক এই গবেষণার প্রাপ্ত উপাত্ত এ অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উপাত্ত বিশ্লেষণে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। গবেষণা অবজেক্টিভগুলো সংশ্লিষ্ট অংশে যথাযথভাবে দেখানো হয়েছে। তত্ত্ব বিশ্লেষণে পরিসংখ্যানিক বর্ণনামূলক ও তুলনামূলক উভয় আলোচনায় বিবেচনায় আনা হয়েছে।

### সারণী ৭- দর্শনার্থীদের ভ্রমণের হার

| ভ্রমণের প্রবণতা | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| সপ্তাহে ১ বার | ১ | ০.৩ |
| মাসে ১ বার | ১৮ | ৪.৫ |
| সপ্তাহে ২ বার | ২ | ০.৫ |
| বছরে ১ বার | ৩০০ | ৭৫.০ |

| | | |
|---|---|---|
| বছরে ২ বার | ৭৯ | ১৯.৮ |
| মোট | ৪০০ | ১০০.০ |

সূত্র: মাঠ পর্যায়ে জরিপ ২০১৭

সারণী ১ এ দেখা যাচ্ছে যে, ৪০০ জনের মধ্যে সপ্তাহে একবার ও দুইবার ভ্রমণকারীর সংখ্যা ১ ও ২ জন যার শতকরা হার যথাক্রমে ০.০৩% ও ৩.৫%। মাসে একবার ভ্রমণের সংখ্যা ১৮ যার শতকরা হার ৪.৫%। আবার বছরে একবার বা দুইবার ভ্রমণের সংখ্যা যথাক্রমে ৩০০ ও ৭৯ যার শতকরা হার ৭৫% ও ১৯.৮ %। সুতরাং বলা যায় সপ্তাহে বা মাসে ভ্রমণের চেয়ে বছরে ভ্রমণকারীর সংখ্যা তুলনামূলক বেশী।

**সারণী ৭- দর্শনার্থীদের কুমিল্লার পর্যটন কেন্দ্রে অবস্থানের সময়কাল**

| দর্শনার্থীদের অবস্থানের সময়কাল | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| দিনেই ফিরে যান | ১৪৭ | ৩৬.৮ |
| ১দিন | ১৮৬ | ৪৬.৫ |
| ২দিন | ৪১ | ১০.৩ |
| ৩দিন | ২৫ | ৬.৩ |
| ৪ দিন ও তার বেশি | ১ | ০.৩ |
| মোট | ৪০০ | ১০০.০ |

সূত্র: মাঠ পর্যায়ে জরিপ ২০১৭

টেবিল ২ এ দেখা যাচ্ছে যে, ৪০০ জন দর্শনার্থীর মধ্যে ভ্রমণ স্থান হতে দিনেই ফিরে যান এরকম সংখ্যা ১৪৭ যার শতকরা হার ৩৬.৮%। ১, ২ বা ৩ দিন থাকেন এমন সংখ্যা যথাক্রমে ১৮৬, ৪১ ও ২৫ যার শতকরা হার যথাক্রমে ৪৬.৫%, ১০.৩% ও ৬.৩%। ৪ দিন ও তার বেশী সময় থাকেন এমন সংখ্যা ১ যার শতকরা হার ০.৩%। সুতরাং এখানে দেখা যায় যে ১ দিন থাকেন এমন দর্শনার্থীর সংখ্যা তুলনামূলক বেশী।

**সারণী ৮- দর্শনার্থীদের অবস্থানের জায়গা**

| জায়গা | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| হোটেল/ গেস্ট হাউজ | ৭০ | ১৭.৫ |
| আত্মীয়দের বাসায় | ২২০ | ৫৫.০০ |
| বন্ধুর বাড়ি | ৯০ | ২২.৫ |
| অন্যান্য | ২০ | ৫.০০ |
| মোট | ৪০০ | ১০০.০ |

সূত্র: মাঠ পর্যায়ে জরিপ ২০১৭

টেবিল ৩ এ দেখা যাচ্ছে যে, যারা ভ্রমণ স্থান থেকে দিনে এসে ফিরে যায় না এমন ৪০০ জনের মধ্যে হোটেল বা গেস্ট হাউজে থাকার সংখ্যা ৭০ যার শতকরা হার ১৭.৫%। আত্মীয়দের বাসায় থাকার সংখ্যা ২২০ যার শতকরা হার ৫৫.০০%। বন্ধুর বাড়ি ও অন্যান্য এর সংখ্যা যথাক্রমে ৯০ ও ২০ যার শতকরা হার যথাক্রমে ২২.৫% ও ৫.০০%। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আত্মীয়দের বাসায় থাকার সংখ্যা তুলনামূলক বেশী।

**সারণী ৯- কুমিল্লায় অধিক পছন্দের জায়গা**

| জায়গা | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| আনন্দবিহার | ৭ | ১.৮ |
| বৌদ্ধবিহার | ৬৬ | ১৬.৫ |
| শালবনবিহার | ১৯১ | ৪৭.৮ |
| বার্ড | ৪৭ | ১১.৮ |
| নিলাচল | ১৮ | ৪.৫ |
| ময়নামতি | ৭০ | ১৭.৫ |
| অন্যান্য | ১ | ০.৩ |
| মোট | ৪০০ | ১০০.০ |

সূত্র: মাঠ পর্যায়ে জরিপ ২০১৭

টেবিল ৪ এ দেখা যাচ্ছে যে, দর্শনার্থীদের ৪০০ জনের মধ্যে আনন্দ বিহার পছন্দ করে এমন সংখ্যা ৭ যার শতকরা হার ১ ৮%। শালবন বিহার পছন্দ করে এমন সংখ্যা ১৯১ যার শতকরা হার ৪৭.৮%। বৌদ্ধ বিহার, বার্ড, নীলাচল, ময়নামতি ও অন্যান্য পছন্দ করে যথাক্রমে ৬৬, ৪৭, ১৮, ৭০ ও ১ যার শতকরা হার যথাক্রমে ১৬.৫%, ১১.৮%, ৪.৫%, ১৭.৫% ও ০.৩%। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে দর্শনার্থীদের অধিকাংশ শালবন বিহার পছন্দ করে তাদের ভ্রমণের জায়গা হিসেবে।

**সারণী ১০- কেন কুমিল্লার পর্যটন কেন্দ্রে যায়**

| কারণসমূহ | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ১। সৌন্দর্য | ৭৫ | ১৮.৭৫ |

| | | |
|---|---|---|
| ২। যাতায়াতের সুব্যবস্থা | ৩৯ | ৯.৭৫ |
| ৩। ঐতিহাসিক গুরুত্ব | ৯১ | ২২.৭৫ |
| ৪। আবাসিকের সুব্যবস্থা | ১৭ | ৪.২৫ |
| ৫। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা | ১৪ | ৩.৫ |
| ৬। স্বাস্থ্যসম্মত খাবার | ২৯ | ৭.২৫ |
| ৭। ঐতিহ্যবাহী খারার | ৫৪ | ১৩.৫ |
| ৮। মানস্মমত সৌচাগার | ১১ | ২.৭৫ |
| ৯। অন্যান্য | ৭০ | ১৭.৫ |
| মোট | ৪০০ | ১০০.০ |

সূত্র: মাঠ পর্যায়ে জরিপ ২০১৭

উক্ত টেবিলে কুমিল্লার পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে যাওয়ার কারণগুলো নির্নয়ে মাঠ পর্যায়ে একটি জরিপ করা হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে ৪০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে সৌন্দর্যের কারনে সেখানে যাওয়ার সংখ্যা ৭৫ যার শতকরা হার ১৮.৭৫%। যাতায়াতের সুব্যবস্থা, ঐতিহাসিক গুরুত্ব, আবাসিকের সুব্যাবস্থা, পরিস্কার পরিছন্নতা, স্বাস্থ্যসম্মত খাবার, ঐতিহ্যবাহী খাবার, মানসম্মত সৌচাগার ও অন্যান্য কারনে পর্যটন কেন্দ্র গুলোতে যায় যথাক্রমে ৩৯, ৯১, ১৭, ১৪, ২৯, ৫৪, ১১, ৭০ যাদের শতকরা হার যথাক্রমে ৯.৭৫%, ২২.৭৫%, ৪.২৫%, ৩.৫%, ৭.২৫%, ১৩.৫%, ২.৭৫%, ১৭.৫%। সুতরাং বলা যায় ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারনে কুমিল্লার পর্যটন কেন্দ্রে মানুষের যাওয়ার হার বেশী।

## ৭.২ সমস্যাসমূহ (Problems)

### সারণী ১১- যাতায়াতের সমস্যা

| | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| হ্যাঁ | ৩৭৫ | ৯৩.৭৫ |
| না | ২৫ | ৬.২৫ |
| মোট | ৪০০ | ১০০.০ |

সূত্র: মাঠ পর্যায়ে জরিপ ২০১৭

টেবিল ১১ এ যাতায়াতের সমস্যা আছে কিনা এর উপর একটি জরিপ তুলে ধরা হয়েছে যেখানে ৪০০ জন দর্শনার্থীর মধ্যে হ্যাঁ উত্তরকারীর সংখ্যা ৩৭৫ এবং না উত্তরকারির সংখ্যা ২৫ যার শতকরা হার যথাক্রমে ৯৩.৭৫% ও ৬.২৫%।

### সারণী ১২- যাতায়াতের সমস্যাসমূহ

| সমস্যার ধরণ | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ১। অনুন্নত রাস্তা | ১০৭ | ২৬.৭৫ |
| ২। অপর্যাপ্ত যানবাহন | ৬৮ | ১৭.০০ |
| ৩। নিম্নমানের বাহন | ১০৯ | ২৭.২৫ |
| ৪। অতিরিক্ত ভাড়া | ৯১ | ২২.৭৫ |
| ৫। অন্যান্য সমস্যা | ২৫ | ৬.২৫ |
| মোট | ৪০০ | ১০০.০ |

সূত্র: মাঠ পর্যায়ে জরিপ ২০১৭

উপরোক্ত টেবিলে দেখা যাচ্ছে যে ৪০০ জনের মধ্যে ১০৭ জন অনুন্নত রাস্তার কারণে যাতায়াতে সমস্যায় পরেছেন যার শতকরা হার ২৬.৭৫%। অপরদিকে অপর্যাপ্ত যানবাহন, নিম্নমানের বাহন, অতিরিক্ত ভাড়া ও অন্যান্য যাতায়াত সমস্যায় পরেছেন যথাক্রমে ৬৮, ১০৯, ৯১ ২৫ যাদের শতকরা হার যথাক্রমে ১৭.০০%, ২৭.২৫%, ২২.৭৫% ও ৬.২৫%। সুতরাং উক্ত টেবিল থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে নিম্নমানের বাহনের কারণে বেশী যাতায়াতের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

**সারণী ১৩ নিরাপত্তা সমস্যা**

| নিরাপত্তা সমস্যা | শতকরা হার |
|---|---|
| হ্যাঁ | ৬৩.০ |
| না | ৩৭.০ |
| মোট | ১০০.০ |

সূত্র: মাঠ পর্যায়ে জরিপ ২০১৭

টেবিল ১৩ এ নিরাপত্তা সমস্যা আছে কিনা এর উপর একটি জরিপ তুলে ধরা হয়েছে যেখানে ৪০০ জন দর্শনার্থীর মধ্যে হ্যাঁ উত্তরকারীর সংখ্যা ৬৩% এবং না উত্তরকারির সংখ্যা ৩৭%।

**সারণী ১৪ নিরাপত্তা জনিত সমস্যাসমূহ**

| সম্যাসার ধরণ | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ১। উক্ত্যতকারী | ৫৮ | ১৪.৫ |
| ২। অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা কর্মী | ১০৯ | ২৭.২৫ |
| ৩। ছিনতাইকারী | ৪৯ | ১২.২৫ |
| ৪। অপর্যাপ্ত পুলিশ | ১০৩ | ২৫.৭৫ |

| | | |
|---|---|---|
| ৫। অন্যান্য সমস্যা | ৮১ | ২০.২৫ |
| মোট | ৪০০ | ১০০ |

সূত্র: মাঠ পর্যায়ে জরিপ ২০১৭

উক্ত টেবিলে নিরাপত্তা জনিত সমস্যার ধরণগুলো চিহ্নিত করে একটি জরিপ করা হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে ৪০০ জন উত্তারদাতার মধ্যে উত্যক্তকারীর কবলে পরেছেন ৫৮ জন যার শতকরা হার ১৪.৫%। অন্যদিকে অপর্যাপ্ত নিরাপত্তাকর্মী, ছিনতাইকারী, অপর্যাপ্ত পুলিশ ও অন্যান্য সমস্যার কথা বলেছেন যথাক্রমে ১০৯, ৪৯, ১০৩, ৮১ জন যাদের শতকরা হার যথাক্রমে ২৭.২৫%, ১২.২৫%, ২৫.৭৫%, ২০.২৫%। সুতরাং দেখা যায় যে অপর্যাপ্ত নিরাপত্তাকর্মীর কারণেই ভ্রমণে আসা মানুষ তুলনামুলকভাবে বেশী নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।

**সারণী ১৫ অন্যান্য সমস্যা**

| সমস্যার ধরণ | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ১। খাদ্য বিষয়ক সমস্যা | ৫২ | ১৩.০০ |
| ২। আবাসন সমস্যা | ৬৮ | ১৭.০০ |
| ৩। যাতায়াত সমস্যা | ৬৯ | ১৭.২৫ |
| ৪। নিরাপত্তা জনিত সমস্যা | ৬৪ | ১৬.০০ |
| ৫। বিনোদন জনিত সমস্যা | ৩৫ | ৮.৭৫ |
| ৬। মানহীন খাবার | ৪৮ | ১২.০০ |
| ৭। অপর্যাপ্ত খাবার | ১২ | ৩.০০ |

Dhaka University Institutional Repository

| | | |
|---|---|---|
| ৮। অতিরিক্ত খাদ্য মূল্য | ৪২ | ১০.৫ |
| ৯। অন্যান্য | ১০ | ২.৫ |
| মোট | ৪০০ | ১০০.০০ |

সূত্র: মাঠ পর্যায়ে জরিপ ২০১৭

উক্ত টেবিলে অন্যান্য বিভিন্ন সমস্যা এর জরিপ তুলে ধরা হয়েছে যেখানে দেখা যায় ৪০০ জনের মধ্যে খাদ্য বিষয়ক সমস্যায় পরেন ৫২ জন যার শতকরা হার ১৩.০০%। আবাসন সমস্যা, যাতায়াত সমস্যা, নিরাপত্তাজনিত সমস্যা, বিনোদনজনিত সমস্যা, মানহীন খাবার, অপর্যাপ্ত খাবার, অতিরিক্ত খাদ্যমুল্য ও অন্যান্য সমস্যায় পরেন যথাক্রমে ৬৯, ৬৪, ৩৫, ৪৮, ১২, ৪২, ১০ জন; যাদের শতকরা হার যথাক্রমে ১৭.২৫%, ১৬.০০%, ৮.৭৫%, ১২.০০%, ৩.০০%, ১০.৫%, ২.৫%। এতে প্রতীয়মান হয় যে যাতায়াত সমস্যায় পরে এমন ভ্রমণকারীর সংখ্যা তুলনামূলক বেশী।

## সারণী ১৬ সৌচাগার সমস্যা

| সৌচাগার সমস্যা | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ১। অপর্যাপ্ত সৌচাগার | ৯৭ | ২২.৭৫ |
| ২। নির্ধারিত স্থানে সৌচাগারের অভাব | ৭১ | ১৭.৭৫ |
| ৩। স্বাস্থ্য স্মমত সৌচাগারের অভাব | ১০১ | ২৫.২৫ |
| ৪। অপর্যাপ্ত পানি ও আলোর ব্যবস্থা | ৮৫ | ২১.২৫ |
| ৫। নারী ও পুরুষ পৃথক সৌচাগার | ৪৫ | ১১.২৫ |

| | | |
|---|---|---|
| ৬। অন্যান্য সমস্যা | ১ | ০.২৫ |
| মোট | ৪০০ | ১০০.০০ |

সূত্র: মাঠ পর্যায়ে জরিপ ২০১৭

উক্ত টেবিলে দেখা যাচ্ছে ৪০০ জনের মধ্যে অপর্যাপ্ত সৌচাগার সমস্যায় পরে ৯৭ জন যার শতকরা হার ২২.৭৫%। নির্ধারিত স্থানে সৌচাগারের অভাব, স্বাস্থ্যসম্মত সৌচাগারের অভাব, অপর্যাপ্ত পানি ও আলোর ব্যবস্থা, নারী ও পুরুষের পৃথক সৌচাগার ও অন্যান্য সমস্যায় পরেন যথাক্রমে ৭১, ১০১, ৮৫, ৪৫ ও ১ জন। এদের শতকরা হার যথাক্রমে ১৭.৭৫%, ২৫.২৫%, ২১.২৫%, ১১.২৫%, ০.২৫%। সুতরাং বলা যায় যে স্বাস্থ্যসম্মত সৌচাগারের অভাব সবচেয়ে বেশী ভ্রমণকারীদের সমস্যায় ফেলে।

**সারণী ১৭ পরিবেশগত সমস্যা**

| পরিবেশগত সমস্যা | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ১। দূষিত পরিবেশ | ৭৫ | ১৮.৭৫ |
| ২। দূর্গন্ধ | ৭০ | ১৭.৫ |
| ৩। আবর্জনা | ৭১ | ১৭.৭৫ |
| ৪। পচাবাসিখাবারছড়ানো- | ৭৪ | ১৮.৫ |
| ৫। সবুজ মাঠ | ৪৫ | ১১.২৫ |
| ৬। শ্যামোলিমার অভাব | ৩১ | ৭.৭৫ |
| ৭। অন্যান্য সমস্যা | ২৮ | ৭.০০ |
| ৮। মতামত | ৬ | ১.৫ |
| মোট | ৪০০ | ১০০.০০ |

সূত্র: মাঠ পর্যায়ে জরিপ ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত টেবিলে দেখা যাচ্ছে ৪০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে দূষিত পরিবেশকে সমস্যা বলছেন এমন সংখ্যা ৭৫ যার শতকরা হার ১৮.৭৫%। দুর্গন্ধ, আবর্জনা, পচা-বাসি খাবার ছড়ানো, সবুজ মাঠ, শ্যামোলিমার অভাব ও অন্যান্য সমস্যার কথা বলেছেন যথাক্রমে ৭০, ৭১, ৭৪, ৪৫, ৩১, ২৮ জন। যাদের শতকরা হার যথাক্রমে ১৭.৫%, ১৭.৭৫%, ১৮.৫%, ১১.২৫%, ৭.৭৫%, ৭.০০%। মতামত দিয়েছেন ৬ জন যার শতকরা হার ১.৫%। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে দূষিত পরিবেশকে সমস্যা বলছেন এমন সংখ্যা তুলনামূলক বেশী।

**সারণী ১৮ পর্যটন এলাকার পরিবেশ নিয়ে সন্তুষ্টি**

| মতামত | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| হ্যাঁ | ৪৬ | ১১.৫ |
| না | ৩৫৪ | ৮৮.৫ |
| মোট | ৪০০ | ১০০.০ |

সূত্র: মাঠ পর্যায়ে জরিপ ২০১৭

টেবিল ১৮ তে পর্যটন এলাকার পরিবেশ নিয়ে সন্তুষ্ট কিনা এ বিষয়ক একটি জরিপ তুলে ধরা হয়েছে যেখানে ৪০০ জন দর্শনার্থীর মধ্যে হ্যাঁ সুচক উত্তর দিয়েছেন ৪৬ জন যার শতকরা হার ১১.৫% এবং না সূচক উত্তর দিয়েছেন ৩৫৪ জন যার শতকরা হার ৮৮.৫%। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে পর্যটন এলাকার পরিবেশ নিয়ে অধিকাংশ দর্শনার্থী সন্তুষ্ট নয়।

**সারণী ১৯- উত্তরদাতাদের সন্তুষ্টির মাত্রা**

| | অল্প সন্তুষ্ট | সন্তুষ্ট | অসন্তুষ্ট |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| পরিবেশ নিয়ে | ৩০.৫ | ৬৫.০০ | ০.৫ |
| খাদ্য নিয়ে | ৪৯.০৫ | ৪৯.৩ | ০.৫ |
| শৌচাগার নিয়ে | ৭২.৩ | ১১.৫ | ১২.৮ |
| নিরাপত্তা | ৫২.৫ | ২৮.৩ | ৭.৩ |
| যোগাযোগ | ৩১.৫ | ৬৬.৫ | ১.০ |
| সার্বিক | ৩৪.৮ | ৬০.৫ | ৩.০ |

সূত্র: মাঠ পর্যায়ে জরিপ ২০১৭

টেবিল ১৯ তে দর্শনার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ে সন্তুষ্টির মাত্রা নিয়ে একটি জরিপ তুলে ধরা হয়েছে যেখানে পরিবেশ নিয়ে অল্প সন্তুষ্ট, সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্টের হার যথাক্রমে শতকরা ৩০.৫%, ৬৫.০০% ও ০.৫%। খাদ্য নিয়ে অল্প সন্তুষ্ট, সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্টের হার যথাক্রমে শতকরা ৪৯.০০%, ৪৯.৩% ও ০.৫%। শৌচাগার নিয়ে অল্প সন্তুষ্ট, সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্টের হার যথাক্রমে শতকরা ৭২.৩%, ১১.৫% ও ১২.৮%। নিরাপত্তা নিয়ে অল্প সন্তুষ্ট, সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্টের হার যথাক্রমে শতকরা ৫২.৫%, ২৮.৩% ও ৭.৩%। যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে অল্প সন্তুষ্ট, সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্টের হার যথাক্রমে শতকরা ৩৪.৮%, ৬০.৫% ও ৩.০০%। সার্বিক উবস্থা নিয়ে উত্তরদাতাদের অল্প সন্তুষ্ট, সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্টের হার যথাক্রমে শতকরা ৩৪.৮%, ৬০.৫% ও ৩.০০%। সুতরাং টেবিলে দেখা যাচ্ছে ভ্রমণে আসা দর্শনার্থীদের মধ্যে শৌচাগার নিয়ে অল্প সন্তুষ্টির হার ও অসন্তুষ্টির হার তুলনামূলক বেশী।

**সারণী ২০ পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য দর্শনার্থীদের দাবি**

| | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| নিরাপত্তা জোরদার | ১০২ | ২৫.৫ |
| খাদ্যের মানোন্নয়ন | ৬১ | ১৫.২৫ |

| | | |
|---|---|---|
| যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন | ৬৭ | ১৬.৭৫ |
| আবাসিক থাকার ব্যবস্থা | ৬৫ | ১৬.২৫ |
| স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ | ২৯ | ৭.২৫ |
| সৌন্দর্য বাড়ানো | ৫৪ | ১৩.৫ |
| অন্যান্য | ২২ | ৫.৫ |
| মোট | ৪০০ | ১০০.০০ |

সূত্র: মাঠ পর্যায়ে জরিপ ২০১৭

উক্ত টেবিলে পর্যটন পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য দর্শনার্থীদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে যেখানে ৪০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে নিরাপত্তা জোরদার করার ব্যাপারে দাবি জানিয়েছেন এমন সংখ্যা ১০২ জন যার শতকরা হার ২৫.৫%। অন্যদিকে খাদ্যের মানোন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, আবাসিক থাকার ব্যবস্থা উন্নত করণ, স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ, সৌন্দর্য বাড়ানো সহ অন্যান্য দাবি জানিয়েছেন যথাক্রমে ৬১, ৬৭, ৬৫, ২৯, ৫৪, ও ২২ জন যাদের শতকরা হার যথাক্রমে ১৫.২৫%, ১৬.৭৫%, ১৬.২৫%, ৭.২৫%, ১৩.৫% ও ৫.৫%। সুতরাং বলা যায় নিরাপত্তা জোরদার করার ব্যাপারে সকলেই জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

**সারণী ২১ কুমিল্লা জেলার পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের পথে বাঁধাসমূহ**

| বাঁধাসমূহ | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| সরকারি উদ্যোগের অভাব | ১৫৬ | ৩৯.০০ |
| বে-সরকারি উদ্যোগের অভাব | ৯৬ | ২৪.০০ |
| স্থানীয় নেতাদের সহযোগিতার অভাব | ৪০ | ১০.০০ |
| কতৃপক্ষের অদক্ষতা | ৬৩ | ১৫.৭৫ |

| | | |
|---|---|---|
| জনসচেতনতার অভাব | ৪০ | ১০.০০ |
| অন্যান্য কারণ | ৫ | ১.২৫ |
| মোট | ৪০০ | ১০০.০ |

সূত্র: মাঠ পর্যায়ে জরিপ ২০১৭

টেবিল ২১ তে কুমিল্লা জেলার পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের পথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঁধা সমূহের ব্যপারে একটি জরিপ তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে ৪০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের অভাবকে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের বাঁধা মনে করেন যথাক্রমে ১৫৬ ও ৯৬ জন যার শতকরা হার যথাক্রমে ৩৯.০০% ও ২৪.০০%। আবার স্থানীয় নেতাদের সহযোগিতার অভাব, কতৃপক্ষের অদক্ষতা, জনসচেতনতার অভাব ও অন্যান্য কারণকে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের বাঁধা মনে করেন যথাক্রমে ৪০, ৬৩, ৪০ ও ৫ জন যার শতকরা হার যথাক্রমে ১০.০০%, ১৫.৭৫%, ১০.০০% ও ১.২৫%। সুতরাং দেখা যায় যে, সরকারি উদ্যগের অভাবকেই কুমিল্লা জেলার পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের পথে অন্যতম বাঁধা হিসেবে দেখছেন বেশীরভাগ উত্তরদাতা।

## ৭.৩ সুপারিশ (Recommendations)

**সারণী ২২- কুমিল্লার পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে উত্তরদাতাদের সুপারিশসমূহ**

| দর্শনার্থীদের সুপারিশসমূহ | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| অবকাঠামোগত উন্নয়নে সরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিতকরণ | ৫৮ | ১৪.৫ |
| বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিতকরণ | ১৫১ | ৩৭.৭৫ |
| নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন | ৮৩ | ২০.৭৫ |

| | | |
|---|---|---|
| আবাসনের উন্নয়ন | ২৮ | ৭.০০ |
| পর্যাপ্ত দক্ষ লোকবল নিয়োগ | ৫৬ | ১৪.০০ |
| অন্যান্য সমাধান | ২৪ | ৬.০০ |
| মোট | ৪০০ | ১০০.০ |

সূত্র: মাঠ পর্যায়ে জরিপ ২০১৭

টেবিল ২২ তে মাঠ পর্যায়ের ৪০০ জন দর্শনার্থীর সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে যেখানে, অবকাঠামোগত উন্নয়নে সরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিতকরণ সুপারিশ করেছে এমন সংখ্যা ৫৮ জন যার শতকরা হার ১৪.৫%। অন্য দিকে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিতকরণ, নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন, আবাসনের উন্নয়ন, পর্যাপ্ত দক্ষ লোকবল নিয়োগসহ অন্যান্য সুপারিশ করেছে যথাক্রমে ১৫১, ৮৩, ২৮, ৫৬ ও ২৪ জন। এদের শতকরা হার যথাক্রমে ৩৭.৭৫%, ২০.৭৫%, ৭.০০%, ১৪.০০% ও ৬.০০%। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিতকরণের দিকেই উত্তরদাতাদের সুপারিশ তুলনামূলক বেশী।

## ৭.৪ উপসংহার (Conclusion)

বাংলাদেশ পর্যটনশিল্পের একটি অপার সম্ভাবনার দেশ। এ দেশটি নদ-নদী, সমুদ্রসৈকত ও পাহাড়ে ঘেরা। সব মিলিয়ে পুরো দেশটিই পর্যটনের জন্য উপযুক্ত। তাই শুধু কক্সবাজার নয়, পুরো বাংলাদেশকে পর্যটন বান্ধব করার প্রয়াস নিতে হবে। এজন্য পর্যটন মন্ত্রণালয়কে ঢেলে সাজানো দরকার। সর্বোপরি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এ লীলাভূমিকে পৃথিবীর কাছে উপস্থাপনযোগ্য করে তুলতে হবে।

## অধ্যায় আট

# উপসংহার (Conclusion)

বাংলাদেশের পর্যটনে প্রচলিত চিন্তা চেতনার বাইরে একটু দেশীয় ছোঁয়া দিতে পারলে অভ্যন্তরীণ পর্যটকের সংখ্যা বিপুলভাবে বেড়ে যাবে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশই এমন, একটু চেষ্টা করলে সারা দেশটাকেই পর্যটন স্পট হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। আমরা অনেকেই যেখানে জন্মেছি, তার পাশের উপজেলা বা জেলাতে যাই নি; কিন্তু একটা পর্যটন স্পট থাকলে সহজেই মানুষ আশেপাশের জেলাগুলোতে বেড়াতে যেতে পারতো। অনেক বেসরকারি ট্যুর অপারেটর এসব ক্ষেত্রে কাজ শুরু করলেও নানা মাত্রায় পর্যটন শিল্পের সার্বিক ভাবনা ও বিকাশে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনকেই এগিয়ে আসতে হবে।

নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি, দৃষ্টিনন্দন জীবনাচার বাংলাদেশকে গড়ে তুলেছে একটি বহুমাত্রিক আকর্ষণসমৃদ্ধ পর্যটন গন্তব্য হিসেবে। এদেশের সৌন্দর্যে তাই যুগে যুগে ভ্রমণকারীরা মুগ্ধ হয়েছেন। তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশ স্বল্প আয়তনের হলেও বিদ্যমান পর্যটন আকর্ষণে যে বিচিত্রতা সহজেই পর্যটকদের আকর্ষণ করতে পারে। এদেশে রয়েছে বিশ্বের দীর্ঘতম নিরবচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক সমুদ্রসৈকত- কক্সবাজার, পৃথিবীর একক বৃহত্তম জীববৈচিত্রে ভরপুর ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল-সুন্দরবন, একই সৈকত থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত অবলোকনের স্থান সমুদ্রকন্যা-কুয়াকাটা, দুটি পাতা একটি কুঁড়ির সবুজ রঙের নয়নাভিরাম চারণভূমি- সিলেট, আদিবাসীদের বৈচিত্রপূর্ণ সংস্কৃতি ও কৃষ্টি আচার-অনুষ্ঠান সমৃদ্ধ উচ্চ সবুজ বনভূমি ঘেরা- চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল, সমৃদ্ধ অতীতের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা উত্তরাঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো। ফলে স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প উন্নয়নের সম্ভাবণা অপরিসীম। পর্যটন শিল্পের সবটুকু সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে মডেল হতে পারে।

পর্যটন একটি বহুমাত্রিক ও শ্রমঘন শিল্প। সবচেয়ে দ্রুত সম্প্রসারণশীল ও বৃহৎ বাণিজ্যিক কর্মকান্ড হিসেবে এ শিল্প বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করেছে। পৃথিবীর সমগ্র জনগোষ্ঠীর প্রতি ১১ জনের মধ্যে গড়ে ১ জন বর্তমানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পর্যটন পেশার সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশের মানুষের ঘরকুনো বলে বদনাম দীর্ঘদিনের। তবে বর্তমানে প্রেক্ষাপট ভিন্ন। অনেকে এখন ছুটি গ্রামে না কাটিয়ে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অন্য কোথাও বেড়াতে যান। গত তিন-চার বছর ধরে ঈদের ছুটির সময়ে কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি বা বান্দরবানের হোটেল, মোটেল ও রিসোর্টগুলো পরিপূর্ণ বলে পত্রিকাগুলোতে খবর বেরুচ্ছে। এমনও শোনা গেছে, হোটেলে জায়গা না পেয়ে অনেককে গাড়িতেই রাত কাটাতে হয়েছে। বেড়ানোর এই চিত্র কিছুকাল আগেও ভাবা যেত না। আগে কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ইত্যাদি নামকরা জায়গার প্রতি মানুষের আগ্রহ ছিল। কিন্তু অনেকেই এখন অপরিচিত সুন্দর কোনো জায়গা, নদীর ধারে কাশফুলের মাঠ কিংবা স্রেফ গ্রাম দেখতেও বেরিয়ে পড়ে। ঢাকা শহরের মানুষ

আজকাল এমনকি মাওয়া ফেরিঘাটও দেখতে যায়, একদিনের ছুটি পেলে চলে যায় মানিকগঞ্জের পুরনো মসজিদ বা মন্দির দেখতে কিংবা ঘুরে আসে বঙ্গবন্ধু সেতু থেকে।

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প দিন দিন দ্রুত হারে জনপ্রিয় হচ্ছে। যার প্রমাণ, ইতোমধ্যে বাংলাদেশের প্রায় দশ লাখ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পর্যটন শিল্পের সাথে জড়িত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশে পর্যটনশিল্প বিকাশের বিশাল সুযোগ রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত স্বাধীনতার ৪৩ বছরেও তা আমরা কাজে লাগাতে পারি নি।

এক কথায়, পর্যটনশিল্প বিকাশের সম্ভাবনার মধ্যে আমরা হিমালয় সমান সমস্যা নিয়ে বসে আছি। এসব সমস্যা বহুমুখী। যার মধ্যে অবকাঠামোগত অসুবিধা তো আছেই, নিরাপত্তা নিয়েও পর্যটকরা উদ্বিগ্ন থাকেন। কক্সবাজারের মতো এলাকায় পর্যটকরা ছিনতাইসহ নানা রকমের নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। সমুদ্রতীরে চাঁদের আলোয় হেঁটে বেড়াতে কার না ভালো লাগবে! কিন্তু ছিনতাইকারী বা বখাটেদের উৎপাতে সেটি হবার জো নেই। বিশেষত নারী ও বিদেশি পর্যটকরা যে রাতে একটু নিরুদ্বিগ্নভাবে ঘুরে বেড়াবে, সেটি সব সময় সম্ভব হয় না। দিনের বেলায় ফেরিওয়ালাদের উৎপাত, পর্যটন স্পটে জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য ইত্যাদি কারণে পর্যটকেরা অনুৎসাহিত হন। একটি আধা-লিটার পানির সর্বোচ্চ খুচরা দাম যেখানে ১২ টাকা, পর্যটন স্পটে সেটি কেন ২৫ টাকা হবে? কেন পর্যটকদের কাছ থেকে কোরাল মাছের দাম নিয়ে অন্য সামুদ্রিক মাছ খেতে দেয়া হবে? একসময় কক্সবাজারের পাহাড়গুলো বনসম্পদে ভরপুর ছিল। সৈকতের পাশাপাশি এসব পাহাড় মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। কিন্তু কালের পরিক্রমায় বর্তমান সময়ে এসব বৃক্ষরাজি চোখেই পড়েনা।

বর্তমানে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য পর্যটন স্থানগুলো দূষণের শিকার। সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থা না থাকায় ভ্রমণকালে পর্যটকরা তাদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ফেলে পরিবেশ দূষণ করছে। এতে স্থানীয় জীববৈচিত্র

হুমকির মুখে পড়ছে।

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, কক্সবাজারের পৌর এলাকায় প্রতি দিন শহরে ৩০ টন বর্জ্য উৎপাদন হয়। এসব বর্জ্য নালা কিংবা সমুদে ফেলা হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে ১০-১৫ বছরের মধ্যে ময়লার গন্ধে থাকা যাবে না। সমুদ্র ভরে যাচ্ছে ময়লা-বর্জ্য। আমরা নিজহাতে কক্সবাজারের পর্যটনের সম্ভাবনা নষ্ট করছি।

প্রকৃতি আমাদের দু'হাত ভরে দিলেও আমরা তার অতি অল্পই ব্যবহার করতে পারছি। বিশ্বের বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত আমাদের দেশে হলেও আমরা এখনো সৈকতের ১২০ কিলোমিটার ব্যবহার করতে পারিনি। ৪৩ বছর ধরে মাত্র তিন কিলোমিটার সৈকত ব্যবহৃত হচ্ছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা আমাদের দেশের পর্যটন শিল্পের সবচেয়ে বড় বাঁধা। অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে বিদেশি পর্যটকেরা যেমন এদেশে আসতে উৎসাহ পান না তেমনি দেশীয় ভ্রমণ পিপাসুরাও নিরাপদ বোধ করেন না। অথচ, নেপালের মত ছোট দেশে পর্যটকের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে। নেপালে পর্যটকদের সুবিধার্থে অ্যারাইভাল ভিসা দেওয়া হয়। আমাদের দেশে এমন ব্যবস্থা করলে পর্যটকের সংখ্যা বাড়বে। যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্বলতা বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প বিকাশে অন্যতম এক প্রতিবন্ধতকা। প্রতিটি পর্যটন স্পটের মাঝে প্রশস্ত রাস্তা ও ট্রেন ব্যবস্থা থাকলে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিড়ম্বনা থেকে রেহাই পাওয়া যেত। চট্টগ্রাম থেকে টেকনাফ পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণ এবং রেললাইনের ভিত্তিপ্রস্তর করা হলেও তহবিল জটিলতায় কাজ হচ্ছে না। অনেক সময় স্থানীয় জনগণ পর্যটকদের সাথে সহযোগীতামূলক আচরণ করেন না। পর্যটক ও স্থানীয় জনগণের সামাজিক অবস্থানের পার্থক্যের কারণে এরকমটি হয়। পর্যটকরা আদিবাসী তথা স্থানীয় ঐতিহ্য দেখে অবজ্ঞা করে। একমাত্র সবার মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে এ সমস্যা কাটানো সম্ভব।

প্রকৃতির অপরূপ দান আমাদের এই বাংলাদেশ। দিগন্ত বিস্তৃত সবুজের গালিচা পাতা রয়েছে এ দেশের পথে প্রান্তরে। অবারিত এসব সবুজকে যদি সুনিপুণ পরিচর্যার মাধ্যমে একটি পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত

করা যায়, তাহলে তা যে একটি স্বপ্নময় ভুবনে পরিণত হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এমন স্বপ্নময় ভুবন বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। পর্যটন বর্তমান বিশ্বে একটি বৃহৎ রপ্তানি ও দ্রুত বর্ধনশীল শিল্প। ওর্য়ান্ড ট্রাভেল এন্ড ট্যুরিজম কাউন্সিলের তথ্যানুযায়ী পৃথিবীর প্রতি নয়জন শ্রমিকের মধ্যে একজন শ্রমিক পর্যটন শিল্পের সাথে জড়িত। পর্যটন একটি বহুমাত্রিক শিল্প হওয়ায় এ শিল্পের কর্মকাণ্ড অতি ব্যাপক ও বিস্তৃত। পৃথিবীর যাবতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনাসমূহ, ধর্মীয় স্থাপনাসমূহ, সর্বোপরি প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট আকর্ষণীয় স্থানসমূহ পর্যটন শিল্পের প্রধান আকর্ষণ। বাংলাদেশেরও রয়েছে হাজার বছরের সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা যা পৃথিবীর পর্যটকদের আকৃষ্ট করছে। সুজলা সুফলা, শস্য-শ্যামলা এই বাংলার এক অমিত সম্ভাবনাময় সেক্টর পর্যটন শিল্প। প্রতি বছর হাজার হাজার দেশি ও বিদেশি পর্যটক ভিড় করছে বাংলাদেশের ট্যুরিস্ট স্পটগুলোতে। আয় হচ্ছে বহু টাকা। কিন্তু দেশের পর্যটন শিল্পের জন্য যে পরিমাণ রিসোর্স তার শতকরা ২০ ভাগও আমরা ব্যবহার করতে পারি না। কেন পারিনা সে ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। সম্ভাবনাময় পর্যটন শিল্পের নানা সমস্যা ও সম্ভাবনা দেখে দেশের পর্যটনকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে বেশ কিছু সংগঠন গড়ে উঠে, যেমন TOAB, ATATB, PATA, BFTD এ সমস্ত সংগঠন সংশ্লিষ্ট সকল সস্থার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে পর্যটন বিষয়ক সকল কার্যক্রমে একাত্মতা প্রকাশ করে আসছে। এই সমস্ত সংগঠনের সদস্যগণ পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সাথে সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলা যেমন ITE, WTM, BITE, ATA, TTF, SATTE ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করে এসেছে। বিগত ২০১১ সাল থেকে BFTD বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলার (BITF) সফল অনুষ্ঠান করে আসছে। এতদ্ব্যতীতও কলকাতা, লন্ডনসহ বিভিন্ন শহরে দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে আসছে।

সম্ভাবানময় পর্যটন শিল্পের সমস্যা অনেক। প্রথম সমস্য হচ্ছে সরকার পর্যটন শিল্পের প্রতি যথেষ্ট আন্তরিক নয়। বিশেষ করে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য যে সব বিষয়গুলোতে সংস্কার আনা দরকার,

সরকার সে দিকে নজর দিচ্ছে না। যার কারণে সম্ভাবনাময় এ শিল্প World Tourism এর ক্ষেত্রে আজও তেমন সফলতা অর্জন করতে পারে নি। এ শিল্পকে এগিয়ে নিতে সরকারকে যথেষ্ট আন্তরিক হতে হবে। পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে যে সকল সেক্টরে সংস্কার করা প্রয়োজন তা অতি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। দ্বিতীয়ত আমাদের Capacity Build up করতে হবে যেমন আবাসন, পরিবহন, খাবার-দাবার ইত্যাদি সমস্যাগুলো সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। তাছাড়া রয়েছে Long Weekend এবং Off Season এর সমস্যা। এ দুটি সময়ে পর্যটক ও Hotelier দের বিভিন্ন সমস্যাগুলো নিরূপন করে সুষ্ঠু সমাধান কল্পে সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

বর্তমানে BFTD পর্যটনের সহিত সংশ্লিষ্ট সরকারের মন্ত্রণালয় ও সকল পক্ষের সহযোগিতা নিয়ে দেশে বিদেশে বাংলাদেশের হয়ে পর্যটনের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য জোর তৎপরতা কার্যক্রম শুরু করেছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে PPP এর মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এছাড়া কক্সবাজারে একান্ত টুরিস্ট জোন প্রকল্প, ট্যুরিস্ট পুলিশ বাহিনী গঠন করেছে। এছাড়া নুতন নুতন প্রকল্পের মধ্যে অবহেলিত কিন্তু টুরিজম বান্ধব প্রকল্পের মাধ্যমে ট্যুরিজম স্পট সৃষ্টি করিতেছে যা পর্যটনের জন্য ইতিবাচক।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১৯৯৮ সালে ফ্রান্সে পর্যটক সংখ্যা ৭০ মিলিয়ন, স্পেন ৪০.৭৭ মিলিয়ন, ইতালী ৩.৮৮ মিলিয়ন ও পর্তুগালে ১০.১৩ মিলিয়ন ছিল। অনুরূপভাবে মিসর, মরক্কো, ক্রোয়েশিয়া, তিউনিসিয়া ও তুরস্ক ভ্রমণ করেছিল ৩০০ হাজার থেকে ৯০০ হাজার পর্যটক। অথচ বাংলাদেশে ওই বছর কেবল ১,৭১,৯৬২ জন পর্যটক পর্যটনে বেরিয়ে ছিল। বিশ্ব পর্যটন সংস্থার হিসাব অনুযায়ী প্রতিবেশী দেশ ভারতে বাৎসরিক পর্যটক সংখ্যা বর্তমানে দুই মিলিয়ন, নেপাল ০৫ মিলিয়ন, থাইল্যান্ড ৮.০৬ মিলিয়ন, মালদ্বীপ ০.৫ মিলিয়ন ও মিয়ানমার ০.০৩ মিলিয়ন। লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, বাংলাদেশে সর্বশেষ ২০০৩ সালে পর্যটক সংখ্যা ছিল ২, ৩৭,০০০ জন। অর্থাৎ সবচেয়ে কম

সংখ্যাক পর্যটক আসেন এ দেশে। সুতরাং সম্প্রতি আমাদের দেশে কেবল পর্যটন শিল্প থেকে সামান্য হলেও যে অগ্রগতির যাত্রা শুরু হয়েছে, সে অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। যুক্তি ও বাস্তবের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে এ সাফল্যের কারণকে এগিয়ে চলার পথ সুগম করে দিতে হবে। সাম্প্রতিক সাফল্যের কারণটি তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। আর এ তলিয়ে দেখার জন্য উপযুক্ত আলোচনার পুনরাবৃত্তি করে বলতে হয় যে, পর্যটক সংখ্যার কমতির দিক থেকে বাংলাদেশ প্রথম এবং মিয়ানমার দ্বিতীয়। অথচ উভয় দেশের কোনটিরই ঐতিহ্য সম্পদের কমতি নেই। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোও যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। আমাদের কাছাকাছি দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোটদেশ সিঙ্গাপুর। অথচ এর জাতীয় আয়ের ৭০ ভাগ আসে পর্যটন শিল্প থেকে। একইভাবে নেপাল অর্জন করে ৪০ ভাগ। তাহলে আমরা কেন পারবনা? শুধু সাম্প্রতিক অর্জিত সাফল্যকে ধরে রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে সমন্বিতভাবে কাজ করে যেতে হবে। আমরাও একদিন অবশ্যই প্রতিবেশী দেশের মতই উন্নত পর্যটন সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হব।

পর্যটন শিল্পে অনেক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ আশানুরুপভাবে অগ্রগতি করতে পারছে না। সকল সমস্যা চিহ্নিত করে জরুরি ভিত্তিতে সমাধান করে পর্যটন শিল্পকে বিকশিত করা প্রয়োজন। তবেই বাংলাদেশের অপরিসীম সম্ভাবনাময় পর্যটন শিল্প দেশের অর্থনীতিতে আশানুরূপ ভূমিকা রাখতে পারবে।

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা অনেক বেশি। ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম কাউন্সিল তাদের এক গবেষণায় দেখিয়েছে, ২০১৩ সালে পর্যটন খাতে ১ দশমিক ৩ মিলিয়ন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা দেশের মোট কর্মসংস্থানের ১ দশমিক ৮ শতাংশ। ২০১৪ সালে এ খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও ৪ শতাংশ বাড়ার কথা। ২০১৪ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে ২ দশমিক ৭ শতাংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। সে হিসাবে ২০২৪ সালে মোট কর্মসংস্থানের মধ্যে পর্যটন খাতের

অবদান দাঁড়াবে ১ দশমিক ৯ শতাংশ। পর্যটন শিল্পের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন সেক্টর, যেমন- পরিবহন, হোটেল, মোটেল, রেস্তোরা, রিসোর্ট, এয়ারলাইন্স ও অন্যান্য যোগাযোগের মাধ্যম থেকে পৃথিবীর অনেক দেশ প্রতি বছর প্রচুর রাজস্ব আয় করে, যা অন্য যে কোনো বড় শিল্প থেকে পাওয়া আয়ের চেয়ে বেশি। পর্যটন শিল্পের জিডিপিতে প্রত্যক্ষ অবদানের ভিত্তিতে ১৭৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের অবস্থান ১৪২তম। বর্তমানে বাংলাদেশের জিডিপির প্রায় ২ শতাংশ আসে পর্যটন খাত থেকে। ইতোমধ্যে পর্যটন বিশ্বের বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহের এক-তৃতীয়াংশের রপ্তানি আয়ের প্রধান উৎস পর্যটন শিল্প। বিশ্ব পর্যটন সংস্থার প্রাক্কলন অনুযায়ী সারা বিশ্বে প্রায় ১০০ মিলিয়নের বেশি মানুষ তাদের জীবন-জীবিকার জন্য এই শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। সমগ্র বিশ্বে ২০২০ সাল নাগাদ পর্যটন থেকে প্রতিবছর দুই ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হবে।

ওপরের এই ছোট আলোচনা থেকে বোঝা যায়, এ দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে পর্যটন শিল্প বড় নিয়ামক হতে পারে। সরকার ২০১০ সালে একটি পর্যটন নীতিমালা করেছে, সেখানে বহুমাত্রিক পর্যটনের কথা বলা হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বহুমাত্রিক পর্যটনশিল্পের সম্ভাবনা রয়েছে শুধু কক্সবাজারে। বহুমাত্রিক পর্যটনে সাংস্কৃতিক, ইকো, স্পোর্টস, কমিউনিটি ও ভিলেজ টুরিজম থাকবে। আশার বিষয় হল, বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে বেসরকারি বিনিয়োগ ধীরে ধীরে বাড়ছে। পর্যটকদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে কক্সবাজারে রাজধানী নগরী ঢাকা থেকেও বেশি হোটেল/মোটেল গড়ে উঠেছে। সকল পর্যটন কেন্দ্রেই বেসরকারি উদ্যোগের কারণে অভ্যন্তরীণ পর্যটকদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে উল্লেখযোগ্য হারে। সুতরাং, বাংলাদেশকে আগামী ২০২১ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে হলে এ শিল্পকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা জরুরি। আর এ লক্ষ্যে আগামী ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশে ২০ লাখ পর্যটক আগমনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে কাঙ্ক্ষিত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিনোদনের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি, পর্যটন আকর্ষণের বহুমুখীতা বৃদ্ধি,

নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান এবং পর্যটন বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। যা বাস্তবায়িত হলে দিগন্ত রাঙিয়ে ভোরের নতুন সূর্যের আভায় অমিত সম্ভাবনার দেশ হিসেবে আবির্ভূত হবে আমাদের প্রিয় স্বদেশ- 'রূপময় বাংলাদেশ'।

## গ্রন্থপঞ্জি (References)

### গ্রন্থপঞ্জি: বাংলা

আ কা মো যাকারিয়া, বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ, ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী। প্রকাশ: ১৯৮৪।

আ.স.ম. উবাইদ উল্লাহ, ভূতাত্ত্বিক জরিপ, ঢাকা: বাংলাপিডিয়া। প্রকাশ: ২০০২।

আনিসুজ্জামান (সম্পাদনা) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খন্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমি। প্রকাশ: ১৯৮৭।

আফজাল হোসেন, বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক পর্যটন উন্নয়নের সম্ভাবনা, দৈনিক ইত্তেফাক। প্রকাশ: ৮ জানুয়ারি ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ।

http://archive.ittefaq.com.bd/index.php?ref=MjBfMDFfMDFfMTNfMV8xXzFfNzkzMw==

আয়শা বেগম, কুমিল্লার আরিফাইলের সমাধি সৌধ: সামগ্রিক স্থাপত্য পর্যালোচনা, ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ১৮-১৯, ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি। প্রকাশ: ১৯৯১।

..... প্রত্নিদর্শন: কুমিল্লা, ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। প্রকাশ: ২০১০।

আসাদুল হক মামুন, পর্যটন শিল্পের বিকাশ বাংলাদেশের অর্থনীতি পাল্টে দিতে পারে, সোনার বাংলা। প্রকাশ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১২ খ্রিস্টাব্দ।

ইফফাত আরা, জানার আছে অনেক কিছু, ঢাকা: দেশ প্রকাশন। প্রকাশ: ১৯৯৯।

এ বি এম হোসেন (সম্পাদনা) স্থাপত্য, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি। প্রকাশ: ২০০৭।

এ, কে, এম, শামসুল আলম, ময়নামতি, ঢাকা: ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজি এন্ড মিউজিয়াম। প্রকাশ: ১৯৭৬।

কাজল আব্দুল্লাহ, প্রসঙ্গ: বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ভাবমূর্তি, বিবিসি বাংলা। প্রকাশ: ২৭ জানুয়ারি ২০১০ খ্রিস্টাব্দ।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, প্রত্নচর্চা: ২, ঢাকা। প্রকাশ: ২০০৮।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, প্রত্নচর্চা: ৩, ঢাকা। প্রকাশ: ২০০৮।

ফাতেমা রিপা, কক্সবাজারে পর্যটকদের উপচেপড়া ভিড় : মিলনমেলায় মুখরিত সমুদ্র সৈকত, এবিনিউজ , কক্সবাজার। প্রকাশ: ২৯ আগস্ট ২০১৩।

মোঃ শফিকুল আলম, এক্সভেশান এট রুপবনমুরা, ঢাকা: ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজি এন্ড মিউজিয়াম। প্রকাশ: ২০০০।

মোবাশ্বের আলী ও অন্যান্য (সম্পাদনা) কুমিল্লা জেলার ইতিহাস, কুমিল্লা: জেলা পরিষদ। প্রকাশ: ১৯৮৪।

মোহাম্মদ রাজ্জাক, মানিক, বাংলাদেশের নদনদী: বর্তমান গতিপ্রকৃতি (প্রথম সংস্করণ)। ঢাকা: কথা প্রকাশনী। প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা ২৯৮-২৯৯।

মোশারফ হোসেন ও তোফায়েল দেওয়ান, ময়নামতি-লালমাই, ঢাকা: প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর। প্রকাশ: ২০০৪।

রাজীব পাল, সাগরকন্যা কুয়াকাটা, যুগান্তর। প্রকাশ : ০৫ নভেম্বর, ২০১৩।

http://www.jugantor.com/old/out-of-home/2013/11/05/39669

রিয়াজুল হক, পর্যটন শিল্প অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির আধার, জনকণ্ঠ। প্রকাশ: ৭ আগস্ট ২০১৬। http://www.dailyjanakantha.com/details/article/208896/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E06%B8%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A%

%E0%A6%B0%E0%A6%86%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0

শফিকুল আলম ও লাভলি ইয়াসমিন, প্রত্নচর্চা, ঢাকা: প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর। প্রকাশ: ২০০৭।

শামসুল হক শারেক, পর্যটকে মুখরিত কক্সবাজার, ইনকিলাব। প্রকাশ: ২৫ আগস্ট, ২০১৮ https://www.dailyinqilab.com/article/149243/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87A7%81%E0%A6%96%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%

সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, (সম্পাদনা) প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, ঢাকা: এএসবি। প্রকাশ: ২০০৭।

সৈয়দ তাসফিন চৌধুরী, অস্থিরতা বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, খবর দক্ষিণ এশিয়া। প্রকাশ: ২৫ মে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ।

…... বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের অর্থনৈতিক গুরুত্ব, দেশিনিউজ২৪.কম। প্রকাশ: ২১ অক্টোবর ২০১২ খ্রিস্টাব্দ।

আবু আফজাল, মোঃ সালেহ (২০১৮)। "পর্যটন, পিছিয়ে আছি আমরা"। আজকালের খবর, ৬ জুলাই, ২০১৮। https://www.ajkalerkhobor.com/details.php?id=55511

হাবিবুর রহমান, ইটখোলা বিহার, ঢাকা: প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর। প্রকাশ: ১৯৯২।

## গ্রন্থপঞ্জি: ইংরেজি


Akhter, Shelina. (2001). Tourism in Bangladesh: An Evolution.*Journal of Bangladesh Asiatic Society*, 32 (2), pp. 67-82

Albattat, Ahmad R. (2015). Tourists' Perception of Crisis and the Impact of Instability on Destination Safety in Sabah, Malaysia. *American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture*, 15(2), 96-102.

Ahmad, S. (2013, March 19). Tourism Industry in Bangladesh. *The Daily Star*,pp. 6. Retrieved from https://www.thedailystar.net/news/tourism-industry-in-bangladesh

Amin S. D. (2017, February 7). The Role of Tourism in Bangladesh Economy. *The Daily Sun*, pp. 6. Retrieved from http://www.daily-sun.com/post/204066/Role-of-Rural-Tourism-Development-in-Bangladesh-Economy

Bernard, H. Russell. (2012). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches.* Sage Publication, pp. 112-116

Butler, R. W. (1990). Alternative Tourism, Pious Hope or Trojan Horse. *Journal of Travel Research*, Vol. 28, No. 3, pp. 40-44.

..... (1991). Tourism, Environment and Sustainable Development. *Journal of Environmental Conservation*, Vol. 32, No. 2, pp. 201-209.

Bhattacharya, H. K. (1997). *Principle of Tourism Development.* New Delhi: Vikas Publishing House.

Bramwell, B. & Lane, B. (1993). Sustainable Tourism: An Evolving Global Approach. *Journal of Sustainable Tourism*, Vol. 1, No. 1, pp. 1-5.

Beaver, Allan. (2002). A Dictionary of Travel and Tourism Terminology. Wallingford: CAB International, pp. 313.

Dev, Santus Kumar. (2015). *Turism in Bangladesh.* Dhaka: Mukti Manobi Press.

Griffiths, Ralph. (2011). *The Monthly Review, Or, Literary Journal*.London: Princeton University Press.

Holder, F. W. (2009). An empirical analysis of the State's monopolization of the legitimate means of movement: Evaluating the effects of required passport use on international travel.

Hossain, J. (2006). The Use of Promotional Activities in the Tourism Industry: The Case of Bangladsh. Bleking Institute of Technology School of Managemnet, (Unpublished Thesis).

Harper, Douglas. (2011). Online Etymology Dictionary. Retrieved from https://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/lookupid?key=olbp37415

Khan, Maryam M. (1997). Tourism development and dependency theory: mass tourism vs. ecotourism. *Annals of Tourism Research*, Vol. 24, Issue 4, pp. 988-991

Kothari, C.R. (2004) Research Methodology: Methods and Techniques. (2nd Edition), New Delhi: New Age International Publishers, pp. 108

Leiper, N. (1983). *An Etymology of Tourism. Annals of Tourism Research.* New York: Pergamon Press.

Majumdar, R. C.(2005). *History of Ancient Bengal*. Kolkata: Tulshi Prakashani.

Morshed, M. M. R. (Ed,). (2004). *Bangladesh Tourism Vision 2020.* Dhaka: Bangladesh Porjoton Corporation.

Theobald, William F. (1998).*Global Tourism*.Oxford [England]:Butterworth-Heinemann

Wahab, K. (2011). An Appraisal of Tourism Industry Development in Bangladesh. *European Journal of Business and Management*, Vol. 3, No. 3, pp. 287-302.

Wilkerson, C. (2003) Resesion abd Recovery across the Nation. *Economic Review*, 4 (3), pp. 45–72.

Wade, M. (2008, February 15). Threat to a national symbol as India's wild tigers vanish. *The Age (Melbourne)*, pp. 9 Retrieved from https://www.theage.com.au/world/threat-to-a-national-symbol-as-indias-wild-tigers-vanish-20080215-ge6qar.html

## পরিশিষ্ট ১: চেক লিস্ট (Check List)

স্থানীয় জনগণ ও পর্যটকদের সাক্ষাৎকার

প্রশ্নপর্ব-১: প্রাথমিক তথ্য

১. আপনার নাম: ..... মোবাইল:

২. আপনি কোন ধর্মাবলম্বী?

☐ মুসলমান [কোড-১] ☐ হিন্দু [কোড-১] ☐ খ্রিস্টান [কোড-১]

☐ বৌদ্ধ [কোড-১] ☐ অন্যান্য [কোড-১]

৩. লিঙ্গ..... ☐ পুরুষ ☐ মহিলা

৪. আপনার বয়স কত

☐ ০-১৭ [কোড-১]

☐ ১৮-২৪ [কোড-২]

☐ ২৫-৪৪ [কোড-৩]

☐ ৪৫-৫৯ [কোড-৪]

☐ ৬০+ [কোড-৫]

৫. আপনার পরিবার প্রধানের পেশা কি?

☐ শ্রমিক/দিনমজুর [কোড-১]

☐ ক্ষুদ্র ব্যবসা [কোড-২]

☐ মাঝারি ব্যবসা [কোড-৩]

☐ বড় ব্যবসা [কোড-৪]
☐ সরকারি চাকরি [কোড-৫]
☐ বেসরকারি চাকরি [কোড-৬]
☐ স্ব-নিয়োজিত পেশা [কোড-৭]
☐ অন্যান্য…….. [কোড-৮]

৬. আপনি কোন জেলায় বাস করেন? …….

৭. আপনার মাসিক আয় কত?

☐ ১০০০০ এর নিচে [কোড-১]
☐ ১০০০০-২০০০০ [কোড-২]
☐ ২০০০০-৩০০০০ [কোড-৩]
☐ ৩০০০০-৪০০০০ [কোড-৪]
☐ ৪০০০০-৫০০০০ [কোড-৫]
☐ ৫০০০০-৬০০০০ [কোড-৬]
☐ ৬০০০০-৭০০০০ [কোড-৭]
☐ ৭০০০০+ [কোড-৮]

৮. আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা কেমন?

☐ ০-৮ (প্রাথমিক শিক্ষা) [কোড-১] ☐ ৯-১০ (মাধ্যমিক শিক্ষা) [কোড-২]
☐ ১১-১২(উচ্চ মাধ্যমিক) [কোড-৩] ☐ ১৩-১৬ (গ্রাজুয়েশন) [কোড-৪]
☐ ১৭ (পোস্ট গ্রাজুয়শেন) [কোড-৫] ☐ স্ব-নিয়োজিত শিক্ষা( উল্লেখ করুন) [কোড-৬]

৯. আপনার পরিবারের মোট সদস্য কত?.....)

☐ ১ জন [কোড-৫]

☐ ২ জন [কোড-৫]
☐ ৩ জন [কোড-৫]
☐ ৪ জন [কোড-৫]
☐ ৫ জন [কোড-৫]
☐ ৬ জন [কোড-৫]
☐ ৬ জনের বেশি [কোড-৫]

প্রশ্নপর্ব-২:পর্যটন শিল্প সম্পর্কিত উত্তরদাতার ব্যক্তিগত তথ্য

১০. কতদিন পরপর বেড়াতে বের হন আপনি?

☐ সপ্তাহে একবার [কোড-১] ☐ মাসে একবার [কোড-২]
☐ মাসে দুইবার [কোড-৩] ☐ বছর একবার [কোড-৪]
☐ বছরে দুইবার [কোড-৫]

১১. এখানে কতদিন থাকার পরিকল্পনা রয়েছে?

☐ আজকেই চলে যাব [কোড-১] ☐ ১ দিন [কোড-২] ২
☐ দিন [কোড-৩] ☐ ৩ দিন [কোড-৪] ৪
☐ দিনের বেশি [কোড-৫]

১২. যদি আজকেই চলে না যান তাহলে রাতে কোথায় অবস্থান করবেন?

☐ হোটলে/গেস্ট হাউজ [কোড-১] ☐ আত্মীয়ের বাসায় [কোড-২]
☐ বন্ধুর বাসায় [কোড-৩] ☐ অন্যান্য……..
[কোড-৪]

১৩. এখানের কোন দর্শনীয় স্থানটি আপনার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে?

☐ আনন্দ বিহার [কোড-১] ☐ বৌদ্ধ বিহার [কোড-২]
☐ শালবন বিহার [কোড-৩] ☐ কার্ড [কোর্ড-৪]
☐ নীলাচল [কোড-৫] ☐ ময়নামতি [কোড-৬]

☐ অন্যান্য [কোড-৭]

১৪. কি কারনে আপনার কাছে ভালো লেগেছে এটা?

☐ দেখতে সুন্দর [কোড-১] ☐ যাতায়াত সুবিধা [কোড-২]

☐ ঐতিহাসিক আকর্ষণ [কোড-৩] ☐ আবাসিক সুবিধা [কোড-৪]

☐ পরিষ্কার পরিছন্ন [কোড-৫] ☐ স্বাস্থসম্মত খাবার [কোড-৫]

☐ খাবারের সহজলভ্যতা [কোড-৬] ☐ কমিনিটেশন সুবিধা [কোড-৭]

☐ অন্যান্য [কোড-৮]

## প্রশ্নপর্ব-৩:পর্যটন শিল্প ও সমস্যা

১৫. পর্যটনের এ স্থানে আসতে যাতায়াত এবং পরিবহনে আপনি কোনো সমস্যা অনুভব করেছেন কি?

☐ হ্যা [কোড-১] ☐ না [কোড-২]

১৬. যদি আপনার উত্তর হ্যা হয় তাহলে কি ধরণের সমস্যা অনুভব করেছেন?

☐ রাস্তাঘাট খারাপ [কোড-১] ☐ অপর্যাপ্ত পরিবহন [কোড-২]

☐ অনুন্নত পরিবহণ [কোড-৩] ☐ ভাড়া বেশি [কোড-৪]

☐ অন্যান্য..... [কোড-৫]

১৬. আপনি কি এখানে নিজেকে নিরাপদ অনুভব করেন?

☐ হ্যা [কোড-১] ☐ না [কোড-২]

১৭. যদি না হয় তাহলে কি ধরণের সমস্যা অনুভব করেন?

☐ বখাটেদের উৎপাত [কোড-১]

☐ ছিনতাইকারীর সমস্যা [কোড-২]

☐ পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রহরীর অভাব [কোড-৩]

☐ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অপর্যাপ্ততা [কোড-৪]

☐ অন্যান্য..... [কোড-৫]

১৮. এখানে আপনি আর কি কি সমস্যা আছে বলে মনে করেন?

- ☐ খাবারের সমস্যা [কোড-১]
- ☐ স্যানিটেশন সমস্যা [কোড-২]
- ☐ আবাসিক সমস্যা [কোড-৩]
- ☐ পরিবহন সমস্যা [কোড-৪]
- ☐ নিরাপত্তা সমস্যা [কোড-৫]
- ☐ পর্যাপ্ত বিনোদনের অভাব [কোড-৬]
- ☐ অন্যান্য..... [কোড-৭]

১৯. খাবারে কি সমস্যা অনুভব করেন আপনি?

- ☐ স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের অভাব [কোড-১]
- ☐ অপর্যাপ্ত খাবার সরবরাহ [কোড-২]
- ☐ খাবারের অধিক মূল্য [কোড-৩]
- ☐ অন্যান্য..... [কোড-৪]

২০. স্যানিটেশন সমস্যা থাকলে কি ধরনের সমস্যা আছে বলে আপনি মনে করেন?

- ☐ অপর্যাপ্ত টয়লেট [কোড-১]
- ☐ প্রতিটা স্পটে টয়লেট না থাকা [কোড-২]
- ☐ স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের অভাব [কোড-৩]
- ☐ টয়লেটে পরযাপ্ত পানি ও লাইট না থাকা [কোড-৪]
- ☐ মহিলা ও পুরুষের জন্য পৃথক টয়লেট না থাকা [কোড-৫]
- ☐ অন্যান্য [কোড-৬]

.....

২১. পরিবেশগত কি কি সমস্যা আছে বলে আপনি মনে করেন?

- ☐ পরিবেশ নোংরা [কোড-১]
- ☐ দুর্গন্ধ ছড়ায় [কোড-২]
- ☐ ময়লা-আবর্জনা [কোড-৩]
- ☐ যত্রতত্র খাবারের উচ্ছিষ্টাংশ [কোড-৪]
- ☐ গো-চারণ ভুমি হিসেবে ব্যবহার [কোড-৫]
- ☐ সবুজায়নের সল্পতা [কোড-৬]
- ☐ অন্যান্য.....। [কোড-৭]

প্রশ্নপর্ব-৪:পর্যটন শিল্প ও বতমান অবস্থা

২২.এখানকার পরিবেশগত অবস্থান নিয়ে কি আপনি সন্তুষ্ট?

- ☐ হ্যাঁ [কোড-১]
- ☐ না .[কোড-২]

Dhaka University Institutional Repository

২৩. সন্তুষ্টির মাত্রা নির্ণয় করুন……..

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| অল্প সন্তুষ্ট [কোড-১] | সন্তুষ্ট[ কোড-২] | বেশি সন্তুষ্ট [কোড-৩] | অসন্তুষ্ট [কোড-৪] | একেবারেই সন্তুষ্ট না [কোড-৫] |

২৪. খাবারের মান নিয়ে আপনি কতটুকু সন্তুষ্ট?

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| অল্প সন্তুষ্ট [কোড-১] | সন্তুষ্ট [কোড-২] | বেশি সন্তুষ্ট [কোড-৩] | অসন্তুষ্ট [কোড-৪] | একেবারেই সন্তুষ্ট না [কোড-৫] |

২৫. স্যানিটেশন ব্যবস্থার উপর আপনি কতটুকু সন্তুষ্ট?

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| অল্প সন্তুষ্ট [কোড-১] | সন্তুষ্ট [কোড-২] | বেশি সন্তুষ্ট [কোড-৩] | অসন্তুষ্ট [কোড-৪] | একেবারেই সন্তুষ্ট না [কোড-৫] |

২৬. নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে আপনি কতটুকু সন্তুষ্ট?

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| অল্প সন্তুষ্ট [কোড-১] | সন্তুষ্ট [কোড-২] | বেশি সন্তুষ্ট [কোড-৩] | অসন্তুষ্ট [কোড-৪] | একেবারেই সন্তুষ্ট না [কোড-৫] |

২৭. পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থার উপর আপনি কতটুকু সন্তুষ্ট?

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| অল্প সন্তুষ্ট [কোড-১] | সন্তুষ্ট [কোড-২] | বেশি সন্তুষ্ট [কোড-৩] | অসন্তুষ্ট [কোড-৪] | একেবারেই সন্তুষ্ট না [কোড-৫] |

২৮. এখানে এসে সামগ্রিক বিষয়ের উপর আপনি কতটুকু সন্তুষ্ট?

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| অল্প সন্তুষ্ট [কোড-১] | সন্তুষ্ট [কোড-২] | বেশি সন্তুষ্ট [কোড-৩] | অসন্তুষ্ট [কোড-৪] | একেবারেই সন্তুষ্ট না [কোড-৫] |

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নপর্ব-৫:পর্যটন শিল্প ও সম্ভাবনা

২৯. এখানে আরো কি কি বিষয় থাকলে আরো বেশি ভাল লাগত আপনার?

☐ নিরাপত্তা ব্যবস্থা [কোড-১] ☐ খাবারের মান উন্নয়ন [কোড-২]
☐ পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন [কোড-৩] ☐ আবাসিক উন্নয়ন [কোড-৪]
☐ স্বাস্থ্যকর পরিবেশের উন্নয়ন [কোড-৫] ☐ সৌন্দর্য বৃদ্ধি [কোড-৬]

৩০.কুমিল্লা জেলার পর্যটন শিল্প বিকাশে কি কি সমস্যা আছে বলে আপনি মনে করেন?

☐ সরকারি উদ্যোগের অভাব [কোড-১]
☐ বেসরকারি উদ্যোগের অভাব [কোড-২]
☐ স্থানীয় নেতৃত্বের পর্যাপ্ত সহযোগিতার অভাব [কোড-৩]
☐ বর্তমান ব্যবস্থাপনা কতৃপক্ষের দক্ষতার অভাব [কোড-৪]
☐ পর্যটন শিল্প সম্পর্কে জনগনের অসচেতনতা [কোড-৫]
☐ অন্যান্য .....। [কোড-৬]

৩১.সমস্যাগুলো কিভাবে সমাধান করা যায় বলে আপনি মনে করেন?

☐ অবকাঠামোগত উন্নয়নে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি [কোড-১]
☐ বেসরকারি বিনিয়োগ উদ্বুদ্ধকরণ [কোড-২]
☐ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা [কোড-৩]
☐ আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন [কোড-৪]
☐ দক্ষ ও পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ [কোড-৫]
☐ অন্যান্য..... [কোড-৬]

Dhaka University Institutional Repository

## পরিশিষ্ট ২- ছবিসমূহ (Photos)

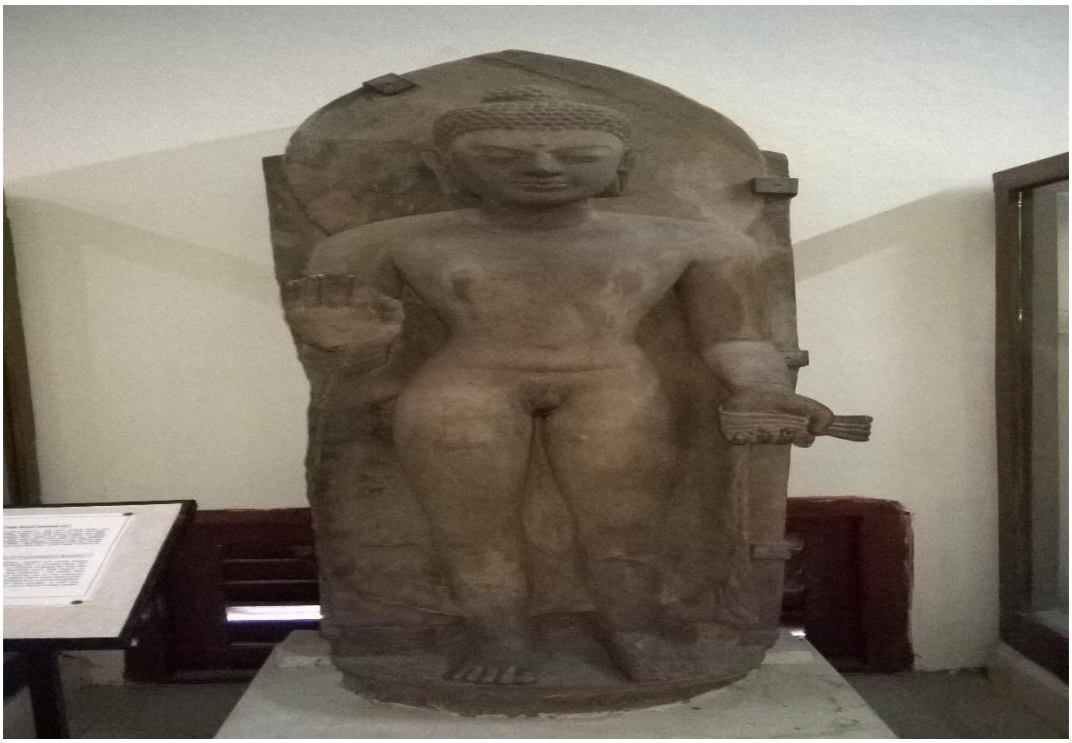

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

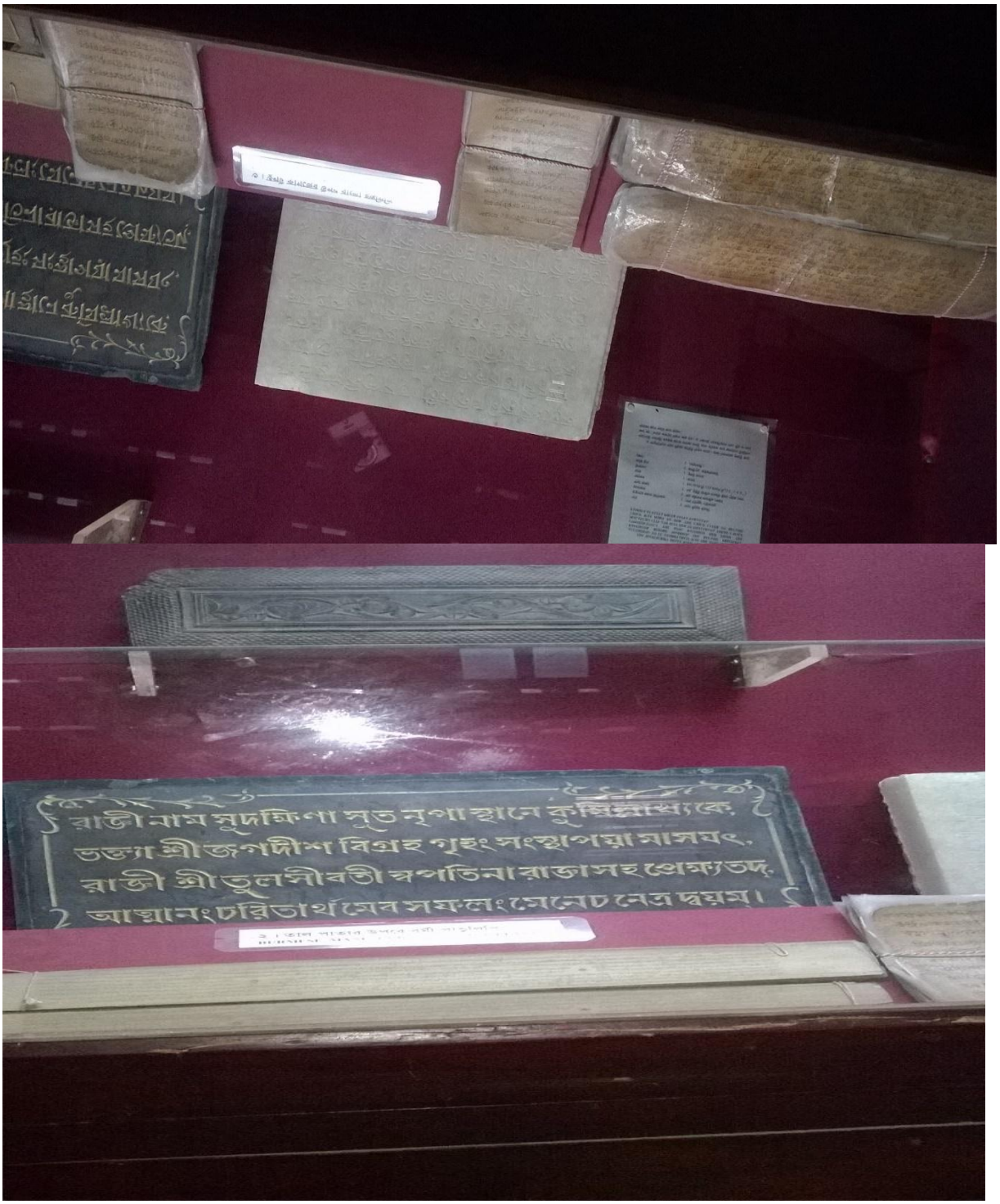

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository